حكم الإسلام في الإرهاب والتطرف

ইসলামের দৃষ্টিতে

চরমপন্থা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস



অভিমত : প্রখ্যাত উলামায়ে দ্বীন ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ

শায়খ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব





حكم الإسلام في الإرهاب والتطرف

ইসলামের দৃষ্টিতে
চরমপন্থা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস

সঙ্কলন:

শায়খ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

লীস্যান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব।

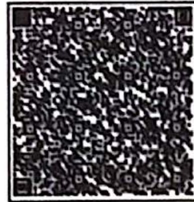
এম. এ. দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মহা পরিচালক, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট, উত্তর খান ও দক্ষিণখান, ঢাকা।

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উপদেষ্টা মাদরাসাতুল ফুরকান আল ইসলামিয়্যাহ, রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।

বিভাগীয় প্রধান - সাবেক, শিক্ষা ও দাওয়াহ বিভাগ : জমঈয়াতু ইহ্য়াউত্ তুরাছ আল-ইসলামী, কুয়েত, বাংলাদেশ অফিস।

সহকারী অধ্যাপক (সাবেক), বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।





দারুল কারার পাবলিকেশন্স

বাংলাবাজার, ঢাকা।



ইহ্ইয়া-উস্ সুন্নাহ ফাউন্ডেশন

উত্তরখান, ঢাকা।

ইসলামের দৃষ্টিতে চরমপন্থা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস

সঙ্কলন : শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

১ম প্রকাশ: জানুয়ারী ২০০৬ ইং, ২য় প্রকাশ : জানুয়ারী ২০২১ ইং, ৩য় প্রকাশ : জুন ২০২২ ইং
৪র্থ ও যৌথ প্রকাশ: মার্চ ২০২৫, ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ১৪৪৬ হিজরী
 প্রচ্ছদ: সাইফুর রহমান

প্রকাশনায়:

ইহ্ইয়া-উস্ সুন্নাহ ফাউন্ডেশন
নিম্নিরটেক (উজামপুর রোড), মৈনারটেক, উত্তরখান, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
মোবাইল : 01642-463773, 01614004847, 01817129807
Email: ihyaussunnah@gmail.com, website: www.ihyaussunnah.com

দারুল কারার পাবলিকেশন্স
দোকান ৮৭, মাদ্রাসা মার্কেট (৩য় তলা),
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: +88 01575 111170, +88 01720 935542

ডোনেশনের জন্য:
আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক, উত্তরা শাখা- IHYA US SUNNAH FOUNDATION
A/C: 0171020071876. **মোবইল ব্যাংকিং- ০১৬১৪০০৪৮৪৭**

পরিবেশক:

- **ওয়াহিদীয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** রাজশাহী, মোবা: ০১৭০৮৫২৪৫২৫, ০১৭৩৭১৫২০৩৬
- **কাশফুল প্রকাশনী**
  মাদ্রাসা মার্কেট (২য় তলা), ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, মোবা: 01731010740, 01918800849
- **নিউ গাজী এন্টারপ্রাইজ (ভারত)**
  বিথারী, স্বরূপনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, ভারত। +91 97328 59661, +91 98009 31920

পৃষ্ঠাসজ্জা ও মুদ্রণ:
দারুল কারার পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০।

ISBN Number: 978-984-99665-5-5

মূল্য : ৩২০.০০ টাকা মাত্র

ISLAMER DRISTITE CHOROMPONTHA, JONGIBAD O SONTRASH by Sheikh Akramujjaman Bin Abdus Salam, Published by Ihyaus Sunnah Foundation, Uttara, Dhaka & Darul Qarar Publications, Banglabazar, Dhaka-1100, Price: BDT 320, USD $ 10

ইহ্ইয়া-উস্ সুন্নাহ্ ফাউন্ডেশন-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান

জনাব সফিউল আজম এর

সুচিন্তিত অভিমত

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য। অফুরন্ত দরূদ ও সালাম নাযিল হোক নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের উপর।

অতঃপর, আমি এক সময় একজন বামপন্থী মানুষ ছিলাম। ইসলাম সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা ছিল না বললেই চলে। আল্লাহ তায়ালা যখন আমাকে ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ ও আকর্ষণ দান করলেন তখন ইসলাম পালন করতে গিয়ে নানান ধরণের দলীয় প্লাটফর্ম দেখে বেশ দিশেহারা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে দুশ্চিন্তায় হাবু-ডুবু খাচ্ছিলাম। ইতোমধ্যে দু'টি ইসলামী দল বদলানো হয়ে গিয়েছিল। সেই দুটি দলে যতটুকু সময় অতিবাহিত করেছিলাম তাতে ইসলামের মূল বিষয় ঈমান, তাওহীদ ও আক্বীদা বিষয়ে কিছুই শিখতে পারিনি। এমতাবস্থায় খাঁটি ইসলামী দল/সংগঠন খুজে বের করতে যেয়ে আরো যে কত দলে ঢুকতে হবে ও যাচাই করতে হবে ভেবে কুল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। এমন দিশেহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় লেখকের মুসলিম উম্মাহ্‌র বিভেদ ও বিভক্তির চিত্র ও ঐক্যের ইলম ও রূপরেখা এবং ঈমান, তাওহীদ ও আক্বীদা বিষয়ে বেশকিছু বক্তব্য ইউটিউবে শুনার পর এবং তার লিখিত **"যুগে যুগে বিভক্তির আতর্তে মুসলিম জাতি- সাম্প্রতিক কালে সাংগঠনিক বিভক্তি"** এবং **"কালিমার মর্মকথা"** নামক গ্রন্থদুটি পড়ার মাধ্যমে উপর্যুক্ত দিশেহারা ভাব দূর হয় এবং ইসলাম পালনের ক্ষেত্রে অশান্তি কেটে প্রশান্তি লাভ করি- আলহামদুলিল্লাহ। আমার দৃষ্টিতে তিনি যেমন বিভেদ নিরসন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার বিশেষজ্ঞ আলিম তেমনি দ্বীন কায়েম ও জিহাদের নামে সন্ত্রাস দমন ও আক্বীদা বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ আলেম। তাঁর লিখিত **"ইসলামের দৃষ্টিতে চরমপন্থা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস"** গ্রন্থটি যে কেউ গভীর মনোযোগ সহকারে পড়লে ধর্মের নামে সন্ত্রাস দমনে গ্রন্থখানার ভূমিকা কত অপরিসীম তা জানতে সক্ষম হবেন। গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় ধারাবাহিকভাবে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের দমনের চিত্রসহ নানা উপকারিতা তুলে ধরেছেন। দেশ ও জাতির জন্য গ্রন্থখানা অত্যন্ত উপকারী ও ফলপ্রসু হিসেবে প্রমাণিত ও পরীক্ষিত হওয়ায় **'ইহ্ইয়া-উস্ সুন্নাহ্ ফাউন্ডেশন'** এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এজন্য আল্লাহর নিকট তাওফীক চাওয়ার পাশাপাশি মুসলিম ভাই-বোনদের কাছে দু'আ ও সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্ কবুল করুন। আমীন।

তারিখ: ২২/০৯/২০২১ ইং

সফিউল আজম

জামিয়াহ কাসিমিয়াহ নরসিংদী'র প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল, বাংলাদেশ ইসলামী ইউনিভার্সিটির সেক্রেটারী জেনারেল ও এটিএন বাংলার ধর্মীয় ভাষ্যকার

মুহতারাম সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন জাফরী (হাফি:)-এর

সুচিন্তিত অভিমত

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

ইসলামের দৃষ্টিতে চরমপন্থা, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস নামক বইটি আমার নজরে এসেছে। বইটি আমি মাটোমুটিভাবে পড়েছি। এতে লক্ষ্য করেছি, ইসলামের নিজস্ব প্রকৃতি তথা মধ্যপন্থা দালীলিকভাবে যথাযোগ্য প্রমাণ সহকারে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

অধুনা কিছু সংখ্যক ভ্রান্ত লোকের ইসলামী আবরণে গর্হিত আচরণ ও সন্ত্রাসভিত্তিক তথাকথিত ইসলামী সংগঠন গড়ে তোলায় জনমনে সত্যিকার ইসলামী দাওয়াহ ও আন্দোলন সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে সন্দেহ নেই। এমনকি বিষয়টি আন্তর্জাতিক মহলকে প্রভাবিত করছে। বলা যায়, ইসলামের দুশমনদের হাতে দ্বীনের বিরুদ্ধে মোক্ষম হাতিয়ারটি তুলে দেয়া হয়েছে। কতিপয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়া ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নেমে পড়েছে। সত্যিকার ইসলামী দাওয়াহ ও আন্দোলনের প্রতি স্বকল্পিত চরমপন্থার অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে। বক্ষমান বইটিতে কালজয়ী ইসলামের সত্য, সুন্দর ও অনাবিল ধারণা বলিষ্ঠভাবে বিধৃত। আরো প্রমাণ করা হয়েছে ইসলামের সকল অনুশাসনে মধ্যম পন্থাই অবলম্বিত ও চরমপন্থা প্রত্যাখ্যাত। বইটির লেখক শায়খ আকরামুজ্জামান বিন আবদুস সালাম একজন উদারমনা লেখক, গবেষক ও প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ আলেমে দ্বীন। তিনি বইটি লিখে সমসাময়িকতার দাবী পূরণ করলেন, নির্দ্বিধায় বলা যায়।

আমি মহান রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল এর নিকট তাঁর দীর্ঘ জীবন ও দ্বীনের খিদমতে নিরবচ্ছিন্ন তাওফীক কামনা করছি।

তারিখ: ০২/০৪/২০০৬ ইং

সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন জাফরী

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-এর ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত প্রফেসর ও প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া মজুমদার (হাফি:)-এর

সুচিন্তিত অভিমত

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থা এগুলো কোনোকালেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। সুস্থ বিবেকবান কেউ তাতে জড়াতে পারে না, আর বিশুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন কেউ তা সমর্থনও করতে পারে না। এজন্য দেখা যায় বর্তমান বিশ্বে যারা এসব কাজে জড়িত তারা কেউ জ্ঞানে গুণে বিখ্যাত নয়। তারা অধিকাংশই বয়সে নবীন, চিন্তা- চেতনায় মিসকীন। তারা আসলেই কোনো গ্রহণযোগ্য মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে না। তারা কোনোভাবেই চিন্তাশীল ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের সমর্থন পায় না ও পেতে পারে না। মানুষ যদি তার বিশ্বাস কিংবা ভিন্নমতের কাউকে আক্রমণ দিয়েই সব সমস্যার সমাধান করে নিতে সক্ষম হতো তবে জগত এতদিন অবশিষ্ট থাকতো না। জগতের যত শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, যত নিয়মনীতি সব ব্যাহত হতো, পৃথিবী হতো বিশৃঙ্খলাপূর্ণ উত্তপ্ত উপত্যকা।

তারপরও সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থার কিছু নমূনা মানুষের মাঝে ছিল, বিশেষ করে আমরা যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার পতন, সভ্যতার ধ্বংস ইত্যাদির কারণ হিসাবে এ দু'টিকে দায়ী করলে খুব বেশি অন্যায় করবো বলে মনে করি না। তবে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, তা খুব ব্যাপক ছিল না। কোথাও যদি কেউ তা করত তবে সেটা ক্ষমতার অপব্যবহার, কিংবা বাঁচার অধিকার হিসাবে নির্বোধের মত সেটাকে কাজে লাগিয়েছে, যদিও সেটার শেষ পরিণতি তারই বিরুদ্ধে গেছে। তাকে বা তাদেরকেই পরবর্তী প্রজন্মের সকলে ধিক্কার দিয়েছে। কোনোদিনই চরমপন্থা ও জঙ্গীবাদের মাধ্যমে কিছু টিকে থাকেনি বা থাকতে পারে না। সাময়িক এসব উন্মাদনার পরিণতি স্রষ্টার অনেক সৃষ্টির মনঃবেদনা ও বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে এবং আজও হতে চলেছে, শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে, মানবতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, নিরীহ সৃষ্টিজীবের সমস্যা বহুগুণ বেড়েছে।

তখনকার সময়ে চরমপন্থীদের অবস্থান ছিল অঞ্চলভিত্তিক; কিন্তু বর্তমান সময়ে তা প্রযুক্তির কারণে দ্রুত দাহ্য পদার্থের ন্যায় সারা বিশ্বকে গ্রাস করে চলেছে। এখানে আর আলোচনার ভাষা অবশিষ্ট নেই, সেটা দখল করে নিয়েছে মারণাস্ত্র। সহমর্মিতার ভাষা অবশিষ্ট নেই তার স্থান দখল করে নিয়েছে নিষ্ঠুরতা। একক সমস্যা সেখানে আর নেই, সেটাকে করে নেয়া হয়েছে বিশ্বব্যাপী নিধনযজ্ঞ। মানবেতিহাসের বিখ্যাত ধর্মগুলোর কোনোটিই চরমপন্থাকে সমর্থন দেয়নি।

যদিও তাদের কারও কারও ধর্মগ্রন্থে তেমন কিছু ভাষ্য দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলো খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বুঝা যাবে যাবে তা কেবল যুদ্ধ নামক বিশেষ অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু তাদেরই অনুসারীরা সেটাকে শান্তিপূর্ণ মানুষদের ওপর চালিয়ে নেয়ার মত অপব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে পৃথিবীকে করে চলেছে বাসের অযোগ্য। এ কারণেই আপনি পৃথিবীর আনাচে কানাচে এক ধর্মের অনুসারী দ্বারা অন্যদের ওপর চড়াও হওয়ার হাজারো নযীর খুঁজে পাবেন।

তারপরও সবচেয়ে বেশি যাদের ব্যাপারে এ সমস্যায় পড়ার বিষয়টি বর্তমানে মিডিয়ার বদৌলতে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে তারা হচ্ছে মুসলিম। তাদের ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী যেমন মিথ্যাচার রয়েছে তেমনি কিছু সত্য কথাও আছে। অথচ ইসলাম ফিত্বরাতী (স্বভাবজাত) দীন, স্বাভাবিকতা নিয়েই তার অবস্থান সর্বদা ছিল এখনও সেটা ইসলামের মূল উৎসে বিদ্যমান। তাতে থাকবে না কোনো বাড়াবাড়ি কিংবা ছাড়াছাড়ি। কারণ ইসলাম আল্লাহ তা'আলার দেয়া একমাত্র দীন। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম।' আরও বলেন, 'যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছু তালাশ করবে আল্লাহ তার থেকে তা কখনো গ্রহণ করবেন না।' আরও বলেন, আর আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসাবে দিয়ে সন্তুষ্ট।' যদি তাই হয় যে ইসলামকে জগতব্যাপী মানুষের মেনে চলার উপযোগী করেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য দিয়েছেন, তাহলে সেখানে এমন কিছু থাকবে না যা ফাসাদ সৃষ্টি করবে, ফিতনা তৈরী করবে, বিপর্যয় তৈরী করবে। বরং তাতে মুসলিম ও অমুসলিম সকলের জন্য সঠিক নিয়মের বসবাসের ফর্মূলা দেয়া থাকবেই আর বাস্তবেও তা আছে।

কিন্তু সমস্যা তখনই হয়, যখন এমন কিছু লোকের উদ্ভব হয় যখন তারা ইসলামকে তার আসল উৎস থেকে বুঝার চেষ্টা না করে ভাসা ভাসা বিদ্যা নিয়ে অনুধাবনের চেষ্টা করবে, তখনই ধেয়ে আসবে যথা অনাসৃষ্টি। কুরআন আমাদেরকে ফিতনাবাজদের ফিতনায় জড়িত হওয়ার ব্যাপারে সাবধান করে গেছেন। আমাদের নবী এ শ্রেণির লোকদের থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে বলেছেন। বরং প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের দমন করতেও বলে গেছেন। আর আমরা দেখতে পাই ইসলামের ইতিহাসে এসব চরমপন্থীদের জাতভাই 'বাগী'দের উত্থানের মাধ্যমে তৃতীয় খলীফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জীবন দিতে হয়েছে। আর সরাসরি চরমপন্থীদের আক্রমনের সূত্রপাত হয়েছে চতুর্থ খলীফা আলী রাদিয়াল্লাহুর সময়ে। সে সময়ে তাদের সাঁড়াশি আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে মুসলিমদের দেহ। দাঁড়াতে হয়েছে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে। আর এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে, যাতে তিনি

বলেছিলেন, 'হে আলী আমি যুদ্ধ করছি, কুরআন প্রতিষ্ঠা করতে, আর তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে কুরআনের অপব্যাখ্যা থামাতে।' সেই যে ফিতনা ও সর্বনাশা রক্তক্ষয়ী বেদনাদায়ক উপাখ্যানের শুরু হয়েছে তার ধারা আজও চলমান।

এসব ফিতনাবাজদের সাধারণ চরিত্র আমাদের নবী আমাদের বলে দিয়েছেন যে, তারা হবে বয়সে নবীন, বুদ্ধিতে কাঁচা, দীনের উৎস কুরআন ও সুন্নাহ বুঝার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির অনুসরণকারী, পূর্ববর্তী আলেম ও ইমামদের বুঝের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, ইলমকে তার আসল উৎস থেকে অর্জনে অনীহা, অনিয়ন্ত্রিত বক্তব্য প্রদান। আর এদের সাধারণ কিছু লক্ষণ হচ্ছে, তারা নিজের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেয়ে অন্যের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় বেশি মনযোগী, রাষ্ট্রিয় ফরযকে ব্যক্তিগত ফরযে রুপান্তর, জিহাদ ও হত্যার ভুলব্যাখ্যা প্রদান, যুবকদের সংক্ষিপ্ত রাস্তায় জান্নাতের ওয়াদা প্রদান, পাপের কারণে মুসলিমকে কাফির আখ্যাদান, রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শর'ঈ গুরুত্ব অস্বীকারকরণ, রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের পাপের কারণে রাষ্ট্রকে কাফির গণ্য করা, এরূপ রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্যকারী নাগরিকদের কাফির বলা, এরূপ রাষ্ট্র ও নাগরিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বৈধ বলা, জিহাদকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সর্বদা ফরযে আইন বা বড় ফরয বলা। জিহাদকে দীনের রুকন বানিয়ে ফেলা, তাদের মতের বিরোধী আলেমদেরকে অবজ্ঞা করা।

বস্তুত মুসলিম বিশ্বের জন্য এটি বড় ফিতনা ও বিশাল সমস্যা। এ সমস্যাকে কোনোভাবেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। আলেমগণের উচিত এ বিষয়ে কলম ধরা, তাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণ ও মুসলিমদের সচেতন করে তোলা। তা না হলে এর আগুনে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই পুড়তে হবে। যত তাড়াতাড়ি এদেরকে উৎখাত ও এদের উৎসকে সমূলে উৎপাটন করা যাবে ততই তাতে দেশ ও দশের উপকার হবে, ইসলাম সংরক্ষিত হবে। আল্লাহর বান্দারা নিরাপত্তা পাবে। আনন্দের বিষয় যে, আমাদের প্রিয় ভাই শায়খ আকরামুজ্জামান ইবন আব্দুস সালাম এ বিষয়টি নিয়েই গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর ক্ষুরধার ও গবেষণাপূর্ণ লিখনিটির মাধ্যমে জাতি উপকৃত হবে, সমাজ জীবন সুন্দর হবে, শান্তির পরশ বিরাজ করবে সারা দেশে এ প্রত্যাশাই করছি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

তারিখ: ২২/০৯/২০২১ ইং

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া মজুমদার

শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম এর জীবনী*

শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম ১৯৬৮ সালে বর্তমান ঠাকুরগাঁও জেলার অন্তর্গত হরিপুর থানাধীন খামার গ্রামে একটি আলিম দ্বীনদার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াতিম ও চরম অসহায় অবস্থায় তার শৈশব কাল কাটে। তার শৈশব কাল, শিক্ষা ও কর্মজীবন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে বর্বর বাহিনী তাদের বাড়িসহ গোটা গ্রাম ও এলাকা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এমনকি স্বপরিবারে হত্যার জন্য গুলি করার উদ্দেশ্যে লাইনে দাঁড় করিয়েও আল্লাহর ফায়সালা না থাকায় বর্বর বাহিনী তাদেরকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছিল। এ ঘটনার পর তার পিতা মাওলানা আব্দুস সালাম সাহেব স্বপরিবারে তাঁর পূর্বের মাতৃভূমি ইন্ডিয়ায় চলে যান। ১৯৭৫ সালে তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। এরপর ১৯৭৭-৭৮ সালে অন্যান্য ভাই ও মায়ের সাথে ইন্ডিয়া থেকে ঠাকুরগাঁয়ের জন্মস্থান গ্রামে ফিরে আসেন। তার মা-ও একজন অত্যন্ত মহিয়সী দ্বীনদার, পরহেযগার, ইল্মপিপাসু নারী ছিলেন। তিনি বিয়ের পর অনাগত সন্তানদেরকে আলেম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে তার পিতা মুফতি আব্দুর রহমানের নিকট থেকে সম্পত্তির ভাগ না নিয়ে কিতাব নিয়েছিলেন। তার এই স্বদিচ্ছা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট গৃহিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তার ৬ জন ছেলেকে আলিম হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। এদের মধ্যে ৩ জন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারিগ মাদানী আলিম। এমনকি নাতিদেরকেও মাদানী/আলিম হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার!

বাংলাদেশে ফিরে আসার পর চরম অভাব-অনটন জর্জরিত সংসারে গ্রাম্য শিশুশ্রমিক অবস্থায় অযত্নে দুঃখ-বেদনার বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের ভেতর দিয়ে তার জীবন চলতে থাকে। একপর্যায়ে ১৩/১৪ বছর বয়সে তার সহোদর ভাই মুদ্দাসসির আল ফুরকান (ইলিয়াস) এর হাত ধরে শিক্ষার আলো দেখতে পান। তার শিক্ষাজীবনটাও ছিল অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। বাংলা ও ইংরেজি অক্ষর জ্ঞান লাভ করে মোটামোটি রিডিং পড়তে শিখেই (শিশুশিক্ষা পড়ে) পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে যান। কঠোর পরিশ্রম করে পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং পাস করেন। এরূপ অস্বাভাবিকভাবে ক্লাস ডিঙ্গিয়ে ও প্রমোশন নিয়ে বহু বছরের লকসান পুষিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৮৩ সনে সেই সহোদর ভাইয়ের শিক্ষকতার সুযোগ পাওয়ার সুবাদে তার সাথে ঢাকায় এসে একটি প্রসিদ্ধ কওমি মাদ্রাসা "মাদ্রাসা মহাম্মদীয়া আরাবীয়াহ, উত্তর

---

* মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণা থিসিসে তার জীবনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। দেখুন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. আব্দুল বাসীর মাদানী কৃত থিসিস, শিরনাম: الدعوة الإسلامية في بنغلاديش معوقاتها وسبل علاجها- "বাংলাদেশে ইসলামী দাওয়াহ্, প্রতিবন্ধতাসমূহ এবং উত্তরণের উপায়", ১ম খন্ড, ৫৬১-৫৬৭ পৃষ্ঠা। অনলাইন লিঙ্ক: shorturl.at/wAKVZ. বাংলাদেশে কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র শাইখের জীবনীর উপর পিএইচডি করার ইচ্ছা পোষণ করেছে এবং সেই লক্ষে এখন থেকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্য সংগ্রহ করা শুরু করেছে।

যাত্রাবাড়ী"-তে ভর্তি হন। উক্ত মাদ্রাসায় ধারাবাহিকভাবে অধ্যায়ন চালিয়ে ১৯৯০ সনে দাওরায়ে হাদিস পাস করেন। ক্লাসে প্রথমস্থান অর্জন করে ও সারা মাদ্রাসায় প্রথম হয়ে কৃতিত্বের সাথেই পাস করেন। এরমধ্যেই আলিয়া থেকে ১৯৮৬ সালে দাখিল এবং ১৯৮৮ সালে আলিম এবং ১৯৯০ সালে ফাজিল পাস করেন। আলিম প্রথম বিভাগে পাশ করেই ১৯৮৯ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অনার্সে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকালে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার জন্য স্কলারশিপ পেয়ে যাওয়ায় তিনি মদীনায় চলে যান। অধ্যায়নকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন মহলের নিকট মেধাবী ও আদর্শ ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ও বিশ্বস্ততা অর্জন করায় তার সুপারিশে বহু বাংলাদেশী ছাত্র স্কলারশিপের সুযোগ লাভে ধন্য হয়েছিল। ১৯৯৪ সনে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে লিসান্স ডিগ্রী অর্জন করেন। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে পাস করার সাথে সাথে চাকরির জন্য চার-পাঁচটি অফার পেয়েছিলেন। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এর সিনিয়র প্রফেসর ডঃ রাবি বিন হাদী উমায়ের আল-মাদখালী (হাফি:) এর পরামর্শ ও জোর সুপারিশের কারণে কুয়েতের আন্তর্জাতিক দাওয়াহ্ ও সেবা সংস্থা RIHS-এ ইসলামিক রিসার্চ অফিসার এবং দাঈ হিসেবে যোগদান করেন। শাইখ তার জীবনে যেখানেই চাকুরী করেছেন কোথাও আবেদন করে চাকুরী নেননি। বরং চাকুরীদাতাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে চাকুরী গ্রহণ করছেন এবং আল্লাহর যতদিন ইচ্ছা ততদিন চাকুরী করেছেন।

কুয়েত একটি ছোট্ট দেশ হওয়ায় দাওয়াত ও তা'লীম এর মাধ্যমে দু'বছরে গোটা দেশজুড়ে তার দাওয়াতের বিরাট একটা পরিব্যপ্তি ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কুয়েতে অবস্থানরত বাংলাদেশের ৭০০০ সেনাবাহিনীর ভেতরেও উল্লেখযোগ্যভাবে তার দাওয়াতের একটা প্রভাব পড়েছিল, যার প্রমান- সংস্থার বিশাল হল রুমে আয়োজিত তার বিদায় অনুষ্ঠানে সাধারণ চাকরিজীবীদের পাশাপাশি ২২টি রিজার্ভ বাসে করে সেনা সদস্যরাও উপস্থিত হয়েছিলেন। এমনকি তাদের সেনাপ্রধানও প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছিলেন এবং তার বিদায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছিলেন। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং বক্তব্য দিয়েছিলেন উক্ত সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক শাইখ তারেক সামী' আল্-ঈসা।

কুয়েতের কর্মজীবনেও দাওয়াতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন, বিধায় সংস্থাটির বাংলাদেশে শাখা খোলার পর তাকে ট্রানস্ফার করা হয় ঢাকাস্থ অফিসে। এখানেও ইসলামিক রিসার্চ অফিসার, উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক, দাওয়াহ্ ও তালীম বিভাগের প্রধান হিসেবে ২২ জন মাদানী আলেমসহ প্রায় তিনশত ইমাম-খতীব, দা'ঈ পরিচালনা ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত সংস্থার মাধ্যমে শত শত (সহস্রাধিক) মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, অজুখানা, হসপিটাল-ক্লিনিক, গভীর ও অগভীর হাজার হাজার নলকূপ নির্মাণ ও বাস্তবায়ন করেন। বিভিন্ন ধর্ম (হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও শিখ) থেকে বহু বিধর্মী তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

এ ছাড়াও অসংখ্য শিরক-বিদ'আতে নিমজ্জিত, দুর্নীতিকারী, বেনামাজি, সুদখোর, ঘুষখোর, বেপর্দা মহিলা, বিভিন্ন তরিকা-ইজম ও দল সংগঠন এবং ধর্ম ও জিহাদের নামে সন্ত্রাসকারী অসংখ্য মানুষ তার হাতে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছে। তার দাওয়াতে তাওহীদ, সুন্নাহ ও সহীহ্ আকিদা ও আমলের উপর শির্ক বিদআতমুক্ত অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, এলাকা-অঞ্চল গড়ে উঠেছে।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মসজিদে শত শত খুতবাহ্, দারস্, হালাকা, মাহফিল ও ইসলামিক সভা-সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন এবং করে চলেছেন। এমনকি সৌদী আরব, দুবাই, অ্যামেরিকা, লন্ডন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ভারত ও নেপাল থেকে ইসলামী লেকচার দেয়ার জন্য একাধিকবার দাওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন ও অনেকগুলোতে গিয়েছেন। সৌদি আরবের মক্কা, মদীনা, জেদ্দা, রিয়াদ, দাম্মাম, জুবাইল ইত্যাদি দাওয়াহ্ সেন্টারে প্রধান আলোচক হিসেবে দাওয়াত প্রাপ্ত হয়েছেন এবং লেকচার দিয়েছেন। আমেরিকার টেক্সাস রাজ্যাধীন অষ্টেন ও হিউস্টনের বিভিন্ন এলাকায় দাওয়াহর জন্য সেখানকার "তালীমুল ইসলাম সোসাইটি" এবং নিউ ইয়র্কের "জামায়িকা মুসলিম সেন্টার" কর্তৃক একাধিকবার দাওয়াত প্রাপ্ত হয়েছেন। মসজিদুল হারামে বাংলাভাষীদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষক এবং মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন ﵀-এর দাওয়াহ্ সেন্টারে শিক্ষক হিসেবে যোগদানের অফার ও ভিসা পেয়েছিলেন, কিন্তু যে কোন কারণে যাননি। মসজিদে নববীতে সৌদি আরবের "সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ" সংস্থার অধীনে রাওযা শরীফ ও রাসূল ﷺ এর কবর মোবারকের খাদেম (স্বেচ্ছাসেবী) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৪ সনে শাইখ বিন বাযের নেতৃত্বে সৌদি ধর্ম মন্ত্রনালয় কর্তৃক গঠিত হজ্জ পর্যবেক্ষক ও সচেতনতা সৃষ্টিকারী (তাওই'য়াহ্-توعية) টীমে সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দেশ-বিদেশের অনেক বিজ্ঞ আলেম তার দা'ওয়াতী ক্ষেত্রে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তার দাওয়াতী ও কর্মজীবন অনেক ঘটনা ও দুর্ঘটনা বহুল এবং সফলতাগাঁথা বেশ চমৎকার ও চাঞ্চল্যকর কাহিনী বিজড়িত যা শুনবার মত।

শাইখের উল্লেখযোগ্য শিক্ষকদের মধ্যে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য শিক্ষকমন্ডলী ছাড়াও রয়েছেন-

১। শাইখ বিন বায ﵀, সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি, সৌদী আরব।

২। শায়েখ মুহাম্মদ বিন সালিহ্ আল-উসাইমীন ﵀, বিশ্ব বরেণ্য আলিম, সৌদী আরব।

৩। ড. রাবী' বিন হাদী উমাইর আল-মাদখালী, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সিনিয়র (বিভাগীয় প্রধান) মুহাদ্দিস ও বিশ্ব বরেণ্য আলেম।

৪। শাইখ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, মদীনার মুহাদ্দিস নামে খ্যাত, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র প্রফেসর ও মসজিদে নববীর শিক্ষক।

৫। আবু বকর জাবের আল জাযায়িরী, মসজিদে নববীর শিক্ষক।

৬। ড. সালিহ্ আস্ সুহাইমী, সিনিয়র প্রফেসর, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

৭। ড. উমার ফালাতাহ্, হাদীসের শিক্ষক, মসজিদে নববী, রওজা শরীফ।

৮। কুয়েতে অবস্থানকালে আল্লামাহ্ নাসিরুদ্দীন আলবানীর বিশিষ্ট শিষ্য ও তার ভ্রাতুস্পুত্র আব্দুল্লাহ্ আদাম এর সহচর্যে থেকে শাইখের সাথে ইলমী যোগাযোগের সুযোগ লাভে ধন্য হন।

শাইখের স্বনামধন্য দেশীয় শিক্ষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন,

১। শায়খ রমযান আলী ﷺ, সাবেক প্রিন্সিপাল, মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া যাত্রাবাড়ী ও আরামনগর কামিল মাদ্রাসা জামালপুর।

২। শায়খ আহমাদুল্লাহ রহমানি ﷺ, সাবেক মুহাদ্দিস, জামে'আ সালাফিয়া বেনারাস ও সাবেক প্রিন্সিপাল, মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া যাত্রাবাড়ী।

২। শায়খ আহমাদুল্লাহ রহমানি নাসিরাবাদী (ময়মনসিংহ), সাবেক মুহাদ্দিস, মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া যাত্রাবাড়ী।

৩। আব্দুল খালেক রহমানি (রাজশাহী), রাহীকুল মাখতুম (তাওহীদ প্রকাশনী) এর অনুবাদক।

৪। শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী মাদানী (রাজশাহী)

৫। শাইখ মদাস্সির আল ফুরকান বিন আব্দুস সালাম (ইলিয়াস) (ঠাকুরগাঁও), সিনিয়র শিক্ষক, মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া যাত্রাবাড়ী। সহোদর ভাই ও অভিভাবক।

৬। শায়খ আব্দুল গাফফার সামসি (ঠাকুরগাঁ)

৭। বেলাল হোসেন রহমানি মাদানী (রাজশাহী)

৮। শায়খ বদরুদ্দোজা মাদানী (রাজশাহী)

৯। শায়খ আব্দুর রহমান কারামি মাদানী (রাজশাহী)

১০। শায়খ নাজমে আলম হিন্দুস্তানি

শাইখের ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন,

১। ড. আব্দুল বাছির বিন নওশাদ মাদানী (নওগা),

২। ড. আবু তাহের বিন আব্দুর রহমান (গাইবান্ধা)

৩। ড. মুজাফ্ফার বিন মুহসিন (বিশেষ ছাত্র)

৪। মুরাদ বিন আমজাদ হাদাহুল্লাহ্ (কোর্স ছাত্র)

৫। মাওলানা আব্দুল মান্নান বিন আযীমুদ্দীন (বক্তা, সাতক্ষিরা)

৬। আব্দুর রাজ্জাক বিন আব্দুল কাদের (নওগা)

৭। শাইখ আব্দুর রায্যাক মাদানী (টাঙ্গাইল)

৮। মুরাদুজ্জামান বিন আব্দুল্লাহ্ মল্লিক (পাবনা)

৯। ইসমাইল হুসাইন লাহোরী, টাঙ্গাইল (কোর্স ছাত্র)

১০। আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ (কোর্স ছাত্র), প্রতিষ্ঠাতা, জামিয়া সালাফিয়াহ্

১১। আব্দুল্লাহ্ আল বাকী বিন আব্দুল জালীল, সিনিয়র দাঈ, জেদ্দ দাওয়াহ্ সেন্টার, সৌদী আরব।

১২। ইসমাইল বিন আবু বকর, প্রিন্সিপাল, মা'হাদুত তারবীয়াহ্ ওয়াছ ছাকাফাহ্ আল ইসলামীয়াহ্, দক্ষিনখান।

১৩। জাহিদুল ইসলাম বিন মনযুরুল আলম, প্রিন্সিপাল, মা'হাদুত তারবীয়াহ্ ওয়াছ ছাকাফাহ্ আল ইসলামীয়াহ্, উত্তরখান।

১৪। মোশাররফ বিন বাহারুদ্দীন, দাঈ, আল কাছীম, সৌদী আরব।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম অনুবাদ সম্পাদনাসহ তাওহীদ-আক্বীদাহ্, ছলাত, ছিয়াম, হজ্জ-যাকাত, পর্দাপুশিদা, বিভক্তিরোধ ও ঐক্যের রুপরেখা, গান বাজনা, সুদ-ঘুষ ইত্যাদি বিষয়ে অর্ধশতাধিক গ্রন্থ সংকলন, অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। বক্ষমান বইটি তারই অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রন্থ। বিশেষভাবে ঐক্যের ইল্ম, পদ্ধতি ও রুপরেখা এবং যুগান্তকারী ফরমুলা প্রদানের ক্ষেত্রে দেশ বিদেশসহ বিশ্বব্যাপী বাংলাভাষীদের মাঝে তার খ্যাতি অতি শীর্ষে। ২০১৬ সালে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন নামে বিভক্তি ও অনৈক্য দূর করে একতাবদ্ধ হওয়ার দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য সৌদি আরবের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেছিলেন।

এছাড়া মিডিয়ার মাধ্যমেও তার দাওয়াতী কার্যক্রম সর্বজন বিদিত। পিস টিভি বাংলা, এনটিভি, বাংলাভিশনে বিভিন্ন সময় ইসলামী আলোচনা করেছেন ও করে থাকেন। এছাড়াও টেলিকনফারেন্স, ইউটিউব, ফেসবুক, ওয়াটস্যাপ, ম্যাসেঞ্জারসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য দাওয়াতী কার্যক্রম আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। বর্তমানে তিনি সরাসরি ৫টি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে পরিচালনা করে থাকেন। (১-২) ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইন্সটিটিউট উত্তরখান ও দক্ষিনখান-ঢাকা। (৩) মাদ্রাসাতুল ফুরকান আল ইসলামিয়াহ্, ঠাকুরগাঁও। (৪) ইউটিউব ভিত্তিক অনলাইন দাওয়াহ্ মিডিয়া - IIEC CHANNEL (৫) প্রকাশনা ও প্রচার সংস্থা "ইহ্ইয়া-উস্ সুন্নাহ্ ফাউন্ডেশন"। এছাড়াও আরো বহু প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি চারজন পুত্র সন্তান ও দু'জন কন্যা সন্তানের জনক। তারা হলো,

১. আসলাম বিন আকরাম (দাওরা হাদিস, মা'হাদুত তারবিয়াহ, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার, কম্পিউটার সাইন্স) ২. আসাদ বিন আকরাম (অনার্স (হাদিস) তৃতীয় বর্ষ, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন) ৩. আসমা বুশরা বিন্তু আকরাম (অনার্স তৃতীয় বর্ষ, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় মিশর) ৪. ইউসরা বিন্তু আকরাম (ফাজিল তৃতীয় বর্ষ) ৫. আইমান বিন আকরাম (ক্লাস এইট) ৬. আরকাম বিন আকরাম (হিফয বিভাগ)

আল্লাহ্ তার এই বর্ণাঢ্য জীবনকে সমৃদ্ধ ও বরকতময় করুন এবং তার নিজের জন্য ও সবার জন্য কল্যানময় করুন। আমীন।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস, উৎপত্তি, কারণ, ক্ষতিসমূহ ও প্রতিকার

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় শাসক ও দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধাচারণ করার ভয়াবহতা

তৃতীয় অধ্যায়

কাফির আখ্যা দানের ফিতনাহ্ ও তার নিয়মাবলী

চতুর্থ অধ্যায়

জঙ্গিবাদীদের জিহাদ বনাম ইসলামী জিহাদ

পঞ্চম অধ্যায়

পরিশিষ্ট

مقدمة الطبعة الثانية

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

গ্রন্থখানার মাধ্যমে নানামুখী উপকারীতার দৃষ্টান্তের সমাহার লেখকসহ দেশ ও সমাজ এবং বহু ব্যক্তি ও সংগঠনের বিপদ উদ্ধার।

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম নাযিল হোক নবী মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের প্রতি।

অতঃপর আমি ১৯৯৯ সন থেকে ধর্মের ও জিহাদের নামে সন্ত্রাসকারী একটি সংগঠন (জেএমবি) দ্বারা নানাভাবে আক্রান্ত ছিলাম, কুয়েত ভিত্তিক একটি সংস্থার উর্ধতন কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে আমাকেই এদেরকে ফেইস করতে হয়েছে বেশী। বিদেশী সংস্থার মসজিদ-মাদ্রাসাগুলোকে তারা লাওয়ারিশ মনে করে যথেচ্ছা ব্যবহার করতে চেয়েছিল এবং সেগুলোকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঘাঁটি ও কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। আমিই তখন তাদের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে বাঁধ সেধে ছিলাম। কিন্তু সেটা এমন একটা ক্রান্তিকাল ছিল যে ঐ সময় আমরা তাদের ব্যাপারে সরকারকে জানিয়েও কোন প্রতিকার পাইনি। সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় এদের অস্তিত্বই স্বীকার করতো না। এদের অস্তিত্ব স্বীকার করেছিল ২০০৩/২০০৪ এর দিকে। এর মধ্যে তাদের দ্বারা অনেক অঘটন ঘটে গিয়েছিল। সেই সময় তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য এবং ধর্মের নামে সন্ত্রাসকে ধর্মের দ্বারা দমনের অংশ হিসেবে এই গ্রন্থখানা সংকলন করেছিলাম এবং বেশ উপকারী ও ফলপ্রসূও হয়েছে, নিম্নে অত্র গ্রন্থের সুফলসমূহ পর্যায়ক্রমে তুলা ধরা হলোঃ

(ক) দেশ ও সমাজের উপকারঃ

১। ২০১০ সনের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের ঘটনা (নির্দিষ্ট তারিখ মনে পড়ে না)। হঠাৎ আমার বাসায় দুই থানা (উত্তরা ও উত্তরখান) এর অনেক পুলিশ ও দারোগা এসে আমার কিতাব ঘর (ড্রইং রুম) বোঝাই হয়ে গেল। প্রথমে আমি একটু আতঙ্কিত হয়েছিলাম। কিন্তু তারা আমাকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, আপনি আতঙ্কিত হবেন না। আপনি দেশ ও সমাজের জন্য এত বড় উপকার করেছেন অথচ আমরা জানতাম না।

জানার পরেই আমরা আপনার নিকট ছুটে এসেছি আপনাকে দেখার জন্য ও প্রয়োজনীয় সেবা দেয়ার জন্য। আমরা পুলিশ বাহিনী যা করতে পারিনাই তা আপনি পেরেছেন। তারপর তারা আমার লিখিত "ইসলামের দৃষ্টিতে চরমপন্থা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস" বইখানা বের করে দেখালেন এবং বললেন, আপনি কি এই বইয়ের লেখক? আমি বলেছিলাম, জ্বি, এটা আমার লেখা বই[১]। তারা বললেন, এই বইখানা ধর্মের নামে সন্ত্রাসকারী ও জঙ্গিবাদীরা পড়ছে এবং ঐ পথ থেকে এমনভাবে ফিরে আসছে যে, সাবেক দলের লোকেরা মেরে ফেললেও তারা আর সেই দলে ফিরে যায় না। এমনকি তারা এই বই পড়িয়ে পড়িয়ে পূর্বের দলের সঙ্গী সাথীদের মোটিভেট করে ফিরিয়ে আনছে। তারপর তারা আমাকে উত্তরা আজমপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠে ঘটে যাওয়া একটা হত্যাকন্ডের কথা বলেছিলেন। অবশ্য এ ঘটনা তাদের জানানোর আগেই আমি জেনেছিলাম। সন্ত্রাসী দলের একজন শীর্ষ নেতা (শুরা সদস্য) নাম রাশিদুল ইসলাম, তিনি আমার এই বই পড়ে হেদায়েত হয়েছিলেন এবং নিজে পড়ার পর তার সর্বোচ্চ নেতাকেও পড়তে দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তা না পড়ে উল্টা তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

২। তার প্রতি ক্ষিপ্ত হওয়ার আরেকটি কারণ, তাদের নেতার দেখা একটি স্বপ্ন: রাশিদুল আমাকে জানিয়েছিলেন যে, এ অবস্থায় তাদের নেতা একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। তার স্বপ্নটি নিম্নরূপ:

একটি ইসলামী প্রোগ্রামে আমাকে (লেখক) সুসজ্জিত চেয়ারে বসতে দেয়া হয়েছিল এবং তাকে একটি পা ভাঙ্গা তিন পা বিশিষ্ট চেয়ারে বসতে দেয়া হয়েছিল। যার ফলে বার বার তিনি পড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিলেন। এই স্বপ্ন দেখে তিনি আরো ক্ষিপ্ত হয়ে যান। এই স্বপ্নের তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন এই বলে যে, সুসজ্জিত চেয়ারে বসতে দেয়া ব্যক্তি হচ্ছে আমি (অত্র গ্রন্থের লেখক)। আর ভাঙ্গা চেয়ারের ব্যাখ্যা হল তার দল আর সেই চেয়ারে বসা ব্যক্তি হচ্ছে সেই নেতা। চেয়ারের এক পা না থাকার অর্থ

---

১. মোহাম্মাদপুর ট্রাফিকের এ.ডি.সিও বলেছিলেন- আপনি কি এই বই এর লেখক? আমি বলেছিলাম 'জ্বি'। উনি বলেছিলেন 'আমি তো এই বইয়ের পাঠক'। আগামীকাল এসে আপনি আপনার গাড়ি নিয়ে যাবেন, কোন সমস্যা নেই। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণীঃ (এই ভূমিকার ঘ/৬- এ দেখুন)

করেছিলেন এই বলে যে, তোমার মত অনেকেই আমাদের দল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এটাই আমাকে আল্লাহ এই স্বপ্নের মাধ্যমে জানিয়েছেন। সুতরাং তুমি একজন গাদ্দার, তোমার এবং তোমার মত আরো যারা আছে তাদের বিরুদ্ধে এক্ষুনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

তিনি (রাশিদুল) এই হুমকি শুনে বুঝেছিনেলন যে তাকে হত্যা করা হবে। যেভাবে ইতিপূর্বে দলের প্রধান মুফতিকে (নাসরুল্লাহকে) আমার মাধ্যমে হেদায়েত হওয়ার কারণে হত্যা করা হয়েছিল। এটা বুঝতে পেরে তখন তিনি দল ছেড়ে পালিয়ে আসেন এবং উত্তরখানে কোন এক মসজিদে ইমামতি করতেন। এ সময় তিনিসহ আরো কয়েকজন উক্ত দলছুট নেতারা নির্ভুলভাবে ইসলাম বুঝার জন্য আমার নিকট প্রাইভেট পড়তেন। আমি তাদেরকে সম্পূর্ণ ফ্রীতে পড়াতাম। ঐ সময় তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে আমাকে হত্যার সিদ্ধান্ত আবার পাকাপোক্ত করা হয়েছে। তিনি আরো বলেছিলেন, "আমি পালিয়ে আসার কারণে হয়তো আমার ব্যাপারেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত হয়েছে।" সত্যিই এক বছরের মাথায় ঐ গ্রুপের সদস্যরা তাকে খুঁজতে খুঁজতে এক সময় উত্তরখান মৈনারটেক হাইস্কুল মাঠে ওয়াজ করা অবস্থায় পেয়ে যায়। তিনি কেন দল ত্যাগ করে পালিয়ে এসেছেন এই মর্মে কৈফিয়ৎ তলব করা হলে তাদেরকে বুঝানোর জন্য আজমপুর কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন মাঠে আসতে বলেছিলেন। হত্যা করার সময় এই বইটি তার ব্যাগেই ছিল। কিন্তু বইটি বের করার আগেই তারা তাকে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে এবং উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে মৃত্যু নিশ্চিত করে ফেলে পালিয়ে যায়। ঐ নিহতের উদ্ধারকৃত ব্যাগ থেকেই পুলিশ ভাইয়েরা আমার লিখিত এই বইখানা প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তার স্ত্রীর কাছে বিস্তারিত ঘটনা জানতে পারেন। তার স্ত্রীর সাথে কথা বলে তারা (পুলিশরা) জানতে পারেন ও নিশ্চিত হন যে, আমার মাধ্যমেই তিনি হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আর তার স্ত্রীর কাছেই জানতে পারেন তাদের কর্তৃক আমাকে হত্যার পরিকল্পনার কথা।[২]

---

২. হত্যাকাণ্ডের পুরো ঘটনা এবং সন্ত্রাসী দল থেকে ফিরিয়ে আনতে অত্র গ্রন্থের ভূমিকা পালন সম্পর্কে জানার জন্য পড়ুন দৈনিক প্রথম আলো, তারিখ ০৩/০২/২০১০ ইং, পৃ: ১ এর পর ২, কলাম-৬, সম্পাদকীয়সহ পৃষ্ঠা-১২, শিরোনাম: "জঙ্গিরাই হত্যা করেছে রাশিদুলকে"। (পরিশিষ্টে ডকুমেন্টারীতে পত্রিকার কাটিং কপি দেখুন)

৩। হত্যাকাণ্ডের পর নিহত রাশেদুলের স্ত্রীর তথ্যানুযায়ী রাশেদুলের মত আরো কয়েকজন যারা উক্ত সন্ত্রাসী দল থেকে ফিরে এসেছিল তাদের বাসার পাশেই বসবাস করতো। তদন্তের জন্য পুলিশ তাদেরকেও গ্রেফতার করেছিল। তারাও একই কথাই বলেছিল যে, আমরা আকরামুজ্জামান সাহেবের বই পড়ে ও বক্তব্য শুনে সন্ত্রাসী দল ত্যাগ করেছি। পুলিশ আমার সাথে তাদের কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আমি তাদের কথার সত্যতা স্বীকার করে বলেছিলাম যে, হ্যাঁ তারা আমার দাওয়াতে সন্ত্রাসী দল থেকে ফিরে এসেছে, কিন্তু তাদেরকে কেন গ্রেফতার করেছেন? তাদেরকে ছেড়ে দিন। পুলিশ আমাকে সাথে সাথে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন: জ্বি হুজুর, আমরা তাদেরকে অচিরেই ছেড়ে দিব। তাদেরকে আমরা গ্রেফতার দেখাইনি বরং তদন্তের স্বার্থে আমাদের হেফাজতে রেখেছি। র‍্যাব ওয়ান থেকেও আশ্বস্ত করে আমাকে একই কথা বলা হয়েছিল। এমনকি র‍্যাব ওয়ান থেকে একজন মেজর আমাকে বলেছিলেন- আপনি সন্ত্রাসী দলগুলো থেকে ফিরে আসার ব্যাপারে যাদের সার্টিফাই করবেন আমরা তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবো। এবং কয়েকজনকে দেখা করিয়ে তাদের নিরাপত্তা পাশও করিয়েছিলাম[৩]। দু-তিন মাস পর র‍্যাব-১ থেকে উক্ত মেজর সাহেব ফোন দিয়ে বলেছিলেন, হুজুর! রাশেদুলের বন্ধু আপনার শিষ্যদের খালাস/মুক্তি দেয়া হবে। দয়া করে তাদের অভিভাবকদের থানায় বা র‍্যাব-১ এ আসতে বলেন। আমি তাদের অভিভাবকদেরকে খবর দিয়েছিলাম কিন্তু তারা আসতে ভয় পেয়েছিল, তারপরও তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

৪। এই দলের বেশকিছু উর্দ্ধতন গুরুত্বপূর্ণ গুরু ও প্রশিক্ষক, কমান্ডার ও শুরা সদস্যও আমার মাধ্যমে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছিল।

১) সন্ত্রাসী দলটির প্রধান প্রশিক্ষকের পরিবর্তন ও আরেক শুরা সদস্যের ভুল স্বীকারঃ

সন্ত্রাসী দলটির কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক যিনি সারা বাংলাদেশে উক্ত দলের নেতা কর্মীদরকে ট্রেনিং দিতেন তিনি আমার বক্তব্য ও বই পড়ে হিদায়াত

---

৩. পূর্বের টীকায় উল্লেখিত দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার সম্পাদকীয়তে "দলত্যাগী জঙ্গীদের নিরাপত্তা" শিরোনামে এ ব্যাপারে নির্দেশনামূলক সুপারিশ করা হয়েছিল। (পরিশিষ্টে ডকুমেন্টারীতে পত্রিকার কাটিং কপি দেখুন)।

প্রাপ্ত হয়েছেন। এমনকি আমার নিকট থেকে বই নিয়ে একজন শুরা সদস্যকে পড়িয়ে তাকে ভুল স্বীকার করিয়েছেন। অথচ এই নেতা রাশিদুলের চেয়েও উচু স্তরের নেতা ছিল।

২) চট্রগাম বিভাগে প্রধান দায়িত্বশীলও (কমাণ্ডার) আমার এই বই পড়ে এবং বক্তব্য শুনে হেদায়েত হয়েছিলেন।

৩) তাদের দলের প্রধান ধর্মীয় গুরু বা মুফতি (নাছরুল্লাহ) আমার বক্তব্য শুনে হেদায়েত হয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে সংশোধন করা শুরু করেছিলেন এবং তাদের গৃহীত বেশ কিছু ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত বাতিল করেছিলেন। যেমন আমিসহ বেশ কিছু আলিম ওলামাকে হত্যা করার জন্য লিস্ট করা সত্ত্বেও তাদেরকে হত্যা করা থেকে পিছিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাকেই তারা কৌশলে হত্যা করেছিল[৪]। তিনি নিহত হওয়ার পূর্বে সেই দলের ভয়ঙ্কর কিছু ডকুমেন্ট আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন যা তৎকালীন বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থাকে সরবরাহ করেছিলাম।[৫]

৪) এমনকি একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক (ছিন্তাইকৃত) আসামিও বিদেশ থেকে আমার কাছে এ বলে খবর পাঠিয়েছেন যে, আমরা যে সমস্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছি, ইসলামের সঠিক জ্ঞানের অভাবের কারণেই ঘটিয়েছি তা আপনার বইখানা পড়ে বুঝলাম। আমাদের ইসলাম ও জিহাদ সম্পর্কে বুঝার মধ্যে যথেষ্ট গ্যাপ ও ভুল ছিল। অথচ এক সময় এই ব্যক্তিই কিছু সহযোগীসহ আমাকে হত্যার হুমকি দিয়েছিল এবং চেষ্টাও চালিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহই রক্ষা করেছিলেন।

---

৪. দলের লোকেরাই তাকে হত্যা করেছিল এই মর্মে দৈনিক ইনকিলাবে খবর ছাপানো হয়েছিল ২০০১ এর সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে অথবা অক্টোবরের প্রথমার্ধে। আরেকটি প্রমাণ রাঙ্গামাটির জৈনক মেম্বার (আব্দুল হামীদ) সাহেব যার মাধ্যমে তারা তার হামলায় আহত এবং হত্যা মামলার কাগজ-পত্র থানা থেকে উঠিয়েছিল, তিনি নিজে এই হত্যাকাণ্ডে তাদের সংশ্লিষ্ট থাকার কথা জানতে পেরেছিলেন এবং ঢাকায় যখন কুয়েতি সংস্থা থেকে মসজিদ নির্মাণের ফাণ্ড আবেদনের জন্য এসেছিলেন তখন আমাকে এ তথ্যটি জানিয়েছিলেন। (উক্ত মেম্বার ৩/৪ বছর পূর্বে প্রয়াত হয়ে গিয়েছেন)।

৫. ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা ও তথ্য সম্বলিত শাইখ আব্দুর রহমানের সহস্ত লিখিত চিঠি, যার ছবি পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমি পুলিশ ভাইদেরকে বলেছিলাম, আমি তো দেশের বা সরকারের কোন পদস্থ কর্মকর্তা নই। কাজেই আমি যে কাজ করেছি এটা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থে করেছি। আর যে কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় তার দ্বারা কর্মসম্পাদনকারীর নিজের এবং আল্লাহর অপরাপর বান্দার ও গণমানুষের উপকার হবেই হবে ইনশাআল্লাহ, এতে কোন ভুল নেই। এই বাস্তব সত্যের প্রতিফলন ঘটেছে আমার এই কর্মের ভিতর। আল্লাহকে স্বাক্ষি রেখে বলছি, এই বইটি কারো বাহবা বা প্রশংসা, ১ পয়সা পুরস্কার পাবার উদ্দেশ্যে লেখিনি এবং কেউ দেয়ওনি। বরং আমার লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। এর ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ নেই।

(খ) রাশিদুল হত্যাকান্ডের ঘটনার পর উত্তরা ও উত্তরখান থানা থেকে পুলিশ সদস্য দ্বারা আমার বাড়ি পাহারা দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, কিন্তু আমি আল্লাহর নিরাপত্তায় থাকাকে প্রাধান্য দিয়ে সেই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলাম। অবশ্য এ প্রস্তাব নাকচ করার পূর্বে একজন পুলিশ সুপার এসপির সাথে পরামর্শ করেছিলাম। এরপর দুটি থানা থেকে পুলিশ সদস্যগণ ৫/৭টি মোবাইল নম্বর দিয়ে এসেছিলেন এবং বলে এসেছিলেন, দিনে-রাতে, গভীর রাতে যখন প্রয়োজন পড়বে আপনি এই নম্বরগুলোর যেকোন নম্বরে ফোন দিলে সাথে সাথে রেসপন্স পাবেন। একজন ওসি সাহেবের নাম্বারও দিয়ে এসেছিলেন (নাজমুল ইসলাম- ০১৭১৩৭৭৩১৬৪, উত্তরখান থানা)।* আরো বলা হয়েছিল দিনের বেলা আপনার বাসা পাহারা দিতে না আসলেও রাতের বেলা পুলিশরা আপনার বাসা পর্যন্ত পেট্রল ডিউটি পালন করবে, আপনি সেটা জানবেনও না। আমি কখনোই তাদের দিয়ে যাওয়া নাম্বারগুলোতে ফোন দেইনি, তবে দু একজন পুলিশ ভাই মাঝে মধ্যে আমাকে ফোন দিয়েছিলেন নিরাপত্তা বিষয়ক খোঁজ খবর নিতে।

র‍্যাব-১ এর একজন মেজর ও ডি.জি.এফ.আই এর একজন মেজর মাঝে মধ্যে ফোন দিয়ে আমার নিরাপত্তা বিষয়ে খোঁজ খবর নিতেন এবং নিরাপত্তা বিষয় কিছু টিপস ও সতর্কতার ব্যবস্থা শিক্ষা দিতেন। এমনকি

---

* টীকা: নম্বরগুলো পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

উনি মাঝে মধ্যে আমার বাসা পর্যন্ত আসতেন। আমার বাড়িটিকে তখন তারা নিরাপত্তার জন্য আনফিট ও আনসেফটি মনে করেছিলেন। উত্তরখান থানার পুলিশরাও তাই বলেছিলেন। একাকী চলতে নিষেধ করেছিলেন। প্রাইভেট গাড়ীতে চলাফেরা করতে বলেছিলেন। সফর সঙ্গী নিয়ে চলাফেরা করতে বলেছিলেন। সন্ত্রাসীরা কখন কি ধরনের রূপ ধারণ করছে সে সম্পর্কে জানাতেন। তাদের এ ধরণের খোঁজ খবর ও পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র শুনে উল্টা আমি আতঙ্কগ্রস্থ ও আশঙ্কিত হতাম। আল্লাহই উত্তম হিফাজতকারী ও অনিষ্টকারীদের অনিষ্ট দমনকারী। والله المستعان

নিহত হওয়ার পূর্বে রাশিদুলের ভয়ঙ্কর তথ্য ফাঁসঃ

রাশিদুল আমাকে জানিয়েছিলেন:

১. আমাকে (লেখককে) হত্যার সিদ্ধান্তের কথা।

২. আমিরের ভয়ঙ্কর উপদেশঃ আমরা দুটি উদ্দেশ্যে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছি। ১- দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। ২- প্রথম উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলে মানব রচিত বিধান দ্বারা শাসনকারী সরকারের লোকদেরকে ও আমাদের দলের শত্রুদেরকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠানো। দলের একজন অবশিষ্ট থাকলেও এ কাজ করবে। বাঁচলে গাজী, মরলে শহীদ ও জান্নাতি হবে।

(গ) আমার এই গ্রন্থখানা প্রথম প্রকাশ করেছিল কুয়েত ভিত্তিক একটি সংস্থা (RIHS) ২০০৬ সনের এপ্রিল মাসে। সে সময় আমি নিজেও এ সংস্থার একজন বিভাগীয় প্রধান ছিলাম। সংস্থাটি বইখানা সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ফ্রি বিতরণ করেছিল। জঙ্গী সন্ত্রাসীরা ঐ সংস্থাটিকে নানাভাবে হুমকি প্রদান করতো। আমাকেও তারা সে সময় দু'বার হত্যার হুমকি দিয়েছিল। আমার কথায় হেদায়েত প্রাপ্ত তাদের এক উর্ধতন ধর্মীয় গুরুকে হত্যার পর আমাকেও হত্যা করার জন্য সারা রাত আমার বাসা ঘেরাও করে রেখেছিল। তাদের ইচ্ছা ছিল তার সাথেই একই দিনে আমাকে কবরস্থ করা। আমি যে কোনভাবে আগেই টের পেয়ে যাওয়ায় বাসা ছেড়ে সে রাত অন্যত্র কাটিয়েছিলাম। এটা ছিল ২০০১ এর সেপ্টেমবর মাসের শেষের দিকের ঘটনা। সে সময়টা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়

একটা সময়, আমরা ছিলাম তাদের দ্বারা কঠিন হুমকির সম্মুখীন, অথচ সরকার এদের অস্তিত্ব স্বীকার করতো না।

তদানিন্তন সরকার যখন তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল তখন আমাদের সমস্যা ও অভিযোগ আমলে নিয়ে তদন্ত সাপেক্ষে সত্য স্বীকার করেছিল এবং সংস্থাটিকে বেশ সাহায্য ও সহযোগিতাও করেছিল। কিন্তু সহযোগিতা ও শেল্টার দেয়ার পর নিজেই তার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল। এসব দেখে সংস্থাটি এ দেশ থেকে বিদায় হয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল।[৬]

বর্তমান সরকারের জনৈক ঘনিষ্ট ব্যক্তি আমার এই বইখানা পড়ার পর বলেছিলেন, আপনার এই বইখানা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ছাপানোর ব্যবস্থা করবো। কিন্তু তারপর আর কোন খবর নাই।

(ঘ) এই গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু অকল্পনীয় ও অলৌকিক ঘটনাবলীঃ

(১) গ্রন্থখানা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং মুসলিম সমাজকে ধর্মের ও জিহাদের নামে সন্ত্রাসী কর্ম কাণ্ড থেকে রক্ষার জন্য লিখেছিলাম। এক দিকে লিখার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম এবং অন্য দিকে লিখিত তথ্যগুলো জুমুআর খুৎবায় ও বিভিন্ন সভা সেমিনারে এবং বিভিন্ন মসজিদের ইমামদের নিকট, বিশেষ করে কুয়েতী সংস্থার অর্থায়নে ও আমার তত্ত্বাবধানে যেসব মসজিদ পরিচালিত হতো সেই সব মসজিদের (প্রায় ৩০০) ইমামদেরকে এসকল তথ্য সরবরাহ করতাম। যার ফলে তারা নিজেরা যেমন ধর্মের নামে সন্ত্রাসের সাথে জড়ায়নি, তেমনি মুসল্লিদেরকে নিবৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ দিকে আমি যখন (২০০৫ সনে) ধর্মের নামে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে চরমভাবে ইসলামী দাওয়াত ও তথ্যভিত্তিক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলাম সেই সময় ঐ বিদেশী সংস্থার বিভিন্ন ইসলামী প্রকল্প (মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, ওযুখানা, হাসপাতাল, ক্লিনিক ইত্যাদি) নির্মাণ ও বাস্তবায়নের জন্য নিয়োগকৃত একটি (সংগঠনভিত্তিক) কন্ট্রাক্টর গ্রুপের দূর্নীতি ও নির্মান কাজে ফাঁকি দিয়ে ধরা খাওয়ায় তাদেরকে প্রকল্প দেয়া কমিয়ে দেয়া হয় এবং পরবর্তীতে তাদের কন্ট্রাক্ট বাতিল করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

---

৬. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ঘ/৮ তথ্যটি পড়ুন।

এ সিদ্ধান্তের জন্য প্রথম পর্যায়ে শুধু আমাকেই তারা দায়ী করেছিল। ঘুষ দেওয়ার ইঙ্গিত ও প্রস্তাব বিফলে যাওয়ার পর দু' দুবার হত্যার হুমকিও দিয়েছিল। তাদের হত্যার হুমকির মুখে অফিসের (চাকরী) ছেড়ে পালানোর কোন আলামত না দেখে বরখাস্ত করানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। আর এ জন্য সাংবাদিকদের ভাড়া করে আমাকে জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের মদদ দাতা ও প্রধান অর্থ যোগান দাতা হিসেবে সাব্যস্ত করার জন্য বানোয়াট রিপোর্ট বিভিন্ন বাংলা ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় সিরিজ আকারে ছাপানো শুরু করেছিল। এমনকি ২০০৫ এর ১১ই সেপ্টেম্বর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য উত্তরা থানায় ১০/১১ ঘণ্টা সময় পর্যন্ত লকাপে রেখেছিল। কিন্তু সমস্ত অভিযোগ ও অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় রাত ১০ টায় পুলিশ আমাকে সযত্নে বাসায় রেখে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

(২) অবশ্য অলৌকিকভাবে আল্লাহর গায়েবী মদদও এখানে উল্লেখযোগ্য। জনৈক দ্বীনদার ভাই পুলিশ প্রধানকে দিয়ে থানায় ফোন করিয়েছিলেন এবং একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী একজন কমিশনারকে আমার ব্যাপারে কথা বলার জন্য থানায় পাঠিয়েছিলেন। কমিশনার সাহেব উক্ত মন্ত্রীর রেফারেন্সে কথা বলায় ও মন্ত্রীর ফোন নম্বরে দারোগাকে কল দিতে বলায় আরো তাড়াতাড়ি আমাকে বাসায় পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছিল।[৭]

(৩) এদিকে উক্ত কন্ট্রাক্টর মহলের আমার বিরুদ্ধে পেপার-পত্রিকায় লেখালেখির পাশাপাশি গোয়েন্দা প্রধানের নিকট ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রনালয়েও

---

৭. উক্ত দারোগা সাহেব অনেক করজোড় করে আমার নিকট ক্ষমাও চেয়েছিলেন। তার ধারনা হয়েছিল পুলিশ প্রধান ও মন্ত্রী মহোদয় আমার ঘনিষ্ট কোন ব্যক্তি বা আত্মীয় হবেন। আল্লাহর কি হুকুম রহস্যজনক কারণে কয়েক দিন পর তাকে উক্ত থানা থেকে বদলী করা হয়েছিল। দারোগার উক্ত ধারণা ছিল নিছক ধারণাই মাত্র। মূলত এটা ছিল আল্লাহ কর্তৃক অসহায় বান্দাকে সাহায্য ও সহায়তা দানের নমুনা বা একটা উজ্জল দৃষ্টান্ত।

* আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও পেপার-পত্রিকায় লেখালেখি দেখে একটি সংগঠনের জনৈক কর্মী সংগঠনে ঢুকার দাওয়াত দিতে এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, দেখুন উমুক সংগঠনের আমীর এবং তার সাথে কয়েকজন নেতৃবর্গ গ্রেফতার হওয়াতে সংগঠনের কর্মী-সদস্যরা তাদেরকে মুক্ত করার জন্য কত দৌড়-ঝাঁপ, চান্দা- ও দান কালেকশন করে লক্ষ লক্ষ টাকা তাদের পিছনে খরচ করে চলেছে। আমার তো মনে হচ্ছে অচিরেই আপনি গ্রেফতার হবেন। অতএব তাড়াতাড়ি সংগঠনে ঢুকেন, তাহলে গ্রেফতার হলে সংগঠন থেকে সহযোগীতা পাবেন। আমি বলেছিলাম, আল্লাহই হিফাজত ও সাহায্য করবেন, কারো সাংগঠনিক শর্তযুক্ত সহযোগিতা আমার প্রয়োজন হবে না ইনশাআল্লাহ।

পেপার-পত্রিকার লেখালেখির ভিত্তিতে মিথ্যা অভিযোগের পাহাড় জমা করে আমাকে গ্রেফতার ও বন্দী করার জন্য এবং আমার সংস্থাকে বন্ধ করার জন্য বারবার দরখাস্ত করা হতো। অথচ আমি এসব কিছুই জানতাম না।

যেভাবে উক্ত ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা মিলেছিলঃ একদিন একটি মসজিদে জুমুআর খুৎবায় দ্বীনের ও জিহাদের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। ভাগ্যক্রমে আমার অজান্তে সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সুপরিচিত ও ঘনিষ্ট একজন আলিম সেই খুৎবাহ শুনছিলেন। তিনি এই খুৎবাহ শুনে সেই সময়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রির নিকট আমার এই খুতবাহর তথ্যগুলো শেয়ার করেন। সেই আলিমের মন্তব্য ছিল, খুৎবাহর এই তথ্যগুলো যদি ধর্মের নামে সন্ত্রাসকারীরা জানতো তবে তারা এই পথ থেকে ফিরে আসতো। সেই দিনই ঐ আলিমের মাধ্যমে ঐ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আমাকে আমার শিষ্য ও সমমনা আলিমসহ তার বাসভবনে দাওয়াত করেন। ২৩ শে সেপ্টেম্বর ২০০৫ রোজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৩টায় ১২/১৩ জন শিষ্য ও সমমনা আলিমদের নিয়ে উক্ত দাওয়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে গোয়েন্দা প্রধানও উপস্থিত ছিলেন। পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর গোয়েন্দা প্রধান আমাকে বললেন, 'আপনার নামটা আমাদের নিকট তসবীর মত মুখস্থ'। এরপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একটা ফাইল বের করে দেখালেন এবং বললেন, আপনার এবং আপনার সংস্থার বিরুদ্ধে আমাদের নিকট কত অভিযোগ পত্র এবং আপনাকে গ্রেফতারের জন্য আবেদন পত্র জমা হয়েছে দেখেন। ফাইলে কাগজগুলো ধরছিলনা। এরপর গোয়েন্দা প্রধান বললেন, আপনার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ এসেছে এগুলোর ভিত্তিতে যদি আপনাকে গ্রেফতার করা হতো তাহলে মামলা থেকে রেহাই পেতে ও নিস্পত্তি হতে হয়তোবা ৮/১০ বছর লেগে যেতো। কিন্তু গ্রেফতারের পূর্বে আপনার অবস্থান আমাদের নিকট পরিষ্কার হওয়ার ফলে সমস্ত অভিযোগ বাতিল করে আপনাকে স্বচ্ছ ও সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত ঘোষণা করলাম এমনকি আপনার সংস্থাকেও অভিযোগ থেকে মুক্ত ঘোষণা করলাম[৮]।

---

৮. ঐ মিটিং শেষ করার পর স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আমাকে গোয়েন্দা প্রধানের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, উনি আপনার সাথে প্রাইভেট কিছু কথা বলবেন। উনি যখন আপনাকে ডাকবেন তখন সময় করে আসবেন। এ কথা বলে উপস্থিত এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের ও বিপদের কবল থেকে রেহায় পেয়ে আরেক ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দেয়ার ইঙ্গিত পেয়েছিলাম। বিস্তারিত ছ-৮ (পৃ: ১৬)-এ দেখুন।

তারপরও আই ওয়াশের মত সংস্থার কর্মকাণ্ড বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা দ্বারা তদন্ত করে ইতিবাচক রিপোর্ট দেয়া হয়েছিল। ঐ সময় আমাকে হাইকোর্ট থেকে **"নো হ্যারেজমেন্ট"** একটি সার্টিফিকেটও দেয়া হয়েছিল।[৯]

(৪) মিটিং এর অসীলায় সংগঠনের উপকার: ঐ মিটিংয়ে থাকা অবস্থায় রাজশাহী থেকে একটি ফোন এসেছিল এই মর্মে যে, ড. আসাদুল্লাহ আল গালিবের ছেলেকে এবং আব্দুস সামাদ সালাফীর বড় ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়েছে অথচ উভয়ের পিতা তখন জেলে বন্দী ছিলেন। আমি/আমরা গোয়েন্দা প্রধানকে বললাম উনাদের দুজনের বড় ছেলেদেরকে বন্দী করার ব্যাপারে আপনিই কোন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন নাকি? উনি বললেন- না, এমন কোন নির্দেশনা আমি দেইনি। আমরা বললাম: তাদের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ না থাকলে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কি না, একটু চিন্তা করলে ভাল হতো?। উনি সাথে সাথে বললেন, আমি এক্ষনি যোগাযোগ করে আপনাদেরকে সুনির্দিষ্ট তথ্য জানাচ্ছি। এ কথা বলার পর ফোনে যোগাযোগ করে আধা ঘন্টার ভিতরেই বললেন: তাদেরকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, খোঁজ নিয়ে দেখেন। ফোনের মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সত্যিই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সেই সময় আমার এই বই ও বয়ানের বিভিন্ন তথ্য এন.টিভিতেও প্রচার করা হয়েছিল।

(৫) আহলে হাদীস সংগঠনগুলো যেভাবে উপকৃত হয়েছিল: ঐ সময় আহলে হাদীসদেরকেও ব্যাপকভাবে উত্তপ্ত পরিবেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের অপবাদ ব্যাপকভাবে দেওয়া হতো। এখনো হুজুগের উপর বিদআতীদের পক্ষ থেকে এই অপবাদ দেয়া হয়। কিন্তু সে সময় আমার অবস্থা ও অবস্থান সরকারের নিকট পরিষ্কার হওয়ার পর তদানিন্তন সরকারের (মিশ্রিত একাংশের) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা গোটা আহলে হাদীস সমাজের প্রতি এক ধরনের সিম্প্যাথী ও দরদী ভাব প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। উক্ত আলিম ব্যক্তি আমার বাসায় এসে বাসার নিরাপত্তাগত অবস্থা চেক করে বলেছিলেন- আকরাম ভাই, আপনার বাসা ও বাসার অবস্থান নিরাপদ নয়।

---

৯. পরিশিষ্টে ডকুমেন্টারীতে উক্ত সার্টিফিকেটের ছবি দেখুন।

আপনি আপনার এই বাসা ভাড়া দিয়ে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় বাসা ভাড়া নেন। আমি নিজেও উত্তরখানের বাসা ছেড়ে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়েছি। ঐ সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন- আহলে হাদীসদেরকে খুব অসহায় দেখছি। তাদের পক্ষ সমর্থন ও পরিস্কারের জন্য বিটিভিতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যদি তাদের অবস্থান পরিস্কার করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো তাহলে মনে হয় অনেক ভালো হতো। আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ অবশ্যই খুব ভালো হতো। তারপর উনাকে আহলে হাদীসদের কিছু নেতৃবর্গের নাম বলে দিয়েছিলাম। এরপর তিনি নিজে তাদের সাথে যোগাযোগ করে আহলে হাদীসদের বড় দুটি সংগঠনের কয়েকজন নেতাকে একত্রিত করে জিহাদের নামে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের সাথে আহলে হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই, এবং তারা কখনোই তা সমর্থনও করে না এই মর্মে প্রোগ্রাম করে বক্তব্য ও বিবৃতি প্রদানের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ড: এরশাদুল বারী, ড: মুসলেহউদ্দিন, ড: সাখাওয়াত ও মাওলানা আব্দুল লতীফ এ প্রোগ্রামে শরীক হয়েছিলেন এবং তারা যার যার মত করে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেছিলেন।[১০] তারা আজও জানে না এ প্রোগ্রামের আয়োজন ও সফলতার নেপথ্যে আমার যে কি পরিমাণ ভুমিকা ছিল! নিজেও কখনো বলিনি। এই গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকার জন্য লিখার সুযোগ হলো, অন্যথায় হয়তো কখনোই হতো না। উছমানী স্মৃতি মিলনায়তনেও সন্ত্রাস বিরোধী সেমিনারে তাদেরকে বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দিয়েছিলাম।

(৬) ২০১৫ সনের ঘটনাঃ মোহাম্মাদপুর যাচ্ছিলাম, প্রধানমন্ত্রীর বাস ভবনের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় আমার পুরনো (৯০) মডেলের গাড়িটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এস.এস.এফ আছে দেখে, গাড়িটি ঠেলে রাস্তার এক পাশে রেখে আমি ও চালক দুজনেই গাড়িটিকে টেনে উত্তরায় নেয়ার জন্য একটি পিকআপ ভাড়া করার জন্য মেইন রোডে গিয়েছিলাম। বহু সময় ধরে গাড়ি খুঁজে পাওয়া যায়নি। অবশেষে উত্তরার দিক থেকে একটি পরিচিত গাড়িকে আসতে বলেছিলাম। তখন রমাযান মাস ছিল,

১০. আহলে হাদীস নেতৃবৃন্দদের নিয়ে আয়োজিত জঙ্গিবাদ বিরোধী সেই টকশোটি ইউটিউব থেকে দেখতে- https://youtu.be/pLfWLRMaZK8

তাই ইফতারের সময় হয়ে যাওয়ায় ইফতার করে ও মাগরিবের সালাত পড়ে গাড়ির কাছে আসলাম। এসে দেখি গাড়িটি আমার নেই। পাশে কর্তব্যরত এস.এস.এফ কে জিজ্ঞাসা করায় গাড়ি সম্পর্কে ভয়ঙ্কর সব তথ্য ও সংশয় সন্দেহের কথা জানতে পারলাম। কিন্তু আমি গাড়িটির মালিক দাবি করায় তাদেরকেও কিছুটা স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলতে দেখলাম। তারা গাড়িটির ব্যাপারে বললেন, মোহাম্মাদপুর ট্রাফিক থানার তত্ত্বাবধানে ৬টি গোয়েন্দা সংস্থাকে তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ৬টি গোয়েন্দা সংস্থার পজিটিভ রিপোর্ট না পাওয়া গেলে মনে হয়না গাড়ি উদ্ধার করা সম্ভভ হবে। আপনি আগামিকাল ট্রাফিক অফিসে সাক্ষাত করে গাড়ি ও আপনার বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত হবে জেনে নিবেন। অবস্থা বেশ জটিল মনে হওয়ায় আমার ঘনিষ্ট এক সেনা অফিসারের বাসায় গেলাম, পরামর্শ নেয়ার জন্য। উনি গাড়ির ঘটনা শুনে আমাকে বললেন, আমি আপনার জন্যে অন্তর থেকে দুআ করতে পারব কিন্তু কোন চেষ্টা বা সহযোগিতা করতে পারবো না। কারণ বিষয়টা খুবই সেনসেটিভ মনে হচ্ছে। তারপর উনি গাড়িকে কেন্দ্র করে ভয়ঙ্কর কিছু সম্ভাবনার কথা বললেন। বললেন, গাড়ি জব্দকারী ব্যক্তিরা যদি গাড়ী বোমা পাতানোর নাটক সাজায় তবে আপনি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবেন, আর তারা কোটি কোটি টাকার পুরস্কার পাবে এবং তাদের পদবীর র‍্যাংক বেড়ে যাবে। আল্লাহ না করুন আপনি এরূপ ষড়যন্ত্রের শিকার হোন। ব্রিগেডিয়ার সাহেবের ভয়ঙ্কর এই আশঙ্কার সম্ভাবনার কথা শুনে যেন মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য দুআ করতে থাকলাম এবং পরের দিন এই বইখানাসহ মোহাম্মাদপুর ট্রাফিক অফিসে গেলাম। এ.ডি.সি সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে আমার পরিচয়ের অংশ হিসেবে বললাম, আমি ইসলাম ও জিহাদের নামে সন্ত্রাস দমন বিশেষজ্ঞ একজন আলিম। 'ইসলামের দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস' নামক একখানা গ্রন্থ সংকলন করেছি। এই বই পড়ে অনেক সন্ত্রাসী ভুল বুঝে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে ফিরে এসেছে। তারপর বইখানা বের করে উনাকে দেখালাম। উনি বললেন আপনি এই বইয়ের লেখক? আমি বললাম, জ্বি আমি এই বইয়ের লেখক। উনি বললেন: আমিতো এই বইয়ের পাঠক। যান, আর কোন সমস্যা নেই, আগামীকাল এসে আপনার গাড়ি নিয়ে যাবেন।

আল্লাহ্‌র রহমতে বই এর কারণে খুব সহজেই আমি আমার গাড়ি ফিরে পেয়েছিলাম এবং ৬টি গোয়েন্দা সংস্থার নিকট গাড়িটিকে কেন্দ্র করে আমার বিষয়ে সন্ত্রাসী দলের কেউ কিনা বলে যে সন্দেহ সংশয় তৈরী হয়েছিল তা থেকেও রেহায় পেয়ে আরেকবার স্বচ্ছ প্রমাণিত হয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ।

(৭) ২০১৮ সনের কথাঃ মিরপুরে বসবাসকারী এক সৌদী প্রবাসী একদিন আমাকে তার বিরাট এক সমস্যার কথা ফোনের মাধ্যমে জানালেন। বললেন, 'মেয়ের বিয়ে দিয়েছি এক যুবকের সঙ্গে। তার দ্বীনদারী পরহেযগারী সন্তষজনক কিন্তু সে তো আই.এস পন্থী। তার বড় ভাই ইতিমধ্যে সিরিয়ায় চলে গেছে, তাকেও যাওয়ার জন্য ডাকতেছে। সে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব, কারো বাধাই সে মানতেছে না, আমার কথা তো দুরের বিষয় তার পিতা-মাতার কথাও শুনতেছে না। তাকে নিয়ে আমরা সবাই মহা দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি।' আমি বললাম, 'তাকে কোন বিশেষজ্ঞ আলেমের কাছে নিয়ে যান।' তিনি বললেন, 'তার নিকট বাংলাদেশের কোন আলেমই আস্থাযোগ্য নয়। তবে আপনার পরিচয় ও যোগ্যতা সম্পর্কে বলার পর কিছুটা রাজী হয়েছে'। আমি বললাম, আপনার বাসা বা তাদের কোন জায়গায় যেয়ে আমি বুঝাতে (কাউন্সিলিং) করতে পারবনা। কারণ আমারও নিরাপত্তার বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে। অতএব, আগামী জুমুআয় আমি যে মসজিদে খুৎবা দিব সেখানে নিয়ে আসবেন। তার কিছু কথা, প্রশ্ন ও সংশয় এর উত্তর দেয়ার পর কিছু উপদেশ, এবং আমার লিখিত গ্রন্থ থেকে জিহাদের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করার পর তার ভুল ভেঙ্গে যায় এবং ঐ পথ থেকে ফিরে আসে এবং উভয় পরিবারের সবাই দুশ্চিন্তামুক্ত হয়। আলহামদুলিল্লাহ।

(৮) ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের স্বীকার হয়েও সহজভাবে পরিত্রাণ লাভ এবং শত্রুদের ধরাশয়ী হওয়ার ঘটনাঃ

আমি অভিযোগ থেকে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে, আমার সংস্থাও নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পর তৎকালীন সরকার নিজেই সংস্থার প্রতি লোভে পড়ে যায়। হয়তো ইতিমধ্যেই তারা সংস্থার আর্থিক যোগ্যতা, প্রাচুর্যতা ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে জেনেছিল। প্রতি বছর প্রায় ৪শত

মসজিদ নির্মানসহ্ অনেক মাদরাসা, ইয়াতীমখানা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ, হাজার হাজার ওজুখানা ও গভীর অগভীর নলকূপ স্থাপন, হাসপাতাল-ক্লিনিক স্থাপন, নদী ভাঙ্গা এবং ঝড়-তুফানে গৃহহারাদেরকে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে দেয়া হত। কয়েক হাজার স্টাফ (ইমাম, খত্বীব, ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী) এর বেতনভাতা ও খরচ বাবদ শত শত কোটি টাকা ব্যায় করতো। উত্তরায় অবস্থিত 'কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতাল'টিও এ সংস্থার মাধ্যমে তৈরীকৃত একটি হাসপাতাল। তাইতো গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন সংস্থার আরবী কর্মকর্তাদের দেশ থেকে বহিস্কার করে আপনাকে ডিজি বানিয়ে সংস্থার কার্যক্রম যথারীতি চালানো হবে। আমাকে ডিজি করার কারণ ছিল যাতে করে আমার মাধ্যমে সংস্থাকে সরকারের আন্ডারে নিয়ে সরকারের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। বিদেশীদের বহিস্কারের নোটিশ দেয়ার পর কুয়েতের হেড অফিসও আমাকে ডিজি বানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কিন্তু দুই কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ও মতলব আলাদা ছিল। যখন সরকারকে যে কোনভাবে আমার পক্ষ থেকে জানানো হলো যে, আমার দ্বারা তাদের এ স্বার্থ চরিতার্থ হবে না। বরং কুয়েত ও এনজিও ব্যুরোর নির্দেশনা মোতাবেক ফান্ড গ্রহণ ও খরচ করা হবে তখন সরকার আমাকে বিয়োগ করে আমার স্থলে অন্য একজনকে নির্বাচন করেছিল এবং আমাকে জেলে বন্দী করে রাখার জন্য গ্রেফতারী পরোয়ানা লেটার কুয়েতের হেড অফিসে প্রেরণ করা হয়েছিল। যার ফলে কুয়েতও আমাকে ডিজি বানানোর পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে যায়। হেড অফিস এই পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের বিষয় টের পেয়ে সংস্থার কার্যক্রম গুটানোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল। আর গ্রেফতারী পরোয়ানার কারণে হেড অফিস আমাকে কুয়েতে অথবা যে কোন দেশে চলে যেতে বলেছিল। কিন্তু আমি এটা নিছক ষড়যন্ত্র এবং একটি সুন্দর পরিকল্পনা নষ্ট করার উদ্দেশ্য মনে করেছিলাম তাই আতংকিত হইনি, দেশ ছেড়েও কোথাও যাইনি। উক্ত পরিকল্পনার কারণে ঢাকা অফিসের প্রতিষ্ঠাতা ও ডিজি যেন তাদের কর্মকাণ্ড তদন্ত করতে না আসতে পারে এই জন্য তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে কুয়েতস্থ বাংলাদেশ দুতাবাসে তাদেরকে অভিযুক্ত করে রাখায় তাদেরকে বাংলাদেশে আসার জন্য আজও ভিসা দেওয়া হচ্ছেনা এবং ইচ্ছানুযায়ী ও

কাঙ্খিতভাবে সহায়তা করতে পারছে না। সে সময় ষড়যন্ত্রকারীরা বেশ কিছু সম্পদ আত্মসাতও করে ফেলেছিল। কিন্তু এর কিছুদিন পরেই আল্লাহ তাদেরকে পরাজয়ের গ্লানী বরণ করিয়ে এমনই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন যা ভাষায় ব্যক্ত করার মতো না। আমার সংশ্লিষ্ট পাপের চাইতেও হয়তো আরো অনেক বড় পাপের শাস্তি আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন। আমার ক্ষেত্রে হয়ত এমনটাই বলা হতে পারে "ঝড়ে বক পড়ে আর ফকিরের কেরামতি বাড়ে"।

যেহেতু "ইহ্ইয়া-উস্ সুন্নাহ ফাউন্ডেশন" এর মূল কার্যক্রম দেশ, জাতি ও মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নয়ন কল্পে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাদি প্রকাশ ও প্রচার করা তাই উদ্বোধন উপলক্ষে এ গ্রন্থটির মাধ্যমে প্রকাশনার কার্যক্রমও উদ্বোধন করা হয়েছে।

আল্লাহ এই গ্রন্থটির মাধ্যমে দেশ জাতি ও মুসলিম সমাজের ব্যাপকভাবে কল্যাণ সাধন করুন এবং ধর্মের ও জিহাদের নামে যারা সন্ত্রাস করছে তাদেরকে হেদায়েত দান করুন। আর এই নতুন সংস্থাটি ও তার প্রতিষ্ঠাকারীদেরকে কবুল করুন এবং যাবতীয় অনিষ্ট ও ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

(বিনীত)

আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

পরিচালক, ইহ্ইয়া-উস্ সুন্নাহ ফাউন্ডেশন

ঢাকা, বাংলাদেশ।

১০ জুন, ২০২২ ইং।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

جذور تاريخية للإرهاب والتطرف ودور الخوارج وبعض أسباب تأليف الرسالة

চরমপন্থা ও জঙ্গীবাদের ঐতিহাসিক উৎস ও তার চলমান প্রভাব ও ইসলামের অবস্থান

আলহামদুলিল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই নিকট সাহায্য ভিক্ষা করি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমল ও আত্মার অনিষ্ট থেকে তাঁরই নিকট আশ্রয় চাই। তিনি যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে হিদায়াত দানকারী কেউ নেই।

আরো সাক্ষ্য প্রদান করি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁর পরিবারভুক্ত সদস্যমণ্ডলী, সহচরবৃন্দ এবং সঠিকভাবে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারীগণের প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

অতঃপর, মুসলিম অধ্যুষিত দেশ ও অমুসলিম দেশে বসবাসরত মুসলিম সমাজে তথাকথিত ইসলামী জঙ্গিগোষ্ঠীর ব্যাপকভাবে উত্থান ঘটেছে। অনেক গোষ্ঠী গোপনে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কও গড়ে তুলেছে। এসব গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দান করে থাকে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত অথবা নামে মাত্র ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত অগভীর ইলমের অধিকারী অতিরিক্ত ধর্মাবেগী কিছু ব্যক্তিবর্গ। যারা অপরিকল্পিত ও অগঠনমূলকভাবে আবেগের বশবর্তী হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব, জনবল, শক্তি সামর্থ্য ও সমরাস্ত্র কোন কিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে জিহাদের ডাক দিয়ে বসে এবং জিহাদের নামে গুপ্ত হত্যা, মুসলিম ও অমুসলিম দেশের কূটনৈতিক এলাকা, স্থাপনা, স্থাপত্য, গুরুত্বপূর্ণ অফিস-আদলত, প্রশাসনিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ভবন, অনুষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপর বোমা হামলা ও আত্মঘাতি হামলা চালিয়ে থাকে।

সর্বযুগে এবং সব ধর্ম ও সমাজে কম বেশি এ ধরণের জঙ্গিবাদী এবং সন্ত্রাসী লোকদের অস্তিত্ব ছিল এবং আছে। অমুসলিম ও ইসলাম

বিদ্বেষীদের হাতে মিডিয়ার চাবিকাঠি থাকাতে অন্যান্য সমস্ত ধর্ম ও সমাজের সন্ত্রাস এবং জঙ্গি কর্মকাণ্ড শুধু ইসলাম ধর্মের উপর চাপানো হচ্ছে। এমনকি তাদের দৃষ্টিতে কোন মুসলিম জনগোষ্ঠির উপর ট্যাঙ্ক, কামান, ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমান আক্রমণের মাধ্যমে গণহত্যা ও এলাকার পর এলাকা গুঁড়িয়ে ফেললেও এ কাজ সন্ত্রাসী হয় না। কিন্তু এ নিপীড়িত নির্যাতিতরা ব্যর্থ প্রতিরোধের জন্য একটি ঢিল কিংবা পাথর ছুঁড়লে বিশ্বের বুকে এ ঢিল ও পাথর ছুঁড়ে মারাকেও সন্ত্রাস বলে প্রচার করা হয়।

এমতাবস্থায় ইসলাম ধর্মের ভিতর থেকে যারা জঙ্গী তৎপরতা চালাচ্ছে তাদের সংযত হয়ে ইসলাম সমর্থিত পন্থায় ঠাণ্ডা মাথায় প্রজ্ঞা ও প্রযুক্তির মাধ্যমে বুদ্ধি ভিত্তিক উপায়ে এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তীর্ণ হওয়া দরকার। কারণ এ জাতীয় জঙ্গি তৎপরতায় অমুসলিম আগ্রাসীদের আগ্রাগসণ চালানোর সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে।

মূলত: এ ধরণের আপোষহীন একটি চরমপন্থী জঙ্গি গোষ্ঠী ইসলামের প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। এরা অতিরিক্ত ধর্মাবেগ, ইসলাম প্রীতি ও পরহেযগারী দিয়ে ইসলাম ও মুসলিমদের যে ক্ষতি সাধন করেছে তা অমুসলিমরাও করতে পারেনি। হাদীস ও ইসলামের ইতিহাসে এদেরকে খারেজী বা খাওয়ারিজ বলা হয়। এরা নাবী ﷺ-এর যুগে ব্যক্তি বিশেষরূপে আত্মপ্রকাশ করলেও তার বংশধর থেকে দলরূপে আবির্ভাব হওয়ার ব্যাপারে নবী ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তারা অনেকটা সংগঠিত রূপ নিয়ে উছমান رضي الله عنه এর খিলাফতের শেষের দিকে (২৫ হিজরীতে) আত্মপ্রকাশ করে এবং উসমান رضي الله عنه এর বিরুদ্ধে বানোয়াট ও কল্পিত কিছু অভিযোগ এনে তাঁকে হত্যা করে। এটাই হলো মুসলিমদের হাতে মুসলিম নিহত হওয়ার প্রথম ঘটনা। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজে বিভক্তি ও অনৈক্যর সৃষ্টি হয়। আলী رضي الله عنه এর যুগে ছিফফিনের যুদ্ধের পর আনুষ্ঠানিকভাবে খারিজী ও শীয়াহ নামে দুটি পৃথক দল তৈরী হয়। কোন দলই ইসলামের ক্ষতি সাধনে কম করেনি।

খারেজীরা ইবাদত ও পরহেযাগারীতে হক্ব ও বাত্বিল সকল দল অপেক্ষা বেশী কঠোর। যার জন্য ধর্মভীরু সহজ সরল শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিরা সহজেই তাদের দলে যোগদান করে একনিষ্ঠ ও নিবেদিত প্রাণ কর্মী হয়ে যায়।

নবী ﷺ এর বিভিন্ন হাদীসে তাদের পরহেযোগারীর নমুনা বা চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলী বর্ণিত হয়েছে :

১। তারা নবী ﷺ-এর বিচার ও ন্যায় বন্টনকেও অন্যায় বলেছিল। এবং তাঁকে ﷺ আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দিয়েছিল।[১১]

২। নবী ﷺ বলেছেন, "তাঁরা বেশী বেশী কুরআন পাঠ করবে। তাদের কুরআন পাঠের কাছে তোমাদের কুরআন পাঠ কিছুই নয়। তারা ধারণা করবে কুরআন তাদের জন্যই নাযিল হয়েছে। অথচ কুরআন তাদের বিরুদ্ধে। এত অধিক হারে কুরআন পড়লেও কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। অর্থাৎ কুরআনের প্রকৃত অর্থ-মর্ম না বুঝে আমল করবে।[১২]

৩। তাদের সালাতের (নামাজের) তুলনায় তোমাদের সালাতকে (নামাজ) তুচ্ছ মনে করবে এবং তাদের সাওমের (রোজার) তুলনায় তোমাদের সাওমকে তুচ্ছ মনে করবে।[১৩]

৪। তারা সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে ভাল কথা বলবে। অন্য বর্ণনায় আছে, তারা সবচেয়ে বেশী হক কথা বলবে কিন্তু এ হক্ব কথা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না।[১৪]

অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে কথাটা হক হলেও তা থেকে উদ্দেশ্য হবে বাত্বিল। যেমন- ان الحكم إلا لله "আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান চলবে না" এর দ্বারা তারা আলী কে কাফির ধারণা করত।

৫। তারা অতিরিক্ত আবেগ তাড়িত হওয়ার কারণে "ইসলামের ধারক বাহকদেরকে হত্যা করবে এবং মূর্তী পূজারীদের ছেড়ে দিবে"।[১৫]

আর বাস্তবেও যুগে যুগে এদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে মুসলিমদের সাথেই তাদের প্রায় সমস্ত যুদ্ধ হয়েছে।

---

১১. সহীহ বুখারী হা: ৩৩৪৪ ও মুসলিম হা: ১০৬৪
১২. সহীহ বুখারী ও মুসলিমে তাদের এ চরিত্র উল্লেখ হয়েছে। প্রাগুক্ত, মুসলিম হা: ১০৬৪।
১৩. সহীহ বুখারী হা: ৬১৬৩, মুসলিম হা: ১০৬৪
১৪. সহীহ বুখারী হা: ৩৬১১, মুসলিম ১০৬৬
১৫. সহীহ বুখারী ও মুসলিম, প্রাগুক্ত

৬। তারা অল্প বয়সী ও বুদ্ধি বিবেকহীন হয়েও পণ্ডিতি ভাব দেখাবে। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম প্রাগুক্ত)

৭। তারা শেষ যুগে আত্মপ্রকাশ করবে।[১৬]

৮। বিখ্যাত তাবিঈ আবূ আইয়ুব সাখতিয়ানী বলেন, তারা বিভিন্ন নামে আত্মপ্রকাশ করলেও মানুষ হত্যা করা হবে তাদের স্থায়ী নীতি"।[১৭]

৯। ইমাম মালেক ﷺ বলে, কতিপয় সম্প্রদায় জ্ঞানার্জন বাদ দিয়ে ইবাদাতের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। যার ফলে তারা তরবারী ধারণ করে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। যদি তারা জ্ঞানের অনুসরণ করত তাহলে তা তাদেরকে সেই অন্যায় পথ হতে বিরত রাখত।[১৮]

তাদের সম্পর্কে নবী ﷺ-এর মন্তব্য

১। এরা দ্বীন ইসলাম থেকে বহির্ভূত। এরা আর কোনদিন দ্বীনে মধ্যে ফিরে আসবে না।[১৯]

২। তারা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।[২০]

৩। ইবনু উমার ﷺ মনে করতেন, তারা আল্লাহর নিকট সৃষ্টি জীবের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত।[২১]

৪। খারেজীরা হচ্ছে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডের কুকুর।[২২]

তাদের ব্যতিক্রমধর্মী উল্লেখযোগ্য কতিপয় ধর্ম বিশ্বাস ও চিন্তাধারা :

১। কবীরা গুনাহতে জড়িত ব্যক্তিকে তারা কাফির মনে করে। সর্বপ্রথম তারা আলী ও মু'আবিআহ ﷺ এবং তাদের দুজনের আনুগত্যকারী সকল ছাহাবী ও তাবেঈকে কাফির আখ্যা দিয়েছিল। তাদের দৃষ্টিতে অভিযোগ ছিল আলী ও মুআবিয়াহ ﷺ উভয় কুরআন বাদ দিয়ে মানুষের ফায়সালা গ্রহণ করেছিলেন।

---

১৬. সহীহ বুখারী ও মুসলিম, প্রাগুক্ত।
১৭. তালবীস ইবলীস গ্রন্থ।
১৮. মিফতাহুল দারিস সাআদাহ: ইবনুল ক্বাইয়্যিম, ১/১১৯।
১৯. সহীহ মুসলিম হা: ১০৬৭।
২০. সহীহ মুসলিম হা: ১০৬৭।
২১. সহীহ বুখারী মুআল্লাকভাবে।
২২. সুনান ইবনে মাজাহ, সনদ সহীহ ইবনে মাজাহ হা: ১৭৩।

২। তাদের মতাদর্শ যারা গ্রহণ না করবে তাদের রক্তপাত হালাল মনে করা। এ কারণেই তারা আলী ﷺ কে হত্যা করেছিল। হত্যাকারীর নাম ছিল আব্দুর রহমান বিন মুলজিম। একই রাতে মুআবিয়া ﷺ-কেও হত্যার চেষ্টা চালিয়ে ব্যার্থ হয়েছিল।

৩। প্রতিষ্ঠিত শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ও আনুগত্য থেকে বের হওয়া।

ইসলামের দৃষ্টিতে এদের বিরুদ্ধে করণীয় ঃ

১। ইসলামের সঠিক পথে ফিরে আসার জন্য সুযোগ্য আলিমদের মাধ্যমে তাদেরকে আহ্বান জানাতে হবে। তাদের যাবতীয় দলীল প্রমাণ ও সংশয়ের দলীল ভিত্তিক খণ্ডন করতে হবে। ভুল স্বীকার করে ফিরে আসলে তাদের আরও জ্ঞান দিতে হবে এবং সুযোগ্য আলিমদের তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে। এমনটিই করেছিলেন আলী ﷺ কিন্তু যারা হঠকারী হবে ও সঠিক পথে ফিরে আসতে চাইবে না তাদের উপর শাস্তি কার্যকর করতে হবে।

২। নবী ﷺ বলেছেন, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর অনিবার্য।[২৩]

নবী ﷺ আরও বলেছেন, যদি তোমরা তাদেরকে পাও তাহলে তাদেরকে হত্যা করবে। কারণ যারা তাদেরকে হত্যা করবে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন প্রতিদান রয়েছে।[২৪]

নবী ﷺ আরও বলেছেন, সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তি তাদেরকে হত্যা করতে পারবে অথবা তারা তাকে হত্যা করবে।[২৫]

বর্তমান যুগে এই খারিজীদের সূত্রে গাঁথা জঙ্গিদের জিহাদের নামে ভারসাম্যহীন, এলোপাথারি বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মতৎপরতা সারা বিশ্বে

---

২৩. মুসনাদ আহমাদ ১/১৫৬ ও সুনানে কুবরা, নাসাঈ- ৮৫৬৪, সুন্নাহ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ ১৪৭৯, সনদ সহীহ।
২৪. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।
২৫. মুসনাদ আহমাদ ৫/২৫০, জামে তিরমিযী হা: ৩০০০ ও সুনানে ইবনু মাজাহ হা: ১৭৬, আলবানী ৮ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, সহীহ তিরমিযী: ২৩৯৮।

ইসলাম ও মুসলিমদের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। যেখানে সেখানে বোমা হামলা, ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে মুসলিম সমাজকে শাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে কোণঠাসা করে ফেলেছে। তাদের কারণে মুসলিমদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, উন্নয়ন-অগ্রগতি, স্বাধীনতা-সার্বেভৌমত্ব দেশ ও জাতির অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। মুসলিমরা নিজ দেশে ও গৃহে স্বাধীনতা হারা কারাবন্দীর মত বসবাস করছে। মুসলিমদের ঐক্য ও বিজয়ের সম্ভাবনা আরো সুদূর পরাহত হচ্ছে। এদের অপতৎপরতা ও তার প্রভাব ঠেকাতে মুসলিম দেশ, জাতি, সংস্থা, ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। ইসলাম ও মুসলিম সমাজের উন্নয়নের ধারাকে বাধাগ্রস্থ ও বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন ইসলামী সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও ইসলামের হক্কানী আলিম-ওলামাকে জোর করে জঙ্গি ও সন্ত্রাসের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে।

এমনি একটি সংস্থা হচ্ছে রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি কুয়েত। এ সংস্থাটি অমুসলিম তো দূরের কথা মুসলিমদের ভিতর থেকে যারা ইসলাম কায়েম বা ইসলামী জিহাদের নামে অনিয়মতান্ত্রিক ও শরীয়ত অসমর্থিতভাবে অজ্ঞাতসারে উপরোল্লিখিত বিভিন্ন লক্ষবস্তুতে বোমা হামলা, গুপ্তহত্যা ও প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়াকে বিভিন্ন মাধ্যমে সন্ত্রাস ও বিপর্যয় সৃষ্টি বলে আখ্যা দিয়েছে। অথচ এ সংস্থাটিকে এবং তার কর্মকর্তা ও কর্মীদেরকে এই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সাথে জড়িয়ে মিথ্যা রিপোর্ট ও অপপ্রচার করা হয়েছিল, যদ্বারা দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক প্রভাবশালী ইসলাম বিদ্বেষী শক্তির নিকট সংস্থাটির বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে সংস্থাটি বন্ধ হয়ে যায়।

নিশ্চয় আল্লাহ সংস্থাটির বিরুদ্ধে মিথ্যা ষড়যন্ত্রকারীদেরকে সমুচিত শিক্ষা ও শাস্তি আখিরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই দিবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

সঙ্গত কারণে জনমনে সৃষ্ট সংশয় ও ভ্রান্তি দূরীকরণের স্বার্থে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার জন্য এ পুস্তকখানা রচনা করা হয়েছে। এ পুস্তকখানা সংকলনের ক্ষেত্রে যিনি বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যাসের ব্যাপারে আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন, তিনি হলেন বন্ধুবর আবু শিফা আকমাল হুসাইন বিন বাদীউয

যামান। আরো সহযোগিতা করেছেন সুযোগ্য দাঈ মোশাররফ হোসেন আখন্দ। যারা বইখানার পাণ্ডুলিপি পড়ে সুচিন্তিত অভিমত ও বাণী দিয়ে বইখানার সৌন্দর্য ও মান বৃদ্ধি করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও তাদের জন্য অন্তরের অন্তস্থল থেকে দু'আ করি। সেই স্বনামধন্য আলিমগণের মধ্যে অন্যতম হলেন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলিম সাইয়্যিদ কামালুদ্দীন জাফরী। আল্লাহ তাদের সকলকে হায়াতে ত্বাইয়্যেবাহ দান করুন এবং আখিরাতে জান্নাত লাভে ধন্য করুন। আল্লাহুম্মা আমীন।

বইখানা সংশ্লিষ্ট সবাইকে সকল প্রকার অকল্যান ও অনিষ্ট থেকে মুক্ত রাখুন। আর এ গ্রন্থখানার অসীলায় আমি অধম ও ক্ষুদ্র লিখকের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে জান্নাতের অধিকারী হিসেবে গ্রহণ করুন এবং সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের হাত থেকে ইসলাম, ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও সকল মুসলিমদের হিফাযত করুন ও তাদেরকে ষড়যন্ত্রকারীদের দমন করার শক্তি ও কৌশল দান করুন। তাদের মধ্যে যারা বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়েছে, আল্লাহ্ তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আল্লাহুম্মা আমীন।

(বিনীত)

আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

পরিচালক, দাওয়াহ বিভাগ। (সদস্য পরিচালনা বোর্ড)

রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি, কুয়েত

বাংলাদেশ অফিস।

১৫ এপ্রিল ২০০৬ ইং।

الفصل الأول : الإرهاب والتطرف في نظر الإسلام، نشأته، أسبابه، مفاسده، علاجه، وحماية المجتمع منه

প্রথম অধ্যায়ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস, উৎপত্তি, কারণ, ক্ষতিসমূহ ও প্রতিকার

প্রেক্ষাপটঃ جو الموضوع

বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছর যাবত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে বোমা হামলা চালানোর মাধ্যমে বিভিন্ন সময় সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়েছে। এসবের কিছু কিছু ঘটনা ইসলাম প্রতিষ্ঠা বা আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের চেষ্টার অংশ হিসেবে করা হয়। বিশেষ করে ইসলামী দাওয়াত প্রচারের নামে ১৭ই আগস্টে পরিচালিত সারা দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলা, ৩রা অক্টোবর বিভিন্ন আদালতে বোমা হামলা এবং ১৪ই নভেম্বর ২০০৫ তারিখে ঝালকাঠিতে ও ১৮ নভেম্বর গাজীপুরে আত্মঘাতি বোমা হামলা করে বিচারক হত্যার ঘটনা এবং বিভিন্ন পেপার পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায় যে তারা হত্যাসহ বিভিন্ন হুমকিমূলক চিঠি বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বরাবর প্রেরণ করছে। এমনকি আমার প্রতিষ্ঠানেও হুমকিমূলক চিঠি দেয়া হয়েছিল অত:পর আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গভীর রাতে ল্যান্ডফোনের তার কেটে আমার বাড়ীতে হামলা করেছিল। সৌভাগ্যক্রমে অলৌকিকভাবে আল্লাহ তাদের হাত থেকে রেহায় দান করেছিলেন। এসব কর্মকাণ্ডকে উগ্রবাদী সংগঠনগুলো জেহাদী কর্মকাণ্ড হিসেবে মনে করে নিজেদেরকে শহীদ কিংবা গাজী হওয়ার দাবী করে থাকে। এহেন পরিস্থিতে তাদের এ কর্মকাণ্ড ইসলামের সাথে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ তা যাচাই করার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই এই বইখানা লিখে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশঃ نشأته وتطوره

ইসলামে উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই। বরং এটি অমুসলিম দেশ থেকে মুসলিম দেশে আসা একটি চরমপন্থা বা ব্যাধি। সর্বযুগে সকল

ধর্মে উগ্রবাদের বিচ্ছিন্ন কিছু নমুনা পাওয়া গেলেও স্বতন্ত্র পন্থা ও মতাদর্শরূপে সর্বপ্রথম ১৯৭০ দশকে ইউরোপীয় ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর ভিতরে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করে। উক্ত সময়ের ভিতরে ২৩৭৯ টি সন্ত্রাসী ঘটনা সংঘটিত হয়। যা ছিল সারা বিশ্বের সন্ত্রাসী ঘটনা ৩৬.৭৫ শতাংশ। শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক অমুসলিম শক্তি মুসলিম দেশগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তারের কারণে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশেও চরমপন্থী লোকদের আবির্ভাব ঘটেছে। যারা ইসলামের প্রতি অতি উৎসাহী এবং আবেগপ্রবণ হয়ে জিহাদের নামে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।[২৬]

তারই সূত্র ধরে আমাদের বাংলাদেশেও চরমপন্থীদের আবির্ভাব ঘটেছে।

সন্ত্রাস কি? مفهوم الإرهاب

যে কোন কারণ ও উদ্দেশ্যে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, জান-মালের ক্ষতি সাধন, দেশে ও সমাজে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি, শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন, স্থাপনা ও স্থাপত্য ধ্বংস এবং সর্বস্তরের নাগরিকদেরকে যা আতঙ্কিত করে এবং দেশের স্বাধীনতা ও সর্বভৌমত্বকে হুমকির সম্মুখীন করে তাকেই বলা হয় সন্ত্রাস।[২৭]

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিভিন্নরূপ ঃ مظاهر الإرهاب

১। মুসলিম ও অমুসলিম বিভিন্ন দেশে স্থাপনা ও কুটনৈতিক এলাকা ও ভবনে বোমা বিষ্ফোরণ।

২। শাসকদের আনুগত্য হতে বেরিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা।

৩। গোপন হত্যা।

২৬. দেখুন মাসিক আল ফুরকান আরবী ম্যাগাজিন আর, আই, এইচ, এস কুয়েত। সংখ্যা- ১০১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, পৃ: ৬।

২৭. মাসিক আল ফুরকান আরবী ম্যাগাজিন আর, আই, এইচ, এস কুয়েত। সংখ্যা- ৯৭ মে, ১৯৯৮- পৃ: ৬, আল কিত্বাউল খায়রী ওয়া দাওয়াইল ইরহাব, পৃ: ১১০।

৪। আত্মঘাতি হামলা চালানো।

৫। বিমানসহ অন্যান্য যানবাহন ছিনতাই।

৬। ভিন্ন মতাবলম্বীদেরকে কাফের আখ্যাদান ও ধর্মত্যাগী হিসেবে চিহ্নিত করা ও তাদেরকে হত্যার হুমকি প্রদান।

৭। ভিন্ন মতাবলম্বী আলেম-ওলামাকে হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা।

৮। অমুসলিমদের সম্পদ লুণ্ঠন এবং তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান ধ্বংস ও ভণ্ডুল করা।

৯। বিভিন্ন এনজিও অফিস ও ব্যাংক ডাকাতি।

১০। চিঠিপত্রের মাধ্যমে বা সরাসরিভাবে সরকারী ও বেসরকারী পদস্থ ব্যক্তিদের জীবন নাশের হুমকি প্রদান।

أدلة تحريم النشاطات الإرهابية من القرآن والسنة

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান

ইসলাম শান্তির ধর্ম। শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতায় বিশ্বাসীসহ সকল শ্রেণীর মানব জাতির জন্য আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত ধর্ম। ইসলাম কোনভাবেই উগ্রবাদী ও সন্ত্রাসী তৎপরতাকে স্বীকার ও সমর্থন করে না এবং এর মাধ্যমে কোনদিন ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয় না বা এ পন্থায় কাউকে মুসলিম বানানো যায় না। নিম্ন বর্ণিত কুরআন ও হাদীসের দলীলসমূহ এরই প্রমাণ বহন করে।

১। ইসলামে ন্যায়-নিষ্ঠা এবং সদাচরণ সহানুভূতির আদেশ রয়েছে, আর নিষেধ রয়েছে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় পরায়নতা সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং বিরুদ্ধাচরণ

করতে নিষেধ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"[২৮]

এ সকল বোমা হামলা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চরম অন্যায় ও বর্বরতা, এতে কোন ন্যায়-নিষ্ঠা, সহানুভূতি ও সদাচরণ নেই। বরং এটি নিছক অন্যায় ও বিরুদ্ধাচরণমূলক কাজ।

আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ».

আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, একমাত্র নির্দয় ব্যক্তি হতেই দয়া ছিনিয়ে নেয়া হয়।[২৯]

হে পাঠক! আপনি এই মহানুভবতার দিকে লক্ষ্য করুন যার দিকে ইসলাম আহ্বান করেছে। অতঃপর আপনি চিন্তা করে দেখুন যারা এই বোমা বিস্ফোরণের মত অন্যায় কাজ সংঘটিত করছে, যার দ্বারা শিশুরা ইয়াতীম, নারীরা বিধবা, অংসখ্য প্রাণহানি, হৃদয় আতঙ্কিত, সম্পদ বিনষ্ট এবং সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি মাধ্যমে শান্তি বিলুপ্ত করা হচ্ছে। এর মাঝে কোথায় ইসলামের সেই মহানুভবতা, তারা কি বুঝে না?

২। আল্লাহ তা'আলা হত্যাকাণ্ড ঘটাতে নিষেধ করেছেন, বিশেষ করে মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা মহা অপরাধ।

আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম। সে তাতেই চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।[৩০]

---

২৮. সূরা নাহল: ৯০।
২৯. সুনানে আবু দাউদ : ৪৯৪২, জামে তিরমিযী : ১৯২৩, আলবানীর সহীহুল জামি: ৭৪৬৭।
৩০. সূরা নিসা: ৯৩।

আল্লাহ আরো বলেন :

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾

সঙ্গত কারণেই যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারো জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে।[৩১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

তোমরা নিজেরা পরস্পরকে হত্যা করো না নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল।[৩২]

এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর হাদীস-

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا»

আবুদ দারদা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর সাথে শিরককারী ও ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যার গুনাহ ব্যতীত অন্য যে কোন গুনাহকে আল্লাহ হয়তো ক্ষমা করে দিবেন।[৩৩]

---

৩১. সূরা মায়িদাহ: ৩২।
৩২. সূরা নিসা: ২৯।
৩৩. সুনানে আবু দাউদ: ৪২৭০, সহীহ।

রাসূল ﷺ আরো বলেন :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا»

ওবাদাহ ইবনুস সামেত ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে আল্লাহ তা'আলা তার কোন নফল ও ফরয ইবাদত গ্রহণ করবেন না।[৩৪]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا، فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ».

আবুদ্ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন; 'মু'মিন ব্যক্তি আমল ইবাদত পূর্নোদ্দমে করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত হারাম পন্থায় অন্যের রক্তপাত না ঘটাবে। অত:পর যখনই অবৈধভাবে কোন রক্তপাত ঘটাবে, তখনই আমল ইবাদতে শীথিল ও অপারগ হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।[৩৫]

৩। ইসলামে অন্যায়ভাবে নির্দোষ মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা হারাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন;

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

"ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে হত্যা করো না, যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন।"[৩৬]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ".

৩৪. সুনানে আবু দাউদ: ৪২৭০, হাদীসটি সহীহ।
৩৫. সুনানে আবু দাউদ: ৪২৭০।
৩৬. বানী ইসরাঈল : ৩।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, 'ব্যভিচার, হত্যা এবং ইসলাম ও ইসলামী জামাআত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অপরাধ ব্যতীত আল্লাহ ও তদীয় রাসূলে বিশ্বাসী কোন মানুষকে হত্যা করা বৈধ নয়।[৩৭]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রযিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লহর নিকট সারা দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার চেয়েও গুরুতর বিষয় হচ্ছে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা।[৩৮]

অথচ বোমা হামলার ন্যায় অন্যায় কাজ দ্বারা কত অসংখ্য মুসলমানই না নিহত হচ্ছে!

৪। মু'মিনদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ইসলামে নিষিদ্ধ।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا».

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলিমদের) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।[৩৯]

৫। অস্ত্র বা এ জাতীয় বস্তু দ্বারা কোন মুসলিমকে ইশারা-ইঙ্গিত করাও ইসলামে হারাম- তা স্বেচ্ছায় হোক বা হাসি তামাশার ছলেই হোক। এমনিভাবে মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে অস্ত্র খোলা অবস্থায় বহন করাও নিষেধ করা হয়েছে।

৩৭. সহীহ বুখারী হা/৬৮৭৮, সহীহ মুসলিম হা/১৬৭৬ (হাদীসের শব্দ মুসলিমের)।
৩৮. সহীহ জামে তিরমিযী, হা/১৩৯৫।
৩৯. সহীহ বুখারী হা/৬৮৭৪,৭০৭০, ৭০৭১ ও সহীহ মুসলিম: ৯৮।

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ».

আবু হুরাইরা ﵁ নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, তোমাদের মাঝে কেউ যেন তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত-ইশারা না করে। কেননা হতে পারে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও শয়তান তার হস্তদয়ে আঘাত হানার ফলে হতাহতের ঘটনা ঘটবে; অতঃপর সে এ অপরাধের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।[৪০]

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ».

আবু হুরাইরা ﵁ হতে আরও বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আবুল কাসেম ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি লোহা দ্বারা তার ভাইকে হুমকি দেয় তবে তা থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার প্রতি অভিশাপ করতে থাকেন যদিও হুমকি প্রদানকৃত ব্যক্তি তার সহোদয় ভাই হয়।[৪১]

অতএব, উক্ত হাদীসগুলোর আলোকে বুঝা যায়, ইচ্ছাকৃতভাবে এ ধরণের বোমাবাজী ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ জঘন্য অপরাধ এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।

৪০. সহীহ বুখারী হা/৭০৭২, সহীহ মুসলিম হা/ ২৬১৭, শব্দ সহীহ মুসলিমের।
৪১. সহীহ মুসলিম হা/ ২৬১৬।

৬। ইসলামে আত্মঘাতি হামলা আত্মহত্যার শামিল, আর উভয়ই স্পষ্ট হারাম।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

তোমরা নিজেরা পরস্পরকে হত্যা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতি দয়াশীল।[৪২]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

তোমরা নিজের জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না আর মানুষের প্রতি সদাচরণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ সদাচরণকারীদের ভালবাসেন।[৪৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعَنُهَا يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ».

আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজেকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করবে তাকে জাহান্নামে অনুরূপভাবে শাস্তি দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি নিজেকে আঘাত করে আত্মহত্যা করবে তাকেও জাহান্নামে অনুরূপভাবে আঘাত করা হবে।[৪৪]

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي النَّارِ

নবী ﷺ আরও বলেন, যে ব্যক্তি নিজেকে কোন বস্তু দ্বারা হত্যা করবে কিয়ামতের দিন তাকে সে বস্তু দ্বারাই শাস্তি দেয়া হবে।[৪৫]

৪২. সূরা নিসা : ২৯।
৪৩. সূরা বাক্বারা: ১৯৫।
৪৪. সহীহ বুখারী: ১৩৬৫।
৪৫. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযী, শব্দ মুসলিমের।

অতএব, যে যেভাবে আত্মহত্যা করবে তাকে সেভাবে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে। ইসলামে আত্মঘাতি হামলা চালানোর কোনই সুযোগ নেই। নিঃসন্দেহে যারা আত্মঘাতি হামলায় অংশগ্রহণ করছে ইসলামকে না বুঝে বিকৃত মানসিকতার কারণে তা করছে। হ্যাঁ তবে নিয়মতান্ত্রিক জিহাদের ক্ষেত্রে শত্রুকে আঘাত করতে যেয়ে নিজে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে তাকে আত্মঘাতি বলা যাবে না। বরং শহীদী মৃত্যু বলে গণ্য হবে, ইনশাআল্লাহ্।

৭। ইসলামে অমুসলিমকে হত্যা করাও হারাম।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.

যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার অপরাধ ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে।[৪৬]

আল্লাহ তাআলা বলে,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করো না; যাকে হত্যা করা আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন।[৪৭]

রাসূল ﷺ বলেছেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا».

৪৬. সূরা মায়িদাহ: ৩২।
৪৭. বানী ইসরাঈল: ৩৩।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলে, 'যে ব্যক্তি মুসলিম জনপদের বসবাসকারী চুক্তিবদ্ধ কোন অমুসলিমকে হত্যা করবে সে জান্নাতের একটু ঘ্রানও পাবে না। অথচ চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব হতেও তার সুগন্ধি পাওয়া যায়।[৪৮]

তিনি ﷺ আরো বলেন,

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ، الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَأَنَا بَرِيءٌ مِنَ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا.

আমর ইবনু হামেক আল-খুযায়ী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিরাপত্তা প্রদানকৃত ব্যক্তিকে হত্যা করে আমার সাথে ঐ হত্যাকারীর কোন সম্পর্ক থাকবে না যদিও নিহত ব্যক্তি কাফির হয়।'[৪৯]

কাফিররা যদি মুসলিম রাষ্ট্রে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অথবা রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তির শান্তি চুক্তিতে প্রবেশ করে বসবাস করে, তবে তাদের শারীরিক ও আর্থিক নিরাপত্তার পরিপন্থী কোন কাজ করা যাবে না। অথচ এ বোমা হামলাকারী, সীমালঙ্ঘনকারীরা মুসলিমদের যিম্মা, চুক্তি ও ওয়াদার প্রতি বিবেচনা করে না; বরং তারা চুক্তিবদ্ধ ও শান্তি চুক্তিবদ্ধ মানুষকে হত্যা করে থাকে।

৮। ইসলাম বিপর্যয় সৃষ্টিকে হারাম করেছে। আর বিপর্যয় সৃষ্টি মুনাফিকের কাজ।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾

৪৮. সহীহ বুখারী: ৩১৬৬।
৪৯. সহীহ ইবনু হিব্বান হা/ ৫৯৮২, মু'জামুস সগীর লিত ত্বাবারানী হা/৩৮, ৫৮৪- হাদীসের শব্দাবলী মু'জামের।

যখন সে (মুনাফিক) জনপদে ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে ফাসাদ সৃষ্টি, শস্যক্ষেত্র ধ্বংস ও প্রাণনাশ করতে। অথচ আল্লাহ তাআলা ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না।[৫০]

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ﴾

যখন তাদেরকে (মুনাফিকদেরকে) বলা হয়, দুনিয়ার বুকে তোমরা অশান্তি সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে আমরা তো শান্তি স্থাপনকারী। জেনে রেখ প্রকৃত অর্থে তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, অথচ তারা বুঝতেছে না।[৫১]

৯। ভীতি প্রদর্শন করা অবৈধ

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا.

কোন মুসলিমের পক্ষে অপর মুসলিম ভাইকে আতঙ্কিত করা বৈধ নয়।[৫২]

১০। ইসলাম অমুসলিমদের সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে এবং ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ না করে।

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

৫০. সূরা বাকারা: ২০৫।
৫১. সূরা বাক্বারা: ১১।
৫২. আবু দাউদ: ৫০০৪।

ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে ঘর-বাড়ি বা স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি তাদের প্রতি সদাচারণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় বিচারকদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তোমাদেরকে ভিটে-মাটি বা স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং বহিষ্কার কার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা অত্যাচারী।[৫৩]

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

আর লড়াই কর আল্লাহর রাস্তায় তাদের সাথে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।[৫৪]

অতএব, অমুসলিম হলেই তাকে হত্যা করতে হবে এরূপ ধারণা ইসলামকে বিকৃত করার শামিল তাতে কোন প্রকারের সন্দেহ নেই। মুসলমানরা তাদের পক্ষ হতে কোন নির্যাতন নিপীড়নের শিকার না হলে তাদের সাথে অসদাচারণ করা যাবে না। বরং তাদের সাথে সাদাচারণ করেই চলতে হবে।

১১। ইসলাম সীমালঙ্ঘন ও অত্যাচার করাকে নিষিদ্ধ করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

আর তোমরা সীমলাঙ্ঘন করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না।[৫৫]

৫৩. সূরা মুমতাহিনা: ৮-৯।
৫৪. সূরা বাক্বারা: ১৯০।
৫৫. সূরা বাক্বারা: ১৯০।

হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ বলেন,

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا.

হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার জন্য অত্যাচারকে হারাম করেছি এবং তা তোমাদের জন্যও হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা পরস্পরে অত্যাচারে লিপ্ত হইয়ো না।[৫৬]

অতএব, এই কাজ (বোমা হামলা) সীমালঙ্ঘন ও অপরাধ ছাড়া আর কিছুই নয়।

১২। ইসলাম অন্যের উপর চড়াও হওয়াকে এবং তাদের সম্পদ ধ্বংস করাকে হারাম করেছে।

নবী ﷺ বলেছেন:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.

আবু বাকরা ؓ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (বিদায় হজ্জের ভাষণের এক পর্যায়ে) বলেছিলেন, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান পরস্পরের জন্য ঐরূপ হারাম আজকের এই দিন, এই মাস ও এই শহর যে রকম হারাম।[৫৭]

১৩। নবী ﷺ রাতের বেলা ঘুমন্ত অবস্থায় আরামের সময় তীর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ رَمَانَا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا".

৫৬. সহীহ মুসলিম: ২৫৭৭।
৫৭. সহীহ বুখারী: ৬৭, সহীহ মুসলিম: ১৬৭৯।

আবু হুরাইরা ؓ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি রাতের বেলা আমাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে সে আমাদের দলভূক্ত নয়।[৫৮]

উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের দলীল প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায় যে, জঙ্গিবাদীরা জিহাদ বা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের নামে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী অফিস-আদালত এবং প্রশাসন, বিচার ও নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বোমা হামলা করে হত্যাযজ্ঞ ঘটানো নিছক সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কাজ। যারা এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তারা ইসলাম, মুসলমান, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও জাতির শত্রু।

১৪। তথাকথিত ইসলাম দরদী জিহাদীদের চরমপন্থা অবলম্বনের অন্যতম কারণ : তারা চায় সকল মানুষকে বল প্রয়োগ করে মুসলিম বানাতে অথচ আল্লাহ বল প্রয়োগের মাধ্যমে তা চান না। বরং তিনি চান যে কোন ব্যক্তি বুঝে শুনে স্বজ্ঞানে মুসলিম হোক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই। নি:সন্দেহে হিদায়াত পথভ্রষ্টতা হতে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা পথভ্রষ্টকারী 'তাগুতদেরকে' মান্য করবে না এবং আল্লাহ উপর ঈমান আনবে সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙবার নয়। আল্লা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।[৫৯]

৫৮. মুসনাদে আহমাদ: ৮২৭০, সহীহুল জামি আলবানী: ৬২৭০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব: ৪৬৫৬।
৫৯. সূরা বাক্বারা: ২৫৬।

من أهم أسباب التطرف والإرهاب
এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটানোর কারণসমূহ

أولا: إقامة الدين وتأسيس الدولة الإسلامية
(ক) দ্বীন কায়েম ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

মুসলিম অধ্যুষিত দেশে কোরআন-সুন্নাহ লব্ধ ইসলামী সংবিধান অনুযায়ী দেশ শাসন না করে মানব রচিত সংবিধান অনুযায়ী দেশ শাসন করা হচ্ছে। তাই এই শাসনব্যবস্থা উৎখাত করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের জন্য এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। অথচ তারা দ্বীন কায়েম করতে চায় কিন্তু তারা ঠিকমতো দ্বীন কি সেটাই বোঝে না। দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো কি এবং মৌলিক বিষয়গুলোর সিরিয়াল কি এসব কিছুই বুঝে না। দ্বীন কায়েমের ক্ষেত্রে নবী (সাঃ) এর পদ্ধতি কি তাও জানে না, জানার চেষ্টাও করে না, প্রয়োজনও বোধ করে না।

দ্বীন কায়েমের একমাত্র হাতিয়ার মনে করে সশস্ত্র জিহাদ। অথচ জিহাদের নিয়ম-কানুন, পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা, স্তর ও শর্তসমূহ কিছুই জানে না। নিয়মমাফিক ও শর্ত শারায়েত ছাড়া জিহাদ করলে সন্ত্রাসী কাজ হয় সেটাই তাদের জানা নেই। দ্বীন ও জিহাদ সম্পর্কে না জানার বহুবিধ কারণ রয়েছে। পরবর্তী কারণগুলো থেকে তা জানা যাবে, ইনশাআল্লাহ্।

ثانيا: الجهل بالدين أو قلة العلم وعدم الرجوع إلى العلماء
(খ) ইসলামী জ্ঞানের অপর্যাপ্ততা, অপরিপক্কতা এবং বিজ্ঞ আলিমগণের শরণাপন্ন না হওয়া।

১. মূর্খতা ও শরঈ জ্ঞানের স্বল্পতা।

২. জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে হক না হক যাচাই বাছাই না করা।

৩. শরঈ জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য আলেমেদের থেকে ইসলামী জ্ঞানার্জন না করা।

৪. সঠিক জ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এমন ধর্মাবেগ।

৫. আল্লাহর প্রতি ভয়ের স্বল্পতা এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা রেখার মধ্যে না থাকা। বিশেষ করে আল্লাহভীরু গভীর ইলমের অধিকারী আলিমগণ দ্বারা কোন বিষয়ের হুকুম স্পষ্ট হওয়ার পরে তা লঙ্ঘন করা।

৬. আলিমগণের ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে প্রাথমিক স্তরের জ্ঞানান্বেষণকারী ছাত্রদের নিজে নিজে ইজতিহাদ করা।[৬০]

ثالثا: الأفكار التطرفية الناشئة من قلة العلم
(গ) জ্ঞানের অপরিপক্কতা থেকে চরম চিন্তাধারা

১. শাসকগোষ্ঠীকে ঢালাওভাবে মুসলিম মনে না করা এবং তাদেরকে মুনাফিক বলে আখ্যা দেয়া।

২. সরকার বা শাসকের নেতৃত্ব হতে বেরিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করাকে ধর্মের চূড়ান্ত অংশ মনে করা।

৩. প্রকৃত ইসলামী জিহাদের মর্মার্থ, প্রেক্ষাপট, ধরণ ও স্থান কাল-পাত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা।

৪. কাবীরাহ গুনাহের সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরকে অমুসলিম হিসেবে গণ্য করা (যা সম্পূর্ণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদাহ বিরোধী)। কারন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত স্পষ্ট কুফর ও শির্কে জড়িত হওয়া ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে ইসলাম থেকে বের করে না।

আল-কুরআনও এর সাক্ষী:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে কিন্তু ক্ষমা করেন এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন।[৬১]

---

৬০. বারাআতুল ইসলাম মিন কাতলিল আবরিয়া, পৃ: ৭-৯।
৬১. সূরা নিসা: ৪৮।

رابعا : الأسباب البيئية

(ঘ) পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক কারণসমূহ

১। বাংলাদেশে যেসব অধিক তৎপর ও ক্ষতিকর ধর্মীয় সন্ত্রাসীগোষ্ঠি এক্ষেত্রে বেশী ভূমিকা পালনকারী তারা প্রায় দেখা যায় সৌদি বংশদ্ভূত উসামা বিন লাদেনের আল কায়েদা ও পরবর্তীতে সারা বিশ্বে জিহাদের নামে চকমপ্রদানকারী আই.এস এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এইজন্য (জিহাদ কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া) তাদের বাকী সমস্ত ধর্মীয় আক্বীদা বিশ্বাস ও আমল-ইবাদতের পন্থা-পদ্ধতি মক্কা-মদীনার সাথে মিলে যায় এবং ভারত বর্ষ ও বাংলাদেশের আহলে হাদীস জনগোষ্ঠির সাথে মিলে। যার জন্য সরকারীভাবে মানব রচিত সংবিধান ও আইন-কানুন, পীর পূজা, মাজার-কবর পূজা, দরবার-দরগাহ ও খানকা কেন্দ্রিক যাবতীয় কার্যকলাপের প্রতি তারা বেশ ক্ষুব্ধ। সেনাবাহিনী থেকে যারা তাদের সাথে যোগ দেয় তারা উপরোক্ত বিষয়গুলোর সাথে যোগ করে শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ, স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনার ও পতাকার সম্মান-শ্রদ্ধা (পূজা)সহ উপরোক্ত কর্মকাণ্ডগুলোকেও তারা ধর্মের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদী তৎপরতা চালানোর কারণ ও অজুহাত বানায়।

অনেক সময় পীর-মাজারকে ও আইনজীবী ও বিচারকদেরকে টার্গেট বানায় এবং জয়পুরহাটের মাজারের পীর ও কয়েকজন খাদেমকে জবেহ করে হত্যার ঘটনা এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে।

আফগান ও তালেবান কেন্দ্রিক জঙ্গীরা তাদের চেয়ে একটু ভিন্ন এবং কিছুটা ঠাণ্ডা। তারা পীর-মুরিদী ও মাজার-কবরের প্রতি তেমন ক্ষুব্ধ নয় কিন্তু মানব রচিত বিধানের বিরুদ্ধে ভালই কঠোর। । (তাদের নামাজসহ অন্যান্য ইবাদত-আমল মক্কা-মদীনার সাথে মিলেও কম।জে.এমবিদের পূর্বে হুজি (হারাকাতুল জিহাদ) সংগঠন খুলে ব্যাপক তৎপরতার মাধ্যমে তাদের উত্থান ঘটার সাথে সাথে ব্যাণ্ড করে দেয়া হয়েছিল। আমার জানা মতে তাদের মধ্য থেকে একজনকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল (মুফতি আব্দুল হান্নান)। যে সমস্ত সন্ত্রাসীদের আক্বীদাহ্ বিশ্বাস, আমল-ইবাদত ছলাত, ছিয়াম মক্কা-মদীনার সাথে মিলে তারা এদেশের দেওবন্দী ও ব্রেলভী আলিম ওলামাদের দ্বারা মটিভেট করতে গেলে হীতে বিপরীত

হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। তাদেরকে মটিভেট করতে হলে সহীহ আক্বীদার বা আহলে হাদীস কোন আলেম দ্বারাই করতে হবে।

এই গুঢ় রহস্য না জানার কারণে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে ধরা পড়া জঙ্গিদেরকে অনেকে আহলে হাদীসের লোক মনে করে থাকে। মূলত এরা আহলে হাদীস ঘরানার নয়, বরং এরা প্রচন্ড আহলে হাদীস বিদ্বেষী হয়ে থাকে। এরা আহলে হাদীসদেরকে মুরজিয়া, মাদখালী, দরবারী, শাসকের পা চাটা দালাল ইত্যাদি বলে গালাগালি করে। শুধুমাত্র বাহ্যিক আমল আক্বীদায় মিল থাকায় এই জঙ্গীদেরকে আহলে হাদীস ভেবে অনেকেই ভুল করে থাকে। আর এই বিষয়টিকে সুযোগ হিসেবে গ্রহন করে আহলে হাদীসদের উপর জঙ্গীবাদের অপবাদ ও প্রপাগান্ডা চালায় এদেশের আহলে হাদীস বিদ্বেষী পীর, মাজার ও কবর পুজারী ব্রেলভী ও দেওবন্দী সম্প্রদায়। বাহ্যিক আমল আক্বীদায় মিল থাকলেই যদি এই অপবাদ দেয়া বৈধ হয়, তবে এদেশের হানাফী ধারার সন্ত্রাসী জিহাদী সংগঠন হরকাতুল জিহাদ (হুজি) এর সাথে তাদের আমল আক্বীদায় মিল থাকার কারনে তারাও তো এই অভিযোগে অভিযুক্ত হবে। দুঃখজনক বিষয় হল, ঢাকা মহানগরের ডিএমপি পুলিশ কমিশনার মহাম্মদ শফীকুল ইসলাম আহলে হাদীসদেরকে অপবাদ দিয়ে এরুপ বিভ্রান্তিকর বক্তব্য প্রদান করেছেন। অবশ্য উনি ব্রেলভী সুন্নী ঘরানার লোক বলে পরিচয়ও দিয়েছে।

২। বহির্বিশ্বে ও দেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী ইসলামের দুশমনরা বাংলাদেশের গণবিচ্ছিন্ন ধর্মীয় লেবাসধারী একটা ইঁচড়ে পাকা শ্রেণীকে বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ব্যবহার করে উক্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে থাকতে পারে।

৩। বোমা ও গ্রেনেড তৈরী করার সরঞ্জমাদির সহজ লভ্যতা, বিনা বাধায় দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ ও ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে জড়িত লোকদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা এবং দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত বেআইনী কর্যক্রম অব্যাহত থাকার ফলে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের বেপরোয়া গতি সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে।

৪। মুসলিম সমাজে নাস্তিক্যতা ও নাস্তিক্যবাদিদের দৌরাত্ম বেড়ে যাওয়া এবং সরকারীভাবে তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দেয়ার ফলে ইসলাম পন্থীদের মাঝে ক্ষোভ সৃষ্টি ও বৃদ্ধি পাওয়া।

৫। বাংলাদেশের দেশাত্মবোধ ও ধর্মীয় মূল্যবোধে যারা বিশ্বাসী নয়, তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনে উক্ত সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংঘটিত করা

হতে পারে। যারা ইসলামকে নিপাত করার জন্য বিদেশী প্রভুদের খুদ কুড়া খেয়ে ইসলামী আদর্শের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে এবং ইসলাম ও ইসলামী নেতৃত্ব এবং ইসলামী প্রতিষ্ঠানকে জনসম্মুখে ও বিশ্বময় কলঙ্কিত করতে চাচ্ছে, উক্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও বোমাবাজীতে তাদের কালো হাত থাকতে পারে।

مفاسد وأضرار النشاطات الإرهابية
জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ক্ষতি ও ভয়াবহ পরিণতি

১. প্রভাবশালী অমুসলিম দেশ কর্তৃক প্রভাব বিস্তার ও আগ্রাসনের সুযোগ সৃষ্টি হয় যাতে দেশ ও জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়।

২. ইসলাম ও ইসলামী দাওয়াত এবং ইসলামী জনকল্যাণমূলক সংস্থাসমূহ কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

৩. প্রকৃত ইসলামী জাগরণ বাধাগ্রস্থ হয়।

৪. ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যক্রম ও অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে।

৫. ইসলামী শিক্ষা পাঠ্যক্রমকে ত্রুটিযুক্ত ও দোষারোপ করা হয়।

৬. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়।

৭. স্বাভাবিক ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে আলেম ওলামাগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন।

৮. মুসলিমদের মাঝে আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়ে তাদের মধ্যেকার ঐক্য বিনষ্ট হয়।

৯. ইসলাম বিদ্বেষী প্রচার মাধ্যমগুলো ইসলাম, ইসলামী জিহাদ ও সেবামূলক কল্যাণমুখী কাজ বিকৃত করে তুলে ধরার সুযোগ পায়।

১০. দেশের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পায়।[৬২]

১১. জিহাদের নামে পরিচালিত নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ইসলামী জিহাদকেই কলুষিত ও ক্ষতিগ্রস্থ করে থাকে।

---

৬২. বারাআতুল ইসলাম মিন কাতলিল আবরিয়া, পৃঃ ৭-৯।

محاربة الإرهاب وحماية المجتمع
জঙ্গিবাদের প্রতিকারের উপায়

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমন ও নির্মূল করতে হলে সরকারী ও বেসরকারী সকল দল ও মহলকে এর জন্য কার্যকারী ভূমিকা রাখতে হবে। নিম্নে বিভিন্ন দল ও মহলের কিছু ভুমিকা উল্লেখ করা হলঃ

(أ) دور الحكومة والأحزاب السياسية

প্রথমতঃ সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা

১. জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সরকারী দল ও সকল বিরোধী দলের মাঝে জনগণকে নিয়ে ঐক্যমত্য গড়ে তোলা।

২. সকল আলেম ওলামা ও জ্ঞানীজন এবং প্রচারণার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে, দেশে কোন নতুন মতাদর্শের আবির্ভাব হচ্ছে কিনা এ ব্যাপারে সরকারী তত্ত্বাবধানে সারাদেশব্যাপী মনিটরিং কমিটি গঠন করা।

৩. সন্ত্রাসীদের অর্থ সম্পদ ও অস্ত্র-শস্ত্র জোগানদাতাদের চিহ্নিত করা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্দেহজনক লেনদেনসমূহ কঠোরভাবে দ্রুত তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪. সকল প্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ এবং মসজিদের ইমামদেরকে নিয়ে জেলা ভিত্তিক সন্ত্রাসীদের চিন্তাধারা ও যুক্তি খণ্ডনকল্পে বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স ও সেমিনারের ব্যবস্থা করা।

৫. আটককৃত জঙ্গিবাদীদেরকে মদদ দাতা ও আশ্রয়-প্রশয় দাতাদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধেও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যে কোন দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতা, মদদ দাতা প্রমাণিত হলে তার পক্ষে কোন প্রকারের দলীয় অবস্থান গ্রহণ না করে তাকে বিচারের আওতায় আনা।

৬. সরাসরি সরকারী প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে বর্তমান সময়ে সারা দেশব্যাপী কার স্থান কোথায়, কি করে এবং কতদিন হতে বাড়িতে নেই, সাধারণ লোকদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সন্ত্রাসীদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করা।

(ب) دور الأسرة
দ্বিতীয়তঃ পরিবারের ভূমিকা

১. পিতা-মাতা কর্তৃক তাদের সন্তানদের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং এরূপ সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড হতে বিরত রাখা।

২. ধর্মীয় বিষয়ে প্রকৃত পক্ষে ইসলাম সম্পর্কে গভীর ও পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী আলেমদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য সন্তানদের প্রতি বিশেষ তাগীদ দেয়া।

৩. সন্তানেরা যে সমস্ত বন্ধু-বান্ধবের সাথে চলাফেরা করে তাদের মতি-গতি, দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে হবে। তাকে সন্ত্রাসী ও সন্দেহভাজনদের সাথে চলাফেরা করতে দেয়া যাবে না।

৪. পিতা-মাতাদেরকে সন্তানরা কোথায় কি করে এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য বাড়ির বাইরে থাকলে তার খবরদারী করতে হবে।

(ج) دور الجهات الإعلامية
তৃতীয়তঃ প্রচার বিষয়ক কর্তৃপক্ষের ভূমিকা

১. দেশের ধর্ম ও তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্নমুখী সন্ত্রাস বিরোধী কর্মসূচী গ্রহণ করা। যেমন- পুস্তক, পোস্টার, লিফলেট, হ্যাণ্ডবিল, স্টীকার বিতরণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে গণসচেতনতা গড়ে তোলা।

২. দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পেপার-পত্রিকার মাধ্যমে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে গঠনমূলক ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে গণ সচেতনতা গড়ে তোলা।

৩. সরকারী ও বেসরকারী বেতারকেন্দ্র ও বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে জঙ্গি ও সন্ত্রাস বিরোধী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

(د) دور المؤسسات التعليمية
চতুর্থতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা

১. সকল প্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি স্তরের ছাত্র/ছাত্রীদের সন্ত্রাস সম্পর্কে ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যে বিষয়টি সিলেবাসভূক্ত করা।

২. শিক্ষকগণ কর্তৃক কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ককারী বক্তব্য প্রদান করা।

৩. সন্ত্রাসবাদ বনাম ইসলাম বিষয়ে বিতর্ক ও প্রবন্ধ রচনার উপর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

৪. জঙ্গিবাদীদের উপস্থাপিত বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ ও সংশয় খণ্ডনের জন্য নাটিকা ও বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

(ه) دور العلماء والمتعلمين
পঞ্চমতঃ আলেম-ওলামাগণ ও শিক্ষিত সমাজের ভূমিকা

১. সকল আলেম-ওলামা ও জ্ঞানীজন এবং প্রচারণার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে দেশে কোন নতুন মতাদর্শের আবির্ভাব হচ্ছে কিনা এ ব্যাপারে দেশের প্রতিটি গ্রাম ও মহল্লার অধিবাসীদের সচেতন করে তোলা।

২. বই, পুস্তক, লিফলেট ও প্রবন্ধ রচনা করে ছাপিয়ে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে বিরতণ করার ব্যবস্থা করা।

৩. মসজিদে খুৎবাহর ভিতরে এবং বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথা বলা।

(و) دور المجتمع
ষষ্ঠতঃ সমাজের ভূমিকা

১. এলাকায় অপরিচিত লোক দেখলে প্রত্যেকে নিজ দায়িত্বে তার সাথে কথা বলে তার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা। সন্দেহজনক কোন কিছু পরিলক্ষিত হলে আঞ্চলিক প্রশাসনকে অবগত করা।

২. দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় দেশের ব্যাপক জনপ্রিয় অভিজ্ঞ আলেমদের অংশগ্রহণে ওয়াজ মহাফিলের আয়োজন করে সন্ত্রাস বিরোধী আলোচনার মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

বাড়ির মালিকদের বাড়ী ভাড়ার ব্যাপারে নিজ এলাকার সরকারী নিরাপত্তা প্রতিনিধির সাথে খবরদারীর পর বাড়ি ভাড়া দেয়া। কেননা জঙ্গিরা প্রত্যেকেই তার নিজস্ব এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় কাজ করে। যার ফলে সন্ত্রাস ঘটিত এলাকার স্থানীয় আলেম ও সাধারণ লোকেরা পুলিশি হয়রানী ও নির্যাতনের শিকার হয়। এ সুযোগে প্রকৃত অপরাধীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। আর এ হয়রানিমূলক আচরণের ভয়ে অনেক নিরাপরাধ স্থানীয় ব্যক্তিরা নিজ গৃহে থাকতে পারে না। আর তারা পুলিশি হয়রানী হতে নিজেকে বাঁচানোর জন্য নীজ গৃহ ত্যাগকেই পুলিশ সন্ত্রাসের সাথে জড়িত হিসেবে চিহ্নিত করে।

উল্লেখ্য স্থানীয় কিছু লোক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত শত্রুতা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে প্রশাসনের উপর তার নিজ প্রভাব খাটিয়েও অনেককে বিপদে ফেলার চেষ্টায় রত আছে। এ অবস্থা চলার কারণে সাধারণ নিরাপরাধ মানুষ সরকার বিদ্বেষী হয়ে উঠতে পারে।

(ز) دور الجمعيات الخيرية
সপ্তমতঃ এনজিও সমূহের ভূমিকা

১. সহায়তার নামে কোন সন্ত্রাসী ও জঙ্গির হাতে যেন অর্থ না যায় এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা।

২. বৈদেশিক এনজিওগুলো যেন দেশ ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোন্দল লাগানোর জন্য সন্ত্রাসীদের আশ্রয় প্রশয় না দেয়।

৩. বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বই পুস্তক ও প্রচারপত্র, সেমিনার এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৪. যে কোন পদে নিয়োগের পূর্বে তদন্ত ও যাচাই করা, এটা জানার জন্য যে, কোন চরমপন্থী দলের সাথে তার সম্পর্ক আছে কিনা?

৫. সন্ত্রাস দমন ও নির্মূলের ব্যাপারে সরকারকে যথাসম্ভব সাহায্য করা এবং সরকারের নিকট সাহায্য সহযোগিতা নেয়া।

أقوال العلماء في التحذير من الأنشطة الإرهابية
সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে ওলামাদের থেকে উদ্ধৃত সতর্ক বাণী

أولا: علماء العرب
প্রথমত: কতিপয় আরব আলিমগণের বাণী

সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয ইবনু আবদিল্লাহ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর পথে দা'ওয়াত হতে হবে উত্তম পন্থা অবলম্বনের দ্বারা। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ﷺ কুরআন ও হাদীসে যা উল্লেখ করেছেন তার সারমর্ম এই যে, আল্লাহর পথে দাওয়াতের মাধ্যম হচ্ছে উপদেশ প্রদান, বক্তব্য উপস্থাপন, উৎসাহ দান ও আল্লা ভীতি সৃষ্টি করা, যেমনভাবে নবী ﷺ ও তাঁর সাথীগণ মক্কায় তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে করেছিলেন। তারা অস্ত্রের মাধ্যমে লোকদেরকে দাওয়াত প্রদান করেননি। গুপ্ত হত্যা অথবা মারপিটের মাধ্যমে দাওয়াতী কার্যক্রমকে তরান্বিত করা নবী ﷺ ও তাঁর সঙ্গীগণের সুন্নাতী তরীকা নয়। (সৌদী আরবের বৃহৎ ওলামা পরিষদের ফতোয়া এটিই)।

ড. সালেহ ইবনু ফাওযান আল- ফাওযান হাফিযাহুল্লাহ বলেন, কা'ব বিন আশারাফের হত্যার ঘটনায় গুপ্ত হত্যা জায়েয বা বৈধ হওয়ার দলীল মিলে না। কারণ কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করা হয়েছিল রাসূল ﷺ-এর নির্দেশক্রমে যিনি ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান। কা'বের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি হয়েছিল, কিন্তু তার পক্ষ হতে নিরাপত্তা চুক্তি লঙ্ঘিত হওয়ায়, মুসলমানদেরকে তার অনিষ্টতা হতে রক্ষার জন্য তাকে হত্যা করা বৈধ হয়েছিল। তাকে হত্যার বিষয়টি রাষ্ট্রের পরিচালককে বাদ দিয়ে অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষ হতে ছিল না। যেমনটি বর্তমান যুগের গুপ্ত হত্যাগুলোর ক্ষেত্রে ঘটছে। ইসলাম ও মুসলমানদের ভাগ্যে অভাবনীয় ক্ষতি সাধনের আশঙ্কা থাকায় এরূপ তৎপরতাকে ইসলাম আদৌ সমর্থন করে না।

প্রাজ্ঞ আলেমদের সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত

সৌদি আরবের বিজ্ঞ ওলামা পরিষদ দৃঢ়তার সাথে জানিয়েছেন যে, কোন দেশে নিরাপরাধ লোকদের হত্যা, বাসস্থান, যানবাহন, সরকারী বিভিন্ন অফিস আদালতে বোমা হামলা চালিয়ে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে ধ্বংস করা অপরাধমূলক কাজ। ইসলাম, আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী প্রত্যেক মুসলিম এরূপ অপকর্ম হতে মুক্ত। বিপথগামীদের চিন্তা- চেতনা ও ভুল আক্বীদার অধিকারী ব্যক্তিরাই এ ধরণের অপতৎপরতা চালায়। অতএব, তারাই এ কর্মের গুনাহ ও অপরাধ বহন করবে। তাদের এ কর্মকে কিতাব ও সুন্নাহর ধারক বাহক হিদায়াত প্রাপ্ত মুসলিমদের কর্ম হিসেবে গণ্য করা যায় না।

ওলামা-মাশায়েখদের ফাতওয়া বোর্ড কুফর আখ্যা দানের ব্যাপারে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। তাদেরকে সমর্থন করা মানে লুণ্ঠন করাকে বৈধতা প্রদান করা হয় এবং উন্নয়নমূলক কর্ম তৎপরতাকে ধ্বংস করা হয়। এরূপ কর্মকাণ্ড সকল মুসলিমগণের ঐক্যমতে হরাম।[৬৩]

ثانيا: علماء بنغلاديش

দ্বিতীয়তঃ কতিপয় বাংলাদেশী আলেমগণের বক্তব্য

সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, চরমপন্থা ও বোমাবাজি প্রসঙ্গে দেশবরেণ্য আলিম উলামাগণের অভিমত, বক্তৃতা ও বিবৃতি (সংকলন)

(এ শিরোনামে লিখিত মিসবাহ্ ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত বই থেকে উদ্ধৃত।)

মাওলানা উবায়দুল হক

খতীব, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ

"আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে কোন মানুষকে মারা বা কোন নাগরিককে হত্যা করা ইসলামী শরীয়ত সমর্থন করে না। যারা আত্মঘাতী বোমা হামলা

৬৩. সাপ্তাহিক আল ফুরকান, সংখ্যাঃ ২১৫ মার্চ, ২০০৩।

করে তারা ইসলামের নামে ইসলামী আইন অমান্য করছে। ইসলামী আইন অনুযায়ী এসব কর্মকাণ্ড শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ কাজের মাধ্যমে শহীদ হওয়া বা জেহাদ করা শরীয়তসম্মত নয়। যারা এসব করছে তাদের দমন করা সরকারের কর্তব্য।"

মুফতী আবদুর রহমান

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা। চেয়ারম্যান, উত্তরবঙ্গ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড

"ইদানীং আলিম-উলামা, মসজিদ-মাদরাসা এবং টুপি-দাড়িওয়ালা লোকদের সাথে সন্ত্রাসের সম্পর্ক স্থাপনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই দেশের সত্যিকার আলিম-উলামা, মসজিদ-মাদরাসা ও টুপি-দাড়িওয়ালা লোকদের সাথে বোমাবাজি, সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কাজের কোন সম্পর্ক নেই। বরং কিছু লোক তাদের অপকর্ম পরিচালনার জন্য আলিম-উলামাদের বেশভূষা ধারণ করেছেন। এরা আলিম নয়; জালিম। ইসলাম ও আলিম উলামাদের ভাব-মূর্তি ক্ষুন্ন করার জন্যই এরা এসব কাজ করে থাকতে পারেন।"

শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক

জামিয়া রহমানিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

"দেশের শান্তিশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং ইসলামকে কলুষিত করার জন্য আজ সারাদেশে বারবার বোমা হামলা চালানো হচ্ছে। ইসলামের নামে যে যারা এ বোমা হামলার সাথে জড়িত তারা ইসলামের দুশমন।"

মুফতী ফজলুল হক আমিনী

প্রিন্সিপাল, লালবাগ ও বড়কাটারা মাদরাসা, ঢাকা।

"ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। কোন ধরনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ইসলাম কখনও সমর্থন করে না। ইসলামে কোন অপরাধের স্থান নেই। যারা ইসলামের নাম ব্যবহার করে বোমাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের, মুসলমানদের শত্রু"।

মাওলানা মুহিউদ্দিন খান

সম্পাদক, মাসিক মদীনা।

"ইসলামের নামে বোমাবাজি, আত্মঘাতী বোমা হামলা ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে নিরীহ ও নির্দোষ মানুষ মারার বৈধতা ইসলামে নেই। ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের সন্ত্রাসের কোন নজির নেই। ইসলাম বিরোধী এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে যারা ইসলামী বলে প্রচার করছে তারা ইসলামের শত্রু। যারা ব্যবহৃত হচ্ছে তারা বিভ্রান্ত। যারা এ কাজ করাচ্ছে তারা ইসলাম বিরোধী শক্তির দোসর।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

১। "বোমাবাজ চক্রের সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। তারা যে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই।"

২। "নিরীহ মানুষ হত্যা করে বেহেশতে যাওয়া যায় না। বোমা মেরে মানুষ হত্যাকারীদের স্থান জাহান্নামেই হবে।"

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

এমপি, মুফাচ্ছিরে কুরআন, ঢাকা।

"আত্মঘাতী বোমা হামলার নামে যারা যুবকদের আত্মহত্যায় উদ্বুদ্ধ এবং বিচারক, আইনজীবি, পুলিশ, সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষ হত্যার জন্য অনুপ্রাণিত করছে তাদের খুঁজে বের করতে হবে। সন্ত্রাসী ও জঙ্গিদের গোড়াসুদ্ধ উপড়ে ফেলার জন্যে সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে।"

মাওলানা শাব্বির আহমদ মোমতাজী।

মহাসচিব, জমিয়াতুল মোদাররেছীন।

ইসলামে সন্ত্রাস ও বোমাবাজি করে মানুষ হত্যার স্বীকৃতি নেই। যারা ইসলামের নামে সন্ত্রাস, বোমাবাজি ও আত্মঘাতী বোমা হামলা করে এবং যারা করায় তারা সবাই ইসলামের শত্রু।

মাওলানা হাবিবুর রহমান

মুহতামীম, সিলেট কাজীর বাজার মাদরাসা।

"ইসলামের বিধানের বাইরে একটি প্রাণী হত্যা করার অধিকারও ইসলাম দেয়নি। ইসলামের নামে বোমাবাজি, সন্ত্রাস ও আত্মঘাতী বোমা হামলা সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী। সন্ত্রাস করে, বোমাবাজি করে দ্বীন ইসলাম কায়েমও হবে না, শহীদও হওয়া যাবে না, বেহেস্ত পাওয়ার প্রশ্নই আসে না।"

মাওলানা আহমদ শফী, প্রিন্সিপাল, হাটহাজারী মাদরাসা।

মাওলানা আবদুল হালিম বোখারী, মহাপরিচালক, পটিয়া মাদরাসা।

মাওলানা সুলতান জওক নদভী, মহাপরিচালক, দারুল মা'আরিফ, চট্টগ্রাম।

- কওমি মাদরাসার ছাত্ররা কোন রাজনীতি করে না, তাদের কাজ লেখাপড়া করা।
- তথাকথিত জেএমবি জঙ্গিরা ইসলামের দুশমন।
- একটি মুসলিম দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে এবং জান্নাতের আশায় বোমা হামলা করে মানুষ হত্যা করা হারাম।
- মাদরাসা থেকে জঙ্গি-সন্ত্রাসী বের হয় না; বরং মাদরাসা হচ্ছে সৎ নাগরিক গড়ার অনন্য এক প্রতিষ্ঠান।

প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আমীর, আহলে হাদীস আন্দোলন বাংলাদেশ।

"জিহাদ-এর অপব্যাখ্যা করে শান্ত একটি দেশে বুলেটের মাধ্যমে রক্তগঙ্গা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখানো জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। অনুরূপভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদের প্রস্তুতির ধোঁকা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কোন নিরাপদ পরিবেশে অস্ত্র চালনা ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ সরলমনা তরুণদেরকে ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে আটকিয়ে ধ্বংস করার চক্রান্ত মাত্র।[৬৪]

৬৪. ডঃ গালিব রচিত 'ইক্বামতে দ্বীন', পৃঃ ২৭।

(৪/১২/২০০৫) আর,আই,এইচ,এস এর অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় এবং মসজিদ কাউন্সিল এর পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত সেমিনারে অংশ গ্রহণকারী উলামায়ে কেরামের বক্তব্যঃ

১। **মাওলানা উবায়দুল হক**, খতীব, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ

২। **মুহতারাম সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন জাফরী**, প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল জামিয়াহ কাসিমিয়াহ নরসিংদী, বাংলাদেশ ইসলামী ইউনিভার্সিটি এর সেক্রেটারী জেনারেল। ধর্মীয় ভাষ্যকার এটিএন বাংলা।

৩। **মুহতারাম আবুল কালাম আযাদ**, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মসজিদ কাউন্সিল ফর কমিউনিটি এ্যাডভান্সমেন্ট ও ধর্মীয় ভাষ্যকার এনটিভি ।

৪। **মাওলানা সাঈদ আহমাদ মুজাদ্দিদী**, সেক্রেটারী জেনারেল জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিল বাংলাদেশ, মুহাদ্দিস জামিয়াহ কাসিমিয়াহ, নরসিংদী।

৫। **আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম**, পরিচালক দাওয়াহ বিভাগ। রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি, কুয়েত, বাংলাদেশ অফিস।

৬। **মাওলানা যাইনুল আবেদীন**, প্রিন্সিপাল তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা ও সভাপতি মসজিদ মিশন বাংলাদেশ।

৭। **মাওলানা আব্দুল লতীফ**। তাবলীগ সম্পাদক, আহলে হাদীস আন্দোলন বাংলাদেশ।

তাঁরা সকলেই তথাকথিত জিহাদের নামে পরিচালিত বোমা হামলা, হুমকি ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডকে নিছক সন্ত্রাসী কাজ বলে অভিহিত করেন। তারা বলেন, এ ধরনের কর্মকাণ্ড ইসলাম বিদ্বেষী অপশক্তি ও অমুসলিমদের নিকট ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াসমাত্র। তারা আরো বলেন, ইসলাম মানুষ হত্যা ও জোর জুলুমের মাধ্যমে কায়েম হয়নি। ইসলাম কায়েম হয়েছে সুমিষ্ট ভাষায় প্রজ্ঞা ও যুক্তিভিত্তিক অহীর ব্যাপক দাওয়াতের মাধ্যমে। কুফর প্রতিপন্ন করে মানুষ হত্যা করা খারেজী সম্প্রদায়ের স্বভাব।

যে ব্যক্তি ইসলামকে তার মহান ভিত্তি, মজবুত নীতিমালা ও প্রজ্ঞাময় দিক নির্দেশনা সহ জেনেছে সে সঠিকভাবে অনুভব করতে পারবে যে, ইসলাম আর জঙ্গিবাদীদের কর্মকাণ্ডের মাঝে কত পার্থক্য। ইসলামী শরীয়তে এরূপ কাজ করা সম্পূর্ণ হারাম।।

অতএব, এ অন্যায় কাজকে দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ নয়। এমনিভাবে ধর্মভীরুদেরকেও এর সাথে সংযুক্ত করা অবৈধ। এ কারণে স্থায়িত্ব দানকারী কর্মসূচী "সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ" এর মর্যাদা ক্ষুন্ন করা অথবা ইসলামী শিক্ষার কারিকুলামকে দোষারোপ করা ঠিক হবে না। বরং এ অন্যায় কাজে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা অতি নগণ্য। যারা এসমস্ত কাজ করে বা এ কাজে সহযোগিতা করে তারাই এই অপরাধের দায় বহন করবে।

"একজনের অপরাধের দায়ভার অন্যজন বহন করবে না"।[৬৫] ইসলাম এরূপ কাজ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

একমাত্র আল্লাহর কাছেই কল্যাণমূলক কাজের তাওফীক কামনা করি। তিনি যেন আমাদেরকে সরল পথ দেখান। একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য ফিতনার গোমরাহী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমরা আল্লাহর কাছে আরও প্রার্থনা করি তিনি যেন মুসলমানদের নিরাপত্তা ও ঈমানের হিফাযত করেন এবং তিনি যেন নিজ দয়া ও অনুগ্রহে তাদের উপর থেকে সকল প্রকার অকল্যাণ ও ফিতনা দূরিভুত করেন। তিনিই দু'আ শ্রবণকারী ও দু'আ গ্রহণকারী।

---

৬৫. বনী ইসরাইলঃ ১৫।

الفصل الثاني: خطورة الخروج على الحكام
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ রাষ্ট্রীয় শাসক ও দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধাচারণ করার ভয়াবহতা

শাসকের প্রয়োজনীয়তাঃ أهمية نصب ولاة الأمور

আমরা যদি মানব ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব দুনিয়া সৃষ্টির আদিকাল থেকে অদ্যাবধি ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে কোন সম্প্রদায়ই নেতৃত্বের গন্ডির বাইরে ছিলো না। এমনকি প্রতিটি জীব-জন্তুও নেতৃত্বের আনুগত্য করে চলে। আমরাও বাংলাদেশের জনগণ যেখানে শতকরা ৯৫% মুসলমান সেই চিরাচরিত নীতির বহির্ভূত নই। আমাদের দেশেও রাষ্ট্র পরিচালক আছেন, তার একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রশাসন আছে। তারাও আমাদের মুসলিম পরিবারেরই সন্তান। বুঝ ও জ্ঞানের অভাবে হয়তো অনেক ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের সাথে জড়িত।

মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষা ও সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে এবং বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ ও অপরাধীদেরকে ভীতি ও শাস্তি প্রদানের জন্য রাষ্ট্রীয় শাসকদের একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾

আল্লাহ যদি একজনকে অপরজন দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিপর্যস্ত হয়ে যেতো।[৬৬]

উক্ত আয়াতের ভাষ্যে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ যদি পৃথিবীতে দুর্বলের পক্ষে শক্তিশালীকে প্রতিহত এবং যালিম কর্তৃক মাজলুম ব্যক্তির উপর অত্যাচার, দমন ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাকল্পে শাসক নিয়োগ না করতেন, তাহলে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা থাকতো না বরং পৃথিবী ও তার অধিবাসীদের মাঝে ফেতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হতো।[৬৭]

---

৬৬. সূরা বাকারা: ২৫১।
৬৭. মুয়ামালাতুল হুকাম: ৫৪-৫৫।

উসমান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহ তাআলা কুরআনের দ্বারা যে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দমন করেন, তার চেয়েও অধিক দমন করেন শাসকের দ্বারা।[৬৮]

অতএব, আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে যারা আছেন তাদের সাথে তাদের অধীনে বসবাসরত জনগণের সম্পর্ক কিরূপ হতে হবে এবং আমরা মুসলিম হিসেবে কুরআন হাদীসে এ সম্পর্কে কি বলা হয়েছে তা জানা একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য মনে করি।

أولا: حقوق الولاة على الرعية
প্রথমতঃ জনগণের প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিচালকদের অধিকার

১। পাপের কাজ ব্যতীত সর্বক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা জরুরীঃ আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে তাঁর ও তদ্বীয় রাসূলের আনুগত্যের পরেই রাষ্ট্র পরিচালকের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। যথা:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর তদ্বীয় রাসূলের এবং তোমাদের দায়িত্বশীলদের।[৬৯]

আমরা হাদীসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখছি নবী ﷺ উবাদাহ ইবনুস সামেতকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'তুমি (শাসকের কথা) শ্রবণ কর এবং তার আনুগত্য কর, যদিও সে (শাসক) কালো বর্ণের বিকলাঙ্গ/প্রতিবন্ধী হয়।[৭০]

রাসূল ﷺ আরও বলেছেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ».

---

৬৮. মুয়ামালাতুল হুকাম, পৃঃ ৪৯ তাহযীরুর রিয়াসাহ ওয়া তারতীবুস সিয়াসাহ, পৃঃ ৯৫।
৬৯. সূরা নিসা: ৫৯।
৭০. সহীহ মুসলিম: ১৮৬৭।

কোন ব্যক্তি পছন্দ করুক আর অপছন্দ করুক তার প্রতি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলের নির্দেশ শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করা ওয়াজিব। তবে তারা কোন ব্যাপারে আল্লাহর অবাধ্য হবার নির্দেশ দিলে সে ব্যাপারে তাদের কথা শ্রবণ করা যাবে না, আনুগত্যও করা যাবে না।[৭১]

রাসূল ﷺ বলেছেন:

وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي.

যে নেতার আনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করল, যে নেতার অবাধ্য হল সে আমারই অবাধ্য হল।[৭২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল ﷺ যখন উল্লেখ করলেন যে, নেতারা কিছু ভালো কাজও করবে আবার মন্দ কাজও করবে, তখন সাহাবীগণ বললেন, এমতাবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি ﷺ বললেন, তাদেরকে তাদের প্রাপ্য (অর্থাৎ আনুগত্য) প্রদান কর আর তোমাদের প্রাপ্য আল্লাহর নিকট হতে চেয়ে নাও।[৭৩]

منع الخروج على حكام الدولة إلا بشروط

২। শর্তসাপেক্ষ ছাড়া সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা নাজায়েয

রাসূল ﷺ বলেন:

أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ.

সাবধান! কোন ব্যক্তিকে যখন কারো উপর দায়িত্বশীল বানানো হবে, অতঃপর সে দায়িত্বশীল ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কিছু করে। তাহলে

৭১. হাদীসটি ইমাম মুসলিম: ১৮৩৯, আবু দাউদ: ২৬২৬ ও নাসাঈ ইবনু উমার (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।
৭২. সহীহ মুসলিম: ১৮৩৫।
৭৩. হাদীসটি বুখারী হা: ৩৬০৩ ও ইমাম মুসলিম হযরত ইবনু মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন হা: ১৮৪৩।

সে আল্লাহর অবাধ্যতাকেই ঘৃণা করবে, কোন ক্রমেই তার (দায়িত্বশীলের) থেকে আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিবে না।[৭৪]

উবাদাহ ইবনুস সামেত ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ.

আমরা খুশিতে, অখুশিতে এবং আমাদের অসচ্ছলতায় ও সচ্ছলতায় এবং আমাদের উপর নিজেকে বা অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রেও দায়িত্বশীলদের কথা শ্রবণ করা ও তাঁদের আনুগত্য করার উপর রাসূল ﷺ-এর নিকট শপথ (বাইআত) গ্রহণ করেছিলাম। আরও শপথ নিয়েছিলাম দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির দায়িত্ব ছিনিয়ে না নেয়ার ব্যাপারে।[৭৫]

রাসূল ﷺ বলেন :

«إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»

তবে যদি তোমরা রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদের নিকট সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর সাথে কুফরী করা দেখতে পাও, যে ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ্য থেকে আসা স্পষ্ট দলীল রয়েছে (তাহলে ভিন্ন ব্যাপার, অর্থাৎ তাদের আনুগত্য করবে না)।[৭৬]

অতএব, উপরোক্ত হাদীস হতে আমরা বুঝলাম যে, শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম- যা ইসলাম সমর্থন করে না। তবে শাসক যদি আল্লাহর নাফারমানী করার নির্দেশ দেয় তাহলে সে ব্যাপারে তার আনুগত্য করতে নবী ﷺ নিষেধ করেছেন। যেমন রাসূল ﷺ বলেন,

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

আল্লাহর নাফারমানীর ক্ষেত্রে কারো আনুগত্য চলে না। আনুগত্য শুধু ন্যায়ের ক্ষেত্রে।[৭৭]

৭৪. হাদীসটি সহীহ, ইমাম মুসলিম হা: ১৮৫৫, আহমাদ ও অন্যান্য বিদ্যানগণ বর্ণনা করেছেন।
৭৫. সহীহ মুসলিম: ১৭০৯।
৭৬. হাদীসটি ইমাম মুসলিম: ১৭০৯, নাসাঈ: ২/১৮০ ও ইবনু আবি আসেম বর্ণনা করেছেন।
৭৭. সহীহ বুখারী, হা: ৭২৫৭। মুসলিম হা: ১৮৪০, আবু দাউদ হা: ২৬২৫।

অতএব, উপরোক্ত হাদীস থেকে আমরা বুঝলাম যে, শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধাচারণ করা এবং তাদের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হারাম। যা কষ্মিনকালেও ইসলাম সমর্থন করে না।

ইমাম ত্বাহাবী ﷬ বলেনঃ

وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ

অর্থাৎ ইমাম আবু জা'ফার আত-তাহাবী ﷬ বলেনঃ 'যার উপর তলোয়ার উত্তোলন করা ওয়াজিব হয়েছে তাকে ব্যতীত মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাত এর কারো বিপক্ষে তলোয়ার (অস্ত্র) ব্যবহার আমরা বৈধ মনে করি না।'

তিনি আরও বলেনঃ

وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا، وَإِنْ جَارُوا، وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ، وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً، مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ، وَنَدْعُوا لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ

'আমরা আমাদের নেতা ও রাষ্ট্র প্রধানের বিরুদ্ধাচারণ করে তাদের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়াকেও বৈধ মনে করি না। যদিও তারা অত্যাচারী হয়। তাদের বিরুদ্ধে আমরা বদ দুআ করবো না। তাদের আনুগত্য হতে আমরা আমাদেরকে গুটিয়ে নিবো না। আমরা মনে করি তাদের আনুগত্য করা আল্লাহর আনুগত্য করার অন্তর্ভূক্ত এবং তাদের আনুগত্য করা ফরয । যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পাপ করার নির্দেশ না দিবে। তাদের সংশোধন ও সুস্থতার জন্য আমরা দুআ করবো।'[৭৮]

ইমাম নববী ﷬ বলেনঃ

أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق

আহলুস সুন্নাহগণ এ মর্মে ইজমা করেছেন যে, ফিসকের (গুনাহের) কারণে শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না।[৭৯]

৭৮. শারহু আক্বীদাহ আততাহাবীয়াহঃ ৪২৮।
৭৯. সহীহ মুসলিম ইমাম নববীর ব্যাখ্যাসহঃ ১২/২২৯।

বিদ্রোহ জায়িয হওয়ার জন্য মৌলিক শর্তাবলীঃ

মৌলিক শর্ত ২টি। যথাঃ

(১) ইসলামী সংবিধান চালু আছে এমন ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক যদি স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হয়, তাহলে ঐ সমাজ ও রাষ্ট্রের যারা তাওহীদ সুন্নাহর জ্ঞানে পরিপক্ক তারা উক্ত শাসকের স্থানে একজনকে ঠিক করে যারা বিদ্রোহ করার ক্ষমতা রাখে তাদেরকে নিয়ে বিদ্রোহ করে পূর্বের শাসককে সরিয়ে নতুনজনকে বসাবে। যদি সরানোর ক্ষমতা ও সম্ভাবনা না থাকে এবং আরো বিপর্যয় বাড়ার সম্ভাবনা থাকে তবে বিদ্রোহ করবে না।

যে দেশে পর্যাপ্ত মুসলিম আছে কিন্তু ইসলামী সংবিধান চালু নেই সেই দেশে (নামে মাত্র মুসলিম দেশগুলোতে) দাওয়াত দিতে হবে, বিদ্রোহ করা বোকামী।

(২) বিদ্রোহ করে সরানোর মত উপযুক্ত নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তি ও লোকবল এবং পর্যাপ্ত শক্তি সামর্থ্য থাকতে হবে। যদি এ শর্ত বিদ্যমান না থাকে তবে ইসলামের দৃষ্টিতে এরূপ বিদ্রোহ করা হারাম। কারণ এতে ইসলামের ও মুসলমানদের অবস্থা পূর্বের চেয়ে অকল্যাণজনক ও ক্ষতিকর হবে।

৩। তাদেরকে নসীহত করাঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ»

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা তিনটি বিষয়কে তোমাদের জন্য পছন্দ করেন এবং তিনটি বিষয়কে অপছন্দ করেন। পছন্দনীয় তিনটি বিষয় হচ্ছেঃ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রুজ্জুকে আঁকড়ে ধরবে, বিচ্ছিন্ন হবে না। তোমাদের প্রতি যাদেরকে আল্লাহ দায়িত্ব দান করেছেন তাদেরকে নসীহত করবে ও কল্যাণ কামনা করবে।[৮০]

৮০. সহীহ মুসলিমঃ ১৭১৫, মালেকঃ ১৮৬৩ ও মুসনাদে আহমাদঃ ৮৭৯৯; হাদীসের শব্দ মুসনাদে আহমাদের।

الدعاء لصلاحهم وعدم اللعن والدعاء عليهم

৪। তাদের পরিশুদ্ধির জন্য দুআ করা ও তাদের প্রতি বদ দু'আ ও অভিসম্পাত না করাঃ

«خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ،وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ»

নবী ﷺ বলেছেন: তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নেতা তারাই যাদেরকে তোমরা ভালবাসো আর তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে। তোমাদের জন্য তারা দুআ করে আর তোমরাও তাদের জন্য দুআ কর।[৮১]

قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: " فَانْصَحْ لِلسُّلْطَانِ وَأَكْثِرْ لَهُ مِنَ الدُّعَاءِ بِالصَّلَاحِ وَالرَّشَادِ بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْحُكْمِ، فَإِنَّهُمْ إِذَا صَلُحُوا صَلُحَ الْعِبَادُ بِصَلَاحِهِمْ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَدْعُوَ عَلَيْهِمْ بِاللَّعْنَةِ فَيَزْدَادُوا شَرًّا وَيَزْدَادَ الْبَلَاءُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَكِنِ ادْعُ لَهُمْ بِالتَّوْبَةِ فَيَتْرُكُوا الشَّرَّ فَيَرْتَفِعَ الْبَلَاءُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ.."

আবু ওসমান আয-যাহেদ রহিমাহুল্লাহ নামক তাবিঈ বলেনঃ তুমি শাসককে উপদেশ দান কর এবং তার কল্যাণ কামনা কর, তার পরিশুদ্ধি ও সঠিক পথে চলার জন্য দুআ কর...। সাবধান! তাদের উপরে অভিশাপের দুআ করো না। কারণ এতে তারা অধিক অমঙ্গলজনক হবে এবং মুসলমানদের বিপাদাপদ বৃদ্ধি পাবে। তাদের জন্য তাওবা কামনা করে দুআ করবে, এর ফলে হয়তো শাসক অমঙ্গলজনক কর্মকে পরিত্যাগ করবে এবং মুমিনদের উপর থেকে বিপদ অপসারিত হবে।[৮২]

৫। তাদের দোষত্রুটি প্রচার না করা এবং তাদেরকে গাল-মন্দ না করাঃ

قَالَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ لِهِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ: أَلَمْ تَسْمَعْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلْطَانٍ فَلَا يُبْدِهِ عَلَانِيَةً،

৮১. সহীহ মুসলিম: ১৮৫৫।
৮২. বাইহাক্বী শু'আবুল ঈমান: ৯/৪৯৮।

وَلَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَخْلُوا بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ»

হিশাম বিন হাকীমকে ইয়ায বিন গানাম বললেন, আপনি কি রাসূল ﷺ-এর কথা শুনেছেন? রাসূল ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় শাসককে কোন বিষয়ে উপদেশ দিতে চায় সে যেন তা প্রকাশ্যে না দেয়। বরং তার হাত ধরে নির্জনে নিয়ে উপদেশ দেয়। সে যদি গ্রহণ করে তবে তো ভালই, অন্যথায় তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সে আদায় করল।[৮৩]

تقديرهم وتوقيرهم وعدم إهانتهم

৬। তাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দান করা, অপদস্থ না করাঃ

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الدُّنْيَا، أَكْرَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الدُّنْيَا ، أَهَانَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

আবু বাকরাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবীকে বলতে শুনেছি, তিনি ﷺ বলেনঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শাসককে সম্মান করবে তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সম্মান দান করবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠি শাসককে অপদস্থ করবে আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন অপদস্থ করবেন।[৮৪]

الصبر على أذاهم وطاعتهم

৭। তাদের অত্যাচারের সময় ধৈর্যধারণ করা এবং তাদের আনুগত্যে অটল থাকাঃ

রাসূল ﷺ বলেছেন:

৮৩. যিলালিল জান্নাত, দ্বিতীয় খণ্ড, হা/১০৯৬।
৮৪. হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার কিতাব মুসনাদেঃ ২০৪৩৩, ২০৪৯৫ নম্বরে বর্ণনা করেছেন এবং আলবানী ৮ সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। সিলসিলাহ সহীহাহ: ৫/৩৭৬ পৃঃ, ২২৯৭ নং হাদীসের আওতায়।

«يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ»

আমার পর কিছু শাসকের আবির্ভাব ঘটবে যারা তাঁর (রাসূলের) নির্দেশিত পথের পথিক হবে না এবং তাঁর সুন্নাতকে ধারণ করবে না। অনতিবিলম্বে তাদের মাঝে এমন কিছু ব্যক্তি ক্ষমতাসীন হবে যাদের অন্তর হবে শয়তানের অন্তর আর শরীর হবে মানুষের শরীর। তিনি বলেন, আমি বললাম, সেই সময়টি যদি আমি পেয়ে যাই তাহলে কি করব, হে আল্লাহর রাসূল? তখন তিনি বললেন, (যদি দায়িত্বশীল শাসকগণ আমার আদর্শের অনুসারী না হয়, আমার সুন্নাতের অনুসারী না হয় তবুও) রাষ্ট্রীয় নেতার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে। যদি তোমার পিঠে আঘাত করে ও তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয় তবুও তার কথা শ্রবণ করবে এবং তার আনুগত্য করবে।[৮৫]

আল্লামা শায়খ ইবনু উছাইমীন ﷺ বলেন, সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে উস্কানী প্রদান করা অবৈধ।[৮৬]

৮। ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ বলেন: প্রতিষ্ঠিত বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সশস্ত্র দল গঠন করা হারাম।[৮৭]

কেউ যদি সশস্ত্র দল গঠন করে তাহলে তাদের সম্পর্কে অবগত থাকলে সরকারকে তথ্য প্রদান করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করতে সহযোগিত করা।[৮৮]

---

৮৫. সহীহ মুসলিম: ১৮৪৭।

৮৬. দেখুন শাইখের কতিপয় খুতবা সঙ্কলিত গ্রন্থ "হুকুকুর রাঈ ওয়ার রায়িয়্যাহ এবং আল-আলাকাতু বাইনাল হাকিমি ওয়াল মাহকুম, পৃষ্ঠা: ১৫।

৮৭. দেখুন "মিনহাজুস সুন্নাহ" ১/১১৫ এবং আল- আলাকাতু বাইনাল হাকিম ওয়াল মাহকুম, পৃষ্ঠা: ১৫।

৮৮. আল- আলাকাতু বাইনাল হাকিম ওয়াল মাহকুম, পৃষ্ঠা: ১৫।

ثانيا: حقوق الرعية على الولاة

দ্বিতীয়তঃ সরকারের উপর জনগণের অধিকার

জনগণকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করবে এবং তাদের যাবতীয় হক আদায় করবে। নবী ﷺ বলেছেন:

«أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَامْرَأَةُ الرَّجُلِ رَاعِيَةٌ عَلَى مَالِ زَوْجِهَا،وولده وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

জেনে রেখো তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। জনগণের জন্য যাকে আমীর বা নেতা নিয়োগ করা হয় তিনি তার নেতৃত্ব ভুক্ত জনগণের দায়িত্বশীল। অতএব, তিনি তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। একজন পুরুষ তার পরিবার পরিজনদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের (পরিবারের) বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী স্বামীর ঘরের মালের এবং তার সন্তানের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। আর ক্রীতদাস তার মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই সে সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আপন অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।[৮৯]

এ হাদীসের আলোকে সরকারের প্রতি জনগণের নিম্নোক্ত অধিকারগুলো রয়েছে যা আদায় করা বাঞ্ছনীয়:

১. প্রত্যেক নাগরিকের জান-মাল ও ইজ্জমত-সম্ভ্রম রক্ষার সুব্যবস্থা করা।

---

৮৯. সহীহ বুখারী: ২৫৫৪ ও সহীহ মুসলিম: ১৮২৯।

২. প্রত্যেক নাগরিকের বিপদাপদের সময় সাহায্য প্রার্থনা করলে তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. যুলুম-নির্যাতন করা হতে নিজে বিরত থাকা এবং মাযলুম ও নির্যাতিতদেরকে আশ্রয় দান করা।

৪. সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫. অপরাধীদের কঠোর হস্তে দমন করা।

৬. সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

৭. দরিদ্র-বঞ্চিতদের অভাব অনটনের সময় তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা।

৮. সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোককে নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিজ নিজ অধিকার ও আইনী সহায়তা দান করা।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

«مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ دُونَ خُلَّتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ وَفَاقَتِهِمْ احْتَجَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دُونَ خَلَّتِهِ وَفَاقَتِهِ وَحَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ»

যে ব্যক্তিকে মুসলিমদের সার্বিক বিষয়ের ব্যাপারে দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হবে অতঃপর, সে তাদের প্রয়োজন ও অভাবের সময় নিজেকে আড়ালে রাখবে, আল্লাহও কিয়ামাতের দিন নিজেকে তার প্রয়োজন ও অভাবের সময় তার থেকে আড়ালে রাখবেন।[৯০]

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ غَاشًّا لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»

কোন বান্দাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর অধীনস্থদের দায়িত্ব প্রদান করার পর সে যদি তাদের ব্যাপারে খিয়ানত করে মৃত্যুবরণ করে তাহলে আল্লাহ তাআলা তার উপর জান্নাতকে হারামা করে দিয়েছেন।[৯১]

৯০. আবু দাউদ ও তিরমিযী: ১৩৩২, সহীহুল জামেউস সগীর: ৬৫৯৫, ১১৫৪১। হাদীসটির শব্দ জামিউস সগীরের।

৯১. সহীহ বুখারী: ৭১৫০, সহীহ মুসলিম: ১৪২ । হাদীসের শব্দসমূহ সহীহ মুসলিমের।

عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَى رُءُوسِهِمِ الزَّيْتُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قِيلَ: يُعَذَّبُونَ فِي الْخَرَاجِ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ فِي الدُّنْيَا»

হিশাম বিন হাকীম ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি একবার সিরিয়াতে কিছু ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যাদেরকে মাথায় তেল মাখিয়ে সূর্যের তাপে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। তখন তিনি (তাদের এ অবস্থা দেখে) প্রশ্ন করলেন- 'এরকম কেন করা হচ্ছে?' বলা হলো, ট্যাক্স না দেয়ার কারণে তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তখন তিনি বললেন, 'আমি নাবী ﷺ কে বলতে শুনেছি, যেসব দায়িত্বশীল দুনিয়াতে মানুষের উপর নির্যাতন করে আল্লাহ তাদেরকে (কিয়ামতের দিন) কঠিন শাস্তি দান করবেন।[৯২]

أضرار ومفاسد الخروج على الحكام
সরকারের বিরুদ্ধাচারণের ক্ষতিসমূহ

(ক) ইহকালীন ক্ষতিসমূহঃ أضرار دنيوية

১. জন-জীবনে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

২. জান ও মালের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হয়।

৩. জন সাধারণের মাঝে অনৈক্য ও অরাজকতা সৃষ্টি হয়।

৪. অপরাধীরা অবাধে তাদের অপকর্ম ঘটানোর সুযোগ পায়।

৫. বিচার ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়।

৬. দেশের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়।

৭. দেশের উন্নতি, অগ্রগতি, উৎপাদন ও বিনিয়োগের পরিবেশ নষ্ট হয়ে অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়, ফলে জনগণ দরিদ্র হয়ে যায়।

৯২. হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর গ্রন্থের হা: ২৬১৩ বর্ণনা করেছেন।

(খ) পরকালীন ক্ষতিসমূহঃ أضرار أخروية

১. কিয়ামাতের দিন নাজাতের জন্য কোন প্রমাণ থাকবে না।

২. তার মৃত্যু হবে জাহিলী যুগীয় মৃত্যু (ঈমানের উপর নয়)।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

«مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিবে কিয়ামতের দিন তার কোন নাজাতের প্রমাণ থাকবে না আর যে ব্যক্তি আনুগত্যের চুক্তি মুক্ত (বাইআতবিহীন) অবস্থায় মারা যাবে তার মৃত্যু হবে জাহেলী যুগের মৃত্যু।[৯৩]

৩. রাষ্ট্র প্রধানের অবাধ্য হওয়া নবী ﷺ-এর অবাধ্য হওয়ার শামিল, যার পরিণতি জাহান্নাম।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

«وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي»

যে ব্যক্তি রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে রাষ্ট্র প্রধানের নাফারমানী করল সে আমারই নাফারমানী করল।[৯৪]

অতএব, রাষ্ট্র প্রধানের নাফারমানী করা আর রাসূল ﷺ-এর সাথে নাফারমানী করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই (যদি সে গুনাহের কাজে নির্দেশ না দেয়)। আর রাসূল ﷺ-এর সাথে নাফারমানীর পরিণাম জাহান্নাম।

৯৩. সহীহ মুসলিম: ১৮৫১।
৯৪. সহীহ বুখারী: ২৯৫৭, সহীহ মুসলিম: ১৮৩৫। হাদীসের শব্দসমূহ মুসলিমের।

طريقة الإنكار على الولاة

সরকারী লোকদের বিরুদ্ধে অন্যায়ের প্রতিবাদের পন্থা

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

আবু সাঈদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি অন্যায় করতে দেখবে, সে যেন তাকে তার হাত দ্বারা প্রতিহত করে। যদি সম্ভব না হয় তাহলে কথা দ্বারা প্রতিবাদ করবে, তাও সম্ভব না হলে অন্তর দিয়ে প্রতিবাদ (ঘৃণা করবে)। এটিই হচ্ছে সবচাইতে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।[৯৫]

কোন কোন আলেম হাত দিয়ে প্রতিবাদ করাকে সরকার ও সরকারী পর্যায়ের লোকদের সাথে খাস করেছেন আর কথার দ্বারা প্রতিবাদকে আলেমদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কিন্তু মতটি দুর্বল। বরং সক্ষম প্রত্যেক মুসলমানই হাত দিয়ে প্রতিবাদ করতে পারবে।

তবে হাত দিয়ে প্রতিবাদ করার অর্থ কি তা জানা অতি জরুরী। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মতামত উদ্ধৃত হল:

قَالَ الإمام أحمدُ في رواية صالح: التَّغييرُ باليد ليس بالسَّيف والسِّلاح

ইমাম আহমাদ رحمه الله বলেন, হাত দ্বারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার অর্থ তরবারী ও অস্ত্রের দ্বারা নয়।

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: كَيْفَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: " بِالْيَدِ وَاللِّسَانِ وَبِالْقَلْبِ، وَهُوَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، قُلْتُ: كَيْفَ بِالْيَدِ قَالَ: تُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ "

আবু বকর মারওয়াযী رحمه الله বলেন: আমি আবু আব্দুল্লাহকে বললাম, 'কিভাবে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় হতে নিষেধ করতে হবে?' তিনি

৯৫. সহীহ মুসলিম: ৪৯, জামে তিরমিযী: ২১৭২, নাসাঈ: ৫০০৮।

বললেন, হাত, কথা ও অন্তর দিয়ে। এটিই সর্বনিম্ন পন্থা। আমি বললাম, 'হাতের দ্বারা কীভাবে প্রতিহত করব?' তিনি বললেন, গোলমালকারীদেরকে একে অপর থেকে পৃথক করে দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন,

وَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ أهل الْكِتَابِ يَقْتَتِلُونَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ

আহলে কিতাবদের শিশুরা মারামারি করছিল। এমতাবস্থায় তিনি (আবু আব্দুল্লাহ) তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি তাদেরকে একে অপর থেকে পৃথক করে দিলেন।

قال ابن الأزرق: وَمن أعظمه فَسَادًا تَغْيِير الْمُنكر بِالْقدرِ الَّذِي لَا يَلِيق إِلَّا بالسلطان

ইবনুল আযরাক ﷺ "বাদায়িউস সিলকি ফি তাবায়িউল মূলক" গ্রন্থে বলেন: সরকার প্রধান ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা উচিত নয় তা করাই হচ্ছে ভয়ঙ্কর ফিতনার কারণ।

قال ابن مفلح: ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا، أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة ، فإنه يجب ، ويحرم بغير ذلك ، ذكره القاضي وغيره. (معاملة الحكام : ٤١)

ইবনু মুফলিহ ﷺ বলেন: সরকারের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে তাদের সামনে দুনিয়া ও আখেরাতের অমঙ্গলজনক পরিণতির কথা উল্লেখ করে, নসীহত, ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কবাণী উচ্চারণের মাধ্যমে। এ পরিমাণই হচ্ছে অপরিহার্য কর্তব্য। তা ছাড়া অন্য কোন পন্থা ব্যবহার করা অবৈধ। কাযী ও অন্যান্য বিদ্বানগণও এ কথা উল্লেখ করেছেন।[৯৬]

৯৬. মুআমালাতুল হুক্কাম-৪১।

قال ابن الجوزي - رحمه الله - : الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين : التعريف والوعظ ، فأما تخشين القول نحو : يا ظالم ! يا من لا يخاف الله ! فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شررها إلى الغير لم يجز وان لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند الجمهور. قال: والذي أراه المنع من ذلك.

আল্লামা ইবনুল জাওযী ﷺ বলেন: সরকারকে সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজ হতে নিষেধের ব্যাপারে যতটুকু করা জায়েয তা হচ্ছে: তাকে অন্যায় সম্পর্কে অবহিত করা এবং নাসীহত করা। পক্ষান্তরে যদি কর্কশ ভাষায় কথা বলা হয় যেমন, "এই যালিম", "হে এমন ব্যক্তি যে আল্লাহকে ভয় করে না", ("এই ফাসেক", "এই কাফের" ইত্যাদি) এরূপ ভাষা যদি ফিতনাকে উসকে দেয় ও তার অনিষ্টতা যদি অন্যকেও গ্রাস করে তাহলে তা নাজায়েয। তবে যদি শুধুমাত্র দাঈ নিজে বিপদে পড়ার আশঙ্কা করে তাহলে অধিকাংশ আলেমের নিকট জায়েয আছে। আমি মনে করি যদি নিজের বিপদের আশঙ্কা থাকে তবে সেটুকুও নিষেধ।[৯৭]

مراتب إنكار المنكر أربع

অন্যায়ের প্রতিবাদ করার স্তর চারটি

الأولى: أن يزول ويخلفه ضده، والثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته، والثالثة: أن يخلفه ما هو مثله، والرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه

১। অন্যায় অপসারিত হবে এবং তার স্থলাভিষিক্ত হবে বিপরীতমুখী ভাল কিছু।

২। অন্যায় কমে যাবে যদিও সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত না হয়।

৩। এক অন্যায় অপসারিত হলেও অনুরূপ আরেকটি অন্যায়ের আগমন ঘটবে।

৯৭. আল-আদাবুশ শারইয়াহ: ১/১৯৫-১৯৭ ও "মুআমালাতুল হুক্কাম, পৃ: ১৪।

৪। অপসারিত অন্যায়ের চেয়েও আরো অমঙ্গলজনক পরিণতি ডেকে আনবে।

فالدرجتان الأوليان: مشروعتان والثالثة: موضع اجتهاد والرابعة محرمة

প্রথম দুটি স্তর শরীয়ত সম্মত। তৃতীয় স্তর ইজতিহাদ ও গবেষণা করে দেখার বিষয়। চতুর্থ স্তরটি হারাম।[৯৮]

منهج السلف في إنكار المنكر

অন্যায়ের প্রতিবাদের ক্ষেত্রে সালাফদের নীতি

إنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله فيكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر فلانا يفعلها لا حاكم ولا غير حاكم.

অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে অন্যায়কারীকে উল্লেখ না করেই। ব্যভিচার, মদ পান এবং সুদসহ অন্যান্য পাপগুলোর বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে অন্যায়কারীর নাম উল্লেখ না করেই। পাপের প্রতিবাদ ও পাপ থেকে সতর্ক করাই যথেষ্ট, সে পাপের সাথে সরকার বা অন্য যে কেউ জড়িত হোক তা উল্লেখ করার দরকার নেই।[৯৯]

أقوال العلماء في الخروج على الحكام

সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করার বিষয়ে ইমামগণের উক্তি

قال الإمام مالك رحمه الله: «إنَّ أقوامًا ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمةِ محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك» مفتاح دار السعادة (١١٩/١)

৯৮. দেখুন ইবনু উছাইমীন ৳ প্রণীত শারহুল আক্বীদা আল-ওয়াসিত্বিয়্যাহ: ৩/৩৩০-৩৩৬।
৯৯. মুআমালাতুল হুক্কাম: ৪৪

ইমাম মালেক ﵀ বলেন: কতিপয় সম্প্রদায় জ্ঞানার্জন বাদ দিয়ে ইবাদতের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। যার ফলে তারা তরবারী ধারণ করে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। যদি তারা জ্ঞানের অনুসরণ করত তাহলে তা তাদেরকে সেই অন্যায় পথ হতে বিরত রাখত।[১০০]

ইমাম আহমাদ ﵀ বলেন: সৎ অসৎ সকল রাষ্ট্র প্রধান ও নেতাদের বশ্যতা স্বীকার ও আনুগত্য করতে হবে (আল্লাহর অবাধ্যতার কাজ ব্যতীত)।

এমনিভাবে ঐ ব্যক্তিরও যিনি কোন রাষ্ট্রীয় নেতার স্থলাভিষিক্ত (খলীফা) হয়েছেন এবং লোকেরা সন্তুষ্টচিত্তে তাকে মেনে নিয়েছে, এবং ঐ ব্যক্তিরও যিনি জোরপূর্বক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর জনগণ তাকে খলীফা (রাষ্ট্রনায়ক) হিসেবে মেনে নিয়েছে। এদের সকলের আনুগত্য করা ওয়াজিব।[১০১]

অতএব, পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন হাদীসী দলীল ও উলামাগণের দলীলভিত্তিক বক্তব্যের আলোকে বলা যায় ইসলামী শরীয়ত ও সুস্থ বিবেক কোন দিক থেকে ক্ষমতা ও আধিপত্যহীন কোন গোপন নেতার আনুগত্য করা যাবে না।

সুতরাং, বহুল আলোচিত উসামাহ বিন লাদেন, যারক্বাভী, শায়খ আব্দুর রহমান, বাংলা ভাই এবং ইদানিং কালে তামীম আদনানী ও আবু ত্বহা আদনান এদের মত ব্যক্তিদের নেতৃত্ব ও আনুগত্য অবৈধ। কেননা তাদের হাতে জনগণের জন্য কল্যাণ বয়ে আনা ও তাদের থেকে কোন অকল্যাণ ও অনিষ্ট দমনের ক্ষমতা তো নেই বরং তারা নিজেরাই মুসলিম জাতির জন্য অকল্যাণ ও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ﵀ বলেনঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রসিদ্ধ তরীকা এই যে, তারা রাষ্ট্রের পরিচালকদের থেকে

১০০. মিফতাহু দারিস সাআদাহ: ১/১১৯।
১০১. লালকাঈ প্রণীত শরহু উছূলিল ই'তিকাদ: ১/১৬১, হাক্বীকাতুল খাওয়ারিজ, পৃ: ৭৬।

বেরিয়ে যাওয়াকে এবং তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করাকে নাজায়েয মনে করেন যদিও পরিচালকগণ অত্যাচারী হয়। রাসূল ﷺ হতে সহীহ ও প্রসিদ্ধ হাদীসসমূহ এরই প্রমাণ বহন করে। কারণ বিদ্রোহ দ্বারা যে ফেতনা ফাসাদের সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রীয় পরিচালকদের দ্বারা সংঘটিত অত্যাচারের চেয়ে তা অনেক বেশী ভয়াবহ। ছোট ধরনের বিপর্যয় ঠেকাতে গিয়ে বড় পির্যয়ের সৃষ্টি করা যাবে না। হতে পারে রাষ্ট্রের পরিচালকদের আনুগত্য পরিত্যাগ করে তাদের থেকে বেরিয়ে যাওয়াটা বেশি বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যে দলই সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে বিদ্রোহ করেছে তারাই বর্তমানের চেয়ে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে নিয়ে এসেছে।[১০২]

তিনি আরও বলেন: নবী ﷺ সর্বজনবিদিত প্রকাশ্য উপস্থিত রাষ্ট্র প্রধানদের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন- যাদের জনগন পরিচালনার ক্ষমতা রয়েছে। পক্ষান্তরে অপরিচিত ও অপ্রকাশ্য কোন নেতা এবং যাদের কোন ক্ষমতা ও আধিপত্য নেই তাদের আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি।[১০৩]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন: নবী ﷺ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সালাত কায়েম করবে; যদিও তারা অত্যাচারী হয়। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ফলে যে বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে সে পথ রুদ্ধ করার জন্যই এ নির্দেশ দিয়েছেন। বাস্তবিকই পূর্ববর্তীকালে এমনটি ঘটেছিল তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করে যুদ্ধ করার চেয়ে বহু বহু গুণে মন্দ অবস্থার মধ্যে পতিত হতে হয়েছিল শুধুমাত্র রাষ্ট্রের আনুগত্য হতে বেরিয়ে যাওয়ার কারণে সেই অমঙ্গলজনক পথের উপর কিছু সংখ্যক বিপথগামী লোক অদ্যাবধি অবশিষ্ট রয়েছে।[১০৪]

যার বাস্তবতা আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকালেই অনুমান করা যায়।

---

১০২. মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নাবাবীয়্যাহ: ৩/৩৯১।
১০৩. মিনহাজ: ১/১১৫, হাক্বীকাতুল খাওয়ারিজ: ৭৭ পৃ:।
১০৪. ইলামুল মুয়াক্কিঈন: ৩/১৭১।

الفصل الثالث: فتنة التكفير وضوابطه الشرعية

তৃতীয় অধ্যায়ঃ কাফির আখ্যা দানের ফিতনাহ ও তার নিয়মাবলী

أولا: حكم التكفير وأدلة التحذير منه

প্রথমতঃ কাফির আখ্যাদানের বিধান এবং তা থেকে সতর্কীকরণের দলীলসমূহ

أ: أدلة التحذير عن التكفير من القرآن

(ক) কাফির আখ্যাদান বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার সতর্ক বাণী:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর, তখন যাচাই করে নিও এবং যে তোমাদেরকে সালাম প্রদান করে তাকে বলো না যে, তুমি মু'মিন নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর, বস্তুত: আল্লাহর কাছে গণিমতের অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমরাও তো এমনি ছিলে ইতিপূর্বে; অতঃপর আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। অতএব, এখন থেকে অনুসন্ধান করে নিও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্মের খবর রাখেন।[১০৫]

এই আয়াতের তাফসীর ইবনু কাসীরে এসেছে:

عبدالله بن عباس قال: مَرَّ رجلٌ من بَني سُلَيْمٍ بنفرٍ من أصحابِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يرعى غنمًا لَهُ ، فسلَّمَ عليهم فقالوا : لا يُسلِّمُ

---

১০৫. সূরা নিসা: ৯৪।

علينا إلَّا ليتعوَّذَ منَّا . فعمَدوا إليهِ فقتلوهُ ، وأتوا بغنمِهِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فنزلت هذِهِ الآيةُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. (رواه الترمذي)

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ؓ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: বনী সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি ছাগলের পাল চরাতে চরাতে নবী ﷺ-এর একটি সাহাবী দলের (তারা সম্ভবত: যুদ্ধের সফরে ছিলেন) পাশ দিয়ে অতিক্রম করা কালে তাদেরকে লক্ষ করে সালাম প্রদান করলেন। তারা ধারণা করে বললেন: এ লোক কেবল আমাদের থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য সালাম দিয়েছেন। এ বলে তারা তাকে হত্যা করলেন। আর তারা ছাগলগুলো গনীমতের মাল হিসেবে নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত করলেন। অতঃপর আয়াতটি নাযিল হয়।[১০৬]

এ আয়াতে সালাম প্রদানকারীকে মু'মিন নয় বলতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব, বাহ্যিকভাবে কোন ব্যক্তি সালাম দিলে তাকে মুসলিম গণ্য করতে হবে। ব্যাপক তদন্ত ও যাচাই বাছাই ছাড়া এ ধরনের ব্যক্তিকে কাফির বলা এবং তাকে হত্যা করা হারাম-মহা অন্যায়।

ب : أدلة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن التكفير
(খ) কাফির আখ্যাদান বিষয়ে নবী ﷺ-এর সতর্কবাণী

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ؓ বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ বলেন:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا»

যে কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইকে "কাফের" বলে সম্বোধন করলে, তার এ বাক্য তাকেসহ দুজনের একজনের দিকে ফিরে আসবে।[১০৭]

১০৬. হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে হাসান সহীহ বলেছেন, তাফসীর ইবনু কাসীর: ১/৭০৪।

১০৭. সহীহ বুখারী: ৬১০৩, ৬১৪০।

রাসূল ﷺ আরো বলেছেন:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ كَفَّرَ رَجُلًا فَأَحَدُهُمَا كَافِرٌ»

ইবনু উমার ؓ বর্ণনা করে বলেন নবী ﷺ বলেছেন: যে কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দিলে তাদের দু'জনের যে কোন একজন কাফির হিসেবে গণ্য হবে।[১০৮]

তিনি ﷺ আরও বলেন:

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ: يَا كَافِرُ، فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي قِيلَ لَهُ كَافِرٌ فَهُوَ كَافِرٌ، وَإِلَّا رَجَعَ إِلَيْهِ مَا قَالَ"

যদি কোন ব্যক্তি তার সাথীকে বলে, "এই কাফির!"। তাহলে তার এ উক্তি তাদের দু'জনের একজনের উপর অপরিহার্য হয়ে যাবে। যাকে কাফির বলা হচ্ছে সত্যিই যদি সে কাফির হয় তাহলে সে কাফির। অন্যথায় কাফির বলে সম্বোধনকারীই কাফের হয়ে যাবে।[১০৯]

নবী ﷺ বলেন:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ»

আবু যার ؓ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন: " কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে পাপাচারী ও কাফির বলে সম্বোধন করলে আর যদি সম্বোধনকৃত ব্যক্তি সেরূপ না হয় তাহলে তার এ উক্তি তার (সম্বোধনকারীর) দিকে প্রত্যাবর্তীত হবে।[১১০]

১০৮. ইমাম আহমাদ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছন, হাদীস নং: ৫২৬০।

১০৯. মুসনাদে আহমাদ: ৫২৮৪।

১১০. সহীহ বুখারী: ৬০৪৫।

উপরোক্ত হাদীসগুলোতে নবী ﷺ মুসলিমদেরকে কাফির প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে সতর্ক ও সাবধান করেছেন। কারণ কাফির হয়ে যাবে এমন কোন কাজ না করলে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দেয়া নাজায়েয।

ثانيا: إنتشار الفكر التكفيري وبعض أسبابه

দ্বিতীয়তঃ কাফির আখ্যা দানের প্রবণতা ও কতিপয় কারণ

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান যুগে মুসলমানদেরকে অভিশাপ দেয়ার এবং কাফির ও ফাসিক অখ্যা দানের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে শরীয়তের নীতিমালা ও জ্ঞান চর্চার কোনই পরোয়া করা হচ্ছে না। নিঃসন্দেহে বিষয়টি অত্যন্ত ভয়াবহ। মুসলিম ব্যক্তি কর্তৃক কোন প্রকার গুনাহ সংঘটিত হওয়ার কারণে (হালালকে হারাম না জানলে) তাকে কাফির বলে সম্বোধন করা যায় না। যদিও তার অপরাধ বা গুনাহটি কাবীরাহ গুনাহর অন্তর্ভূক্ত হয়। শায়খ আলবানী (রহ:) বলেন:

فَإِنَّ مَسألَةَ التَّكفيرِ عُمومًا - لَا لِلحكَّامِ فَقَط بَلْ وَلِلمَحْكُومِينَ أيضًا - هِيَ فِتنِةٌ عَظِيمةٌ قَدِيمَةٌ تبنتها فِرقَةٌ مِنَ الفِرَقِ الإسْلَامِيَةِ القَدِيْمَةِ وهِيَ المَعْرُوفَةُ بِـ (الخوارج) مِنْهَا فِرْقَةٌ لا تزال موجودةً الآن باسم آخر وهي: (الإباضية)

শুধুমাত্র সরকার প্রধানদেরকে নয় বরং সাধারণ মুসলিমদেরকেও কাফির আখ্যাদানের বিষয়টি একটি অতি পুরাতন ফিতনা, ইসলামের মধ্যে খারেজী নামের একটি দল এরূপ ফিতনার আবির্ভাব ঘটায়। বর্তমান যুগেও বিভিন্ন নামে তাদের অনুসারী রয়েছে তাদের একটি দল হচ্ছে 'ইবাযিয়া'। এমনকি তারা মসজিদের ইমাম, খাতীব, মুয়াজ্জিন ও খাদিমদেরকে কাফির আখ্যা দিচ্ছে। তাদেরকে যদি বলা হয় এদেরকেসহ বিভিন্ন মাদরাসা ও ইসলামী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরকে কি অপরাধের জন্য কাফির আখ্যা দেয়া হচ্ছে? উত্তরে তারা বলে: তাদেরকেও কাফির আখ্যা দেয়া হচ্ছে এ কারণে যে তারা এই সব সরকারের হুকুমে সন্তুষ্ট যারা আল্লাহর বিধান ছেড়ে অন্য কিছুর দ্বারা ফায়সালা করছে।[১১১]

১১১. শাইখ আলবানী রচিত গ্রন্থ 'ফিৎনাতুত তাকফীর, পৃ: ১২ ও ২২।

তিনি আরো বলেন:

فإن استحل ذلك فإنه يحكم بكفره، فإن زني أو سرق أو شرب الخمر فلا يقال بأنه كافر

কোন ব্যক্তি জেনে শুনে গুনাহর কাজকে হালাল মনে করলে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি কোন ব্যক্তি যেনা করে অথবা চুরি করে অথবা মদপান করে তবুও তাকে কাফির বলা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এসব হারাম কর্মকে হালাল মনে না করবে। তবে এসব গুনাহে জড়িত হওয়ার কারণে তাকে ফাসিক বলা যাবে।[১১২]

কিন্তু কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি এমন দলীল প্রমাণ মিলে যায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যেসব বস্তুকে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন সে সবকে হারাম হিসেবে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে না তখন তাদেরকে কাফির ও মুরতাদ হিসেবে হুকুম লাগানো যাবে। কোন ব্যক্তি যদি মনে প্রাণে হারামকে হালাল হিসেবে গণ্য করে অথচ আমাদের পক্ষে তা জানা সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে কাফির হিসেবে হুকুম লাগানোর কোন উপায় নেই। কারণ এমতাবস্থায় রাসূল ﷺ-এর বাণীতে বর্ণিত শাস্তির আওতায় পড়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। হাদীসে এসেছে:

أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

"যে কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইকে কাফির বলে সম্বোধন করলে, তার এ বাক্য তাকেসহ দু'জনের একজনের দিকে ফিরে আসবে।"

এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সেই সাহাবীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে পারি যিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। যখন এক মুশরিক দেখল যে, সে এ মুসলিম সাহাবীর তরবারীর আওতায় পড়ে গেছে তখন সে বলেছিল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই। সাহাবী তার এ কথার দিকে কর্ণপাত না করে বেপরোয়াভাবে তাকে হত্যা করে ফেলল।

১১২. ফিৎনাতুত তাকফীর গ্রন্থের ভূমিকা: ৬।

যখন এ সংবাদ রাসূল -এর নিকট পৌঁছল তখন তিনি কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করলেন। যে সাহাবী যুক্তি পেশ করে বলেছিলেন, যে "আল্লাহর রাসূল" সে তো হত্যার ভয়ে (ঈমানের কালিমাহ) বলেছে। তখন রাসূল বলেছিলেন: তুমি কি তার হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দেখেছো?[১১৩]

এ থেকে বুঝা গেল যে, বিশ্বাসগত কুফরের আমলের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। বরং তার সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে। আমরা ফাসিক, ফাজির, ব্যভিচারী, চোর ও সুদখোরের অন্তরে কি আছে জানতে সক্ষম নই। অতএব, এসব পাপের কারণে কোন ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দিতে পারি না।[১১৪]

এ প্রেক্ষিতে আমরা এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করতে পারি। ইবনু আব্বাস হতে বর্ণিত, রাসূল বলেছেন:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেললে তোমরা তাকে হত্যা কর।[১১৫]

অতএব, যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মকে পরিত্যাগ না করবে তাকে হত্যা করা হারাম। তবে ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারী হিসেবে তাকে গণ্য করা যাবে এ মর্মে কোন দলীল পাওয়া গেলে সেটা ভিন্ন কথা আর এই হত্যার দায়িত্ব শুধুমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের উপর বর্তাবে, কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর নয়।

শায়খ আলবানী ও ইবনু উসাইমীন এর দৃষ্টিতে অন্যায়ভাবে কুফর আখ্যাদানের দুই-তিনটি কারণ রয়েছে

১। ইলমী অজ্ঞতা এবং দ্বীনি জ্ঞানে সল্পতা।

২। সঠিক ইসলামী দাওয়াতের মূলনীতি ও শারঈ নীতিমালা যথার্থভাবে না বুঝা।[১১৬]

১১৩. হাদীসটি ইমাম বুখারী (৪২৬৯) ও মুসলিম (হা: ৯৬/১৫৮) বর্ণনা করেছেন। উক্ত সাহাবীর নাম উসামা বিন যায়েদ।

১১৪. ফিতনাতুত তাকফীর: ২৬।

১১৫. সহীহ বুখারী ,হা/৩০১৭, ৬৯২২, সহীহ সুনানে আবু দাউদ হা/৪৩৫১।

১১৬. শাইখ আলবানী রচিত গ্রন্থ "ফিতনাতুত তাকফীর: ১৩"।

৩। আল্লামা ইবনু উছাইমীন আরেকটি কারণ সংযোজন করেছেন, সেটি হচ্ছে- অসৎ উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে অসৎ বুদ্ধির অধিকারী হওয়া।[১১৭]

ثالثا: بعض أدلة المكفرين ونقضها

তৃতীয়তঃ কাফির আখ্যাদানের পক্ষের দলীল ও তার খণ্ডন

কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক সরকার বা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কাফির আখ্যাদানের মূলে যে দলীলটি দেয়া হয় সেটি হচ্ছে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী:

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা ফায়সালা করেনা তারাই কাফির।[১১৮]

অথচ আমরা সকলে জানি যে, আয়াতটির শেষ অংশের শব্দের ভিন্নতার সাথে আরো দু'টি বিধান উল্লেখ করা হয়েছে- যেমন: الظالمون 'আয-যলিমূন' তারা যালিম (আয়াত: ৪৫) ও الفاسقون 'আল ফাসিকূন' তারা ফাসিক (আয়াত: ৪৭)।

সেই চরমপন্থী দলের অনুসারীদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে শুধুমাত্র ১ম আয়াতটি (فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে এবং এই আয়াত দ্বারা সরকারের আনুগত্য থেকে বের হওয়া যাবে- এ মতকে বৈধতা প্রদান করেছে। তাদের আক্বীদা এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান দ্বারা ফয়সালা না করে সে কুফরী করল। তার মাঝে ও ইসলাম বহির্ভূত ইয়াহূদ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য মুশরিকের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।[১১৯]

১১৭. ফিতনাতুত তাকফীর: ২০।

১১৮. সূরা মায়িদা: ৪৪।

১১৯. ফিতনাতুত তাকফীর: ১৭।

উক্ত আয়াতের সঠিক অর্থ: উক্ত আয়াতে যে বলা হয়েছে "তারাই কাফির" এ কুফর দ্বারা আসলে কি বুঝানো হয়েছে? এর দ্বারা কি সেই কুফরকে বুঝানো হয়েছে যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়? নাকি অন্য কিছু? কারণ কখনও কখনও কুফর দ্বারা আমলের ক্ষেত্রে কুফরকে (কুফরে আমালী) বুঝানো হয়ে থাকে, যা ইসলাম থেকে বের করে না। কিন্তু ই'তিক্বাদী (বিশ্বাসগত) কুফর ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীরে এসেছে:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] قَالَ: "مَنْ جَحَدَ مَا أَنْزَلَ اللهُ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ أَقَرَّ بِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ فَهُوَ ظَالِمٌ فَاسِقٌ" رواه ابن جرير

আলী বিন ত্বালহা ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহর বাণী: "যারা আল্লাহর অবতীর্ণ করা বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দ্বারা শাসন করে তারা কাফির" এর মর্ম হচ্ছে যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানকে অস্বীকার বশত: বর্জন করে তারা কাফির। কিন্তু যারা আল্লাহর বিধানকে যথাযোগ্য স্বীকার করার পর যদি তার দ্বারা শাসন না করে তবে তারা হবে যালিম ও ফাসিক।[১২০]

অপর এক বর্ণনায় ইবনু আব্বাস ﷺ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (المائدة: ٤٤) كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ.

তোমরা এ কুফর দ্বারা যে অর্থ বুঝাতে চাচ্ছ তা নয়। এটি এমন কুফর নয় যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়। বরং এ কুফর দ্বারা বড় কুফরের নিম্ন পর্যায়ের কুফরকে বুঝানো হয়েছে।[১২১]

---

১২০. ইবনু কাসীর: ২/৮৫/৮৬।

১২১. ইমাম হাকিম এটিকে আল-মুস্তাদরাক গ্রন্থে হা/৩২১৯ বর্ণনা করে বলেছেন, আছারটি শাইখাইনের শর্তানুযায়ী সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

ইবনু আব্বাস ﷺ যাদেরকে সম্বোধন করে কথাটি বলেছিলেন সম্ভবত তারা সেই খারেজী সম্প্রদায় যারা আলী ﷺ এর নেতৃত্ব হতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। পরিণতিতে তারা মুমিনদের রক্ত প্রবাহিত করেছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে এমন কিছু ঘটিয়েছিল যা তারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে করেনি। অথচ বিষয়টি সেরূপ নয় যেরূপ তারা ধারণা করে। বরং এটি সেই কুফর যে কুফর দ্বারা কেউ ইসলাম থেকে বের হয় না।[১২২]

ইবনু আব্বাস ﷺ এর মতের স্বপক্ষে কতিপয় হাদীস ও আয়াত

শায়খ ইবনু উছাইমীন ﷺ বলেন: শায়খ আলবানীসহ আরো অনেক আলেম উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত এ আছারটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কারণ কুরআনের বহু আয়াত ও হাদীসের মধ্যে এর সত্যতার প্রমাণ মিলে। নবী ﷺ বলেছেন:

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

কোন মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী আর তাকে হত্যা করা হচ্ছে কুফরী।[১২৩]

সকল সালাফদের ঐকমত্য সিদ্ধান্ত এই যে, কোন মুসলিমকে হত্যাকারীর কুফরী ও এমন কুফরী নয় যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। কেননা আল্লাহ তাআলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾

মুমিনদের দু'টি দল যদি লড়াইতে লিপ্ত হয় তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে....।[১২৪]

ইবনু কাছীর তার তাফসীর গ্রন্থে ইবনু আবী হাতিমের সূত্রে আছারটির প্রথম বাক্যটি উল্লেখ করে বলেছেন: এর সনদটি হাসান।

১২২. ফিৎনাতুত তাকফীর: ১৯।

১২৩. সহীহ বুখারী: ৪৮, সহীহ মুসলিম: ৬৪। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) হতে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত আছারটিকে যারা পছন্দ করে না তারা বলে যে, এ আছারটি গ্রহণযোগ্য নয়, ইবনু আব্বাস ﷺ হতে সহীহভাবে বর্ণিত হয়নি।

তাদেরকে বলা হবে: কীভাবে সহীহ নয়? এ আছারকে তারাই গ্রহণ করেছেন যারা আপনাদের চেয়ে উত্তম ও হাদীস সম্পর্কে আপনাদের চেয়ে বেশী বিজ্ঞ। অথচ আপনারা বলছেন: আমরা গ্রহণ করবো না। তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেই যে, আপনাদের কথাই ঠিক অর্থাৎ ইবনু আব্বাসের আছারটি সহীহ নয়, তবুও কিন্তু আমাদের নিকট অন্যান্য দলীল রয়েছে। কুফর শব্দটি বহু স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে সব স্থানে এর দ্বারা সেই কুফরকে বুঝানো হয়নি যে কুফর ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এর জ্বলন্ত প্রমাণ একটু পূর্বে উল্লেখিত সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীস (وَقِتَالُهُ كُفْرٌ) এখানে কুফর অর্থ নাফারমানী তথা আনুগত্য হতে বেরিয়ে যাওয়া। নবী ﷺ-এর বাণীতে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ"

মানুষের মধ্যে বিদ্যমান দু'টি বিষয় কুফরী। বংশকে দোষারোপ করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য জাহিলী যুগীয় রীতিতে ক্রন্দন করা।[১২৫] আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন।

সঠিক আক্বীদায় বিশ্বাসী মুসলিম নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেন যে, এ কুফরী ইসলাম থেকে বের করে দেয় না।

এ হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, (فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) এর ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস ﷺ যা বলেছেন তাই সঠিক। অর্থাৎ কুফরী বলতে বুঝানো হয়েছে বড় কুফরীর নিম্ন পর্যায়ের কুফরীকে। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) এ আয়াতের মধ্যে মুমিনদের মধ্যে

---

১২৪. সূরা হুজরাত: ৯।
১২৫. হাদীসটি ইমাম মুসলিম হা/(৬৭) ১২১।

লড়াইকারী দুটি দল তথা হকপন্থী দলের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘনকারী দলকে কুফর/কাফির আখ্যা দেননি। অথচ হাদীসে বলা হয়েছে- (وقتاله كفر) তার বিরুদ্ধে লড়াই করা কুফরী।

অতএব, (فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) এর ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস ﷺ যা বলেছেন তাই সঠিক। এ কুফরী দ্বারা সেই কুফরীকে বুঝানো হয়েছে যা আসল কুফরীর নিম্ন পর্যায়ের কুফরী। আর এটিই সঠিক। অর্থাৎ, এ কুফরী বলতে কুফরে আমলী, কুফুরে ই'তিক্বাদী নয়।[১২৬]

তাকফীর প্রবণ ভাইদের প্রতি প্রশ্ন আসতে পারে-

১। আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসন না করার বিধান তো শুধু কাফির বলা হয়নি, যালিম (মায়িদা: ৪৫), ফাসিক (মায়িদা: ৪৭) বলা হয়েছে। সুতরাং যালিম, ফাসিক হওয়ার বিধান গোপন/প্রত্যাখ্যান করে শুধু কাফির বলে থাকেন, এখানে আপনারা কি আল্লাহর বিধান লংঘনকারী হলেন না?

২। আপনারাই বলুন দেখি কোন অবস্থায় আল্লাহর বিধান বাদে মানব রচিত বিধান দ্বারা শাসন করলে কাফির হয়, কোন অবস্থায় যালিম হয় এবং কোন অবস্থায় ফাসিক হয়? এই প্রশ্নের উত্তর জানলেই আপনারা সঠিক অবস্থানে আসতে সক্ষম হবেন, ইনশাআল্লাহ।

رابعا: أحوال الحكم بغير ما أنزل الله والأحكام المترتبة على كل منها

চতুর্থত: আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসন না করার বিভিন্ন অবস্থা ও সে সকল অবস্থায় প্রযোজ্য বিধানঃ

উক্ত আয়াত ও তার তাফসীরের আলোকে আলিমগণ আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত শাসনের চার-পাঁচটি অবস্থা উল্লেখ করেছেন, যথা:

(১) যে ব্যক্তি মানব রচিত বিধানকে আল্লাহর বিধানের চেয়ে উত্তম ও উপযোগী মনে করবে সে প্রকৃত কাফির মুরতাদ।

---

১২৬. ফিৎনাতুত তাকফীর: ১৯, ২০, ২১, ২২।

(২) যে ব্যক্তি উভয় প্রকারের বিধানকে সমানভাবে বৈধ মনে করবে সেও প্রকৃত কাফির মুরতাদ।

(৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানকে উত্তম বিশ্বাস করত: মানব রচিত বিধান দ্বারা শাসন করা বৈধ মনে করে সেও প্রকৃত কাফির।

(৪) যে ব্যক্তি মানব রচিত বিধানকেই আল্লাহর বিধান বলে দাবী করবে সেও কাফির।

(৫) যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসন করাই উত্তম ও কর্তব্য এবং মানব রচিত বিধান দ্বারা শাসন করা অবৈধ ও বর্জনীয়। কিন্তু অপারগতার কারণে এবং পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা বা যে কোন চাপের মুখে তা বাস্তবায়ন করতে পারেন না। সুযোগ ও সামর্থ্য হলে বাস্তবায়ন করবেন এবং এই লক্ষে পরিকল্পনা ও যথাসাধ্য চেষ্টা সাধনা চালাবেন। এই ব্যক্তি ছোট ও অপ্রকৃত কাফের। এর মাধ্যমে তিনি ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হবেন না।

বর্তমান ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় ইসলাম ও ইসলাম পালন কারীদের যথাসাধ্য বেশী ভালবাসবেন, উপকার করবেন, সহযোগিতা করবেন এবং আশ্রয় প্রশ্রয় দিবেন। মানব রচিত বিধানে কোন খাঁটি মুসলিম জুলুম নির্যাতন এবং শোষণ বঞ্চনার শিকার হলে উদ্ধারের চেষ্টা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[১২৭]

কোন মুসলিম শাসক মানব রচিত বিধান দ্বারা শাসন করেও মুসলিম থাকতে পারে কোন অবস্থায়?

ইসলাম ধর্মালম্বী মুসলিম শাসক বাস্তবে রাষ্ট্র ও সমাজে ইসলামী শাসন বা কুরআনের বিধি-বিধান কার্যকর ও বাস্তবায়ন না করেও মুসলিম থাকতে পারেন, উপরোল্লিখিত পঞ্চম অবস্থায়। অর্থাৎ যদি তিনি বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসন করাই উত্তম ও কর্তব্য এবং মানব রচিত বিধান দ্বারা শাসন করা অবৈধ ও বর্জনীয়। কিন্তু অপারগতার কারণে এবং

১২৭. আল উরওয়াতুল উছকা: ১৬৭, আল জিহাদ ওয়াল ক্বিতাল ফিসসিয়াসাহ আশ-শারঈয়াহ, পৃ: ১/ ৩০৭।

পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা বা যে কোন চাপের মুখে তা বাস্তবায়ন করতে পারেন না। সুযোগ ও সামর্থ্য হলে বাস্তবায়ন করবেন এবং এই লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও যথাসাধ্য চেষ্টা সাধনা চালাবেন।

এই ব্যক্তি ছোট ও অপ্রকৃত কাফের হবেন (ইসলামী পরিভাষায় যাকে "কুফরুন দূনা কুফর" [كفر دون كفر] বলা হয়) এর মাধ্যমে তিনি ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হবেন না। যিনি এ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসন করাই উত্তম ও কর্তব্য এবং মানব রচিত বিধান দ্বারা শাসন করা অবৈধ ও বর্জনীয়।

তার উচিত বর্তমান ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় ইসলাম ও ইসলাম পালন কারীদের যথাসাধ্য বেশী ভালবাসবেন, উপকার করবেন, সহযোগিতা করবেন এবং আশ্রয়-প্রশ্রয় দিবেন। মানব রচিত বিধানে জুলুম নির্যাতন এবং শোষণ বঞ্চনার শিকার হলে উদ্ধারের চেষ্টা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

তবে এই অবস্থাতেও তাকে কুফরী নয় কবীরা গুনায় জড়িত বলে গণ্য করতে হবে, এ অবস্থায় ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া উত্তম। কিন্তু ক্ষতিকর হলে না ছাড়াই উত্তম। ইউসুফ নবীর (প্রাথমিক শাসনাবস্থা) এবং বাদশা নাজ্জাশীর শাসন অবস্থা এরই প্রমাণ বহন করে।[১২৮]

خامسا: الضوابط الشرعية للتكفير

পঞ্চমতঃ তাকফীর বা কুফর প্রতিপন্ন করার নিয়মাবলী

কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন পাপকর্ম বা কবীরা গুনাহে জড়িত হওয়ার কারণে কাফের হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও বিদিত স্পষ্ট কোন রুকন ও ফরয অস্বীকার না করে যেমনঃ (ছলাত), (নামাজ) ছিয়াম (রোজা), হাজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। অথবা কোন স্পষ্ট জানাশুনা গুনাহর কাজকে হালাল মনে না করে। যেমনঃ আল্লাহকে গালি দেয়া, রাসূলকে গালি দেয়া, কুরআনকে পদদলিত করা ও অবমাননার জন্য পুড়িয়ে ফেলা, ব্যভিচার এবং সুদ-ঘুষকে বৈধ জানা ইত্যাদি।

১২৮. আল উরওয়াতুল উছকা: ১৬৭, আল জিহাদ ওয়াল ক্বিতাল ফিসসিয়াসাহ আশ-শারঈয়াহ, পৃ: ৩০৭।

কিন্তু কোন কোন সম্প্রদায় ও ইসলামের প্রতি অতি উৎসাহী কিছু যুব সমাজ বিভিন্ন পাপ কর্মের কারণে অপর মুসলিম ও গোষ্ঠীকে কাফির বলে থাকে। বিশেষভাবে দেশের শাসকগোষ্ঠীকে কুরআনের বিধান দ্বারা শাসন না করার কারণে তাদেরকে কাফির মনে করে। এবং এ ক্ষেত্রে তারা কুরআনের সূরা মায়িদাঃ ৪৪-৪৫ ও ৪৭ নং (৩টি) আয়াতের মধ্যে শুধু ৪৪ নম্বর আয়াতকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে।

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)﴾

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)﴾

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤٧)﴾

আয়াতগুলোতে আল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসন করবে না তারা কাফের....তারা জালেম.... তারা ফাসেক। (এই আয়াতের অর্থ ও বিষদ ব্যাখ্যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে)।

উল্লেখ্য যে, কুরআনের বিধান দ্বারা শাসন না করার কারণে শাসকগোষ্ঠীকে কাফের মনে করে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে অনিবার্য মনে করে এবং দেশে বর্তমান প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থাকে উৎখাত করার জন্য জঙ্গী ও সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত আয়াত কেন্দ্রিক তাদের বুঝ ব্যবস্থা ও সে বুঝ অনুযায়ী পরিচালিত জঙ্গী তৎপরতার মূলে রয়েছে মূর্খতা ও অজ্ঞতা। তার কারণ কুফরী কাজ করার পরও কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত কাফির প্রযোজ্য হওয়ার শর্তাবলী তার ভিতর না পাওয় যাবে এবং অন্তরায় সমূহের অনুপস্থিতি প্রমাণিত না হবে।

شروط التكفير وموانعه

কাফির বিধান প্রযোজ্য হওয়ার শর্তাবলী

১। العلم- مانعه الجهل والشبهة সংশয়মুক্ত জ্ঞান থাকা, যা-অজ্ঞতার বিপরীত।

যে অপরাধের কারণে কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা হচ্ছে সে অপরাধ করলে কাফির হয় বলে কুরআন হাদীসের দলীল দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে এবং এ বিষয়ে উক্ত ব্যক্তির জ্ঞান থাকতে হবে। যদি এ বিষয়ে উক্ত ব্যক্তির জ্ঞান না থাকে তাহলে কুফরী কাজের জন্য তাকে কাফের বলা যাবে না। বরং এ ক্ষেত্রে তাকে উপযুক্ত পন্থায় সংশয়মুক্ত জ্ঞান দান করতে হবে। উপযুক্ত পন্থায় সংশয়মুক্ত জ্ঞান না দিয়ে কাউকে কাফির বললে নিজেই কাফির হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে কাফির বলা ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ"

যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে কাফের বলে সম্বোধন করবে, সত্যিকার অর্থে সে যদি কাফির না হয় তাহলে সম্বোধনকারী ব্যক্তি নিজেই কাফির হয়ে যাবে।[১২৯]

সংশয়ের অন্তর্ভূক্ত হলো, দলীলের নামে গোঁজামিল ও কোন ব্যক্তির তাক্বলীদ। দলীলের অপব্যাখ্যা ও অপরের অন্ধ অনুসরণের কারণেও মুসলিম ব্যক্তি কুফরী কথা বলে ও কাজ করে থাকে। তাদের বিরুদ্ধে (إقامة الحجة) সংশয় খণ্ডন এবং স্পষ্ট দলীল উপস্থাপন করতে হবে। তারপর কুফরীর বিধান প্রযোজ্য হবে।

২। الاختيار- مانعه الاضطرار والإكراه ক্ষমতা ও স্বাধীনতা থাকা- যার বিপরীত হলো বাধ্যতা ও নিরূপায় হওয়া।

---

১২৯. সহীহ বুখারীঃ ৬১০৪, সহীহ মুসলিমঃ ৬০ (শব্দ মুসলিমের)।

যে অপরাধের কারণে কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা হবে, সে অপরাধ করলে কাফির হয় বলে কুরআন হাদীসের দলীল প্রমাণিত হতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা তার থাকতে হবে। যদি তার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা না থাকার কারণে কুফরী কাজ করে তবে কাফির হবে না। যেমন: কোন মুসলিম ব্যক্তি জানে সে মূর্তি ও মাজারে সাজদাহ করলে কাফির হয়ে যায়, কিন্তু কেউ যদি তাকে হত্যার হুমকি দেখিয়ে সাজদাহ করতে বাধ্য করে তবে কাফির হবে না। আল্লাহ্ বলেন,

مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি।[১৩০]

৩। الذكر والتعمد- مانعهما النسيان والخطأ স্মরণ ও ইচ্ছা থাকা, যার বিপরীত হলো অনিচ্ছা ও ভুলে যাওয়া।

যে অপরাধের কারণে কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা হবে, সে অপরাধ করলে কাফির হয় বলে কুরআন হাদীসের দলীল প্রমাণিত হতে হবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সে অপরাধে জড়িত হওয়া প্রমাণিত হতে হবে। যদি অনিচ্ছায় বা ভুলক্রমে উক্ত অপরাধে জড়িত হয় তবে তাকে কাফির বলা যাবে না। নবী ﷺ বলেছেন:

عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وماستكرهوا عليه" رواه ابن ماجة رقم ٢٠٤٣)

১৩০. সূরা নাহল: ১০৬ আয়াতের নির্দেশনা তাই।

আবু যর গিফারী ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল-ত্রুটি ও বাধ্যতাবশতকৃত অপরাধ মার্জনা করে দিয়েছেন।[১৩১]

অতএব, উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের প্রমাণ ভিত্তিক আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, সরকার ও সরকারী দায়িত্বশীলদের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেতে ত্রুটি ও পাপ থাকলেই বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কুরআনের বিধান অনুযায়ী শাসন করতে না পারলে ঢালাওভাবে তাদেরকে কাফির আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে আনুগত্য ত্যাগ করা ও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা যাবে না। আল্লাহ তাদেরকে ও সকল মুসলিমকে সঠিক বুঝ ও সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আমীন।

سادسا : أقوال العلماء والأئمة في التحذير عن التكفير

ষষ্ঠতঃ কুফর আখ্যাদান হারাম হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণের উক্তি

১। ইমাম মালিক ؒ বলেন, নিরানব্বই দিক থেকে যদি কোন মুসলিম ব্যক্তির কাফির হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর এক দিক থেকে তার ঈমানদার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে মুসলমানদের উপর ভাল ধারণা পোষণ করার লক্ষ্যে আমি তাকে ঈমানদার হিসেবেই গণ্য করব।[১৩২]

২। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ؒ জাহমিয়া সম্প্রদায়ের বিচারক ও আলেমদেরকে লক্ষ্য করে বলতেন: তোমরা যে সব কথা বল আমি যদি তা বলতাম তাহলে আমি অবশ্যই কাফির হয়ে যেতাম। কিন্তু আমি তোমাদেরকে কাফির আখ্যা দিতে পারছি না। কারণ তোমরা আমার দৃষ্টিতে অজ্ঞ।[১৩৩]

৩। ইমাম নবাবী সহীহ মুসলিমের ভাষ্য গ্রন্থে বলেছেন। জেনে রাখুন! হকপন্থীদের মাযহাব এই যে, গুনাহের কারণে কিবলাপন্থী কোন ব্যক্তিকে

১৩১. ইবনু মাজাহ হা: ২০৪৩।
১৩২. ফিৎনাতুত তাকফীর: ৬২ পৃ:।
১৩৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৬৩।

কাফির আখ্যা দেয়া যায় না। এমনকি প্রবৃত্তি ও বিদআতের অনুসারী, খারেজী, মু'তাযিলা ও অন্যান্য সম্প্রদায়কেও কাফির আখ্যা দেয়া যায় না। যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের কোন বিষয়কে জেনে বুঝে অস্বীকার করবে সে ধর্মত্যাগী ও কাফির হবে, তবে যদি সে নব মুসলিম হয় অথবা দূরবর্তী এমন কোন গ্রাম্য এলাকায় বসবাসকারী হয় যার নিকট ইসলামের সমস্ত নিয়মকানুন পৌঁছেনি তবে সে কাফির হবে না। তাকে ইসলামের বিধান সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। অবহিত করার পরও যদি অস্বীকার করে তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে। অনুরূপভাবে যদি যেনা অথবা মদ পান অথবা হত্যাসহ বিভিন্ন ধরনের হারাম কর্মকে জেনে শুনে হালাল মনে করে তাহলে সেও কাফির হয়ে যাবে।[১৩৪]

৪। ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ বলেন, কখনও কখনও মৌখিক কথা কুফরীর পর্যায়ভুক্ত হয়। এর ফলে, এ কথার প্রবক্তাকে কাফির আখ্যা দেয়া যেতে পারে এভাবে যে, যে ব্যক্তি এরূপ কথা বলবে সে কাফির। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি কুফরী কথা বলে তাহলে নির্দিষ্ট করে তাকে কাফের আখ্যা দেয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিপক্ষে এমন দলীল প্রতিষ্ঠিত না হবে যা তাকে কাফির হিসেবে প্রমাণিত করে।[১৩৫]

৫। শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাব ﷺ বলেন: কোন ব্যক্তি যদি ইসলামী বিধান সম্পর্কে না জেনে আব্দুল কাদের জিলানী অথবা সাইয়্যেদ বাদাবীর কবরে সিজদাহ করে, তাহলে তাকে কাফির আখ্যা দেয়া যাবে না।

৬। শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী ﷺ বলেন: সেই সব মুসলিমদেরকে আমরা কাফির আখ্যা দিতে পারিনা কারণ তাদের নিকট কাফির আখ্যা দানের দলীলগুলো স্পষ্ট করে উপস্থাপন করা হয়নি। কেননা তাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ দাঈ নেই যারা ঐ সকল জনগণের দারপ্রান্তে নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছাতে সক্ষম।[১৩৬]

---

১৩৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৬২।
১৩৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৭৩।
১৩৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৭৪।

৭। শায়খ আব্দুল আযীয ইবনু বায ﷺ বলেন: খারেজী সম্প্রদায় কবীরা গুনাহের কারণে কাফির আখ্যা দিয়েছে এবং গুনাহগারদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলেছে। মু'তাযিলা সম্প্রদায়ও শাস্তির দিক থেকে (অর্থাৎ তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী) খারেজীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছে। কিন্তু তারা তাদেরকে কুফর ও ঈমান উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে স্থান দিয়েছে। নিঃসন্দেহে এসবই ভ্রষ্টতা। আহলুস সুন্নাহর অনুসারীগণ যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তাই শুদ্ধ ও চির সত্য। আর তা হচ্ছে এই যে, কোন মুসলিমকে গুনাহের কারণে কাফির আখ্যা দেয়া যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি সেই গুনাহকে হালাল না জানবে।[১৩৭]

আল্লাহ আমাদেরকে সকল প্রকার ভ্রষ্টতার অনিষ্ট হতে রক্ষা ও হেফাজত করুন।

৮। মাওলানা উবায়দুল হক ﷺ বলেন: একজন মুসলিম ইসলামী আইনে বিচার কাজ চালানোর চেষ্টা করবেন- এটা তার ধর্মীয় দায়িত্ব। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্র ও বিচার প্রক্রিয়া থাকার কারণে কেউ যদি তা করতে না পারেন এবং প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে থেকেই বিচার কাজ চালান তবে তাকে কাফির বলা যাবে না। আল্লাহদ্রোহী বলা যাবে না। বরং ইসলামী আইনের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেই কেবল একজন মুসলমান কাফির হয়ে যেতে পারে। প্রচলিত আইনে বিচার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ শরীয়তের বিবেচনায় সর্বোচ্চ ফাসিক হতে পারে। আর ইসলামী আইনেও কোন ফাসিকের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয়।[১৩৮]

---

১৩৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৫৯।
১৩৮. সন্ত্রাস, বোমাবাজি ও চরমপন্থা... মিসবাহ ফাউন্ডেশন, পৃ: ১২।

الفصل الرابع: الجهاد الإسلامي بين الشرع والإرهاب

চতুর্থ অধ্যায়ঃ জঙ্গিবাদীদের জিহাদ বনাম ইসলামী জিহাদ

أولا: نبذة عن الجهاديين المنحرفين ومستواهم العلمي ومصادمة أعمالهم للإسلام

প্রথমতঃ বিপথগামী জিহাদ পন্থীদের ঐতিহাসিক পটভূমি ও অগভীর ইলম দ্বারা জিহাদের অপব্যাখ্যা এবং তাদের শরীয়ত গর্হিত আচরণঃ

পৃথিবীতে শান্তি, নিরাপত্তা ও নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের কোন বিকল্প নেই। নবী ﷺ-এর দ্বীন নিয়ে আবির্ভূত হয়ে তৎকালীন নিরাপত্তাহীন, অশান্ত, উগ্র ও বর্বর জাহেলী সমাজকে পরিবর্তন করেছিলেন। যাদের নিত্য দিনের কাজ ছিল মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানী, যুলুম-নির্যাতন, নিপীড়ন। সেই ইসলামের ধারক বাহক হয়েও আমাদের মাঝে নবী ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্ব যুগের ন্যায় জুলুম, নির্যাতন, উৎপীড়ন, মারামারি, কাটাকাটি ও হানাহানী ফিরে এসেছে এবং তা ঘটছে দুই শ্রেনীর মানুষের কারণে।

১। এক শ্রেণী ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও মতাদর্শে প্রভাবিত ইসলামী শিক্ষা হতে বিমুখ হওয়ার কারণে।

২। আরেক শ্রেণী ইসলামকে ভুল পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ করার কারণে। আমরা মুসলমান হিসেবে বিশ্বাস করি ইসলামের বা ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস হলো আল কুরআন ও সুন্নাহ। অতএব, ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান এবং তার উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্যাবলী এবং সমাজে তার ন্যায়-নিষ্ঠতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা সম্পর্কে ঐ ব্যক্তি অবগত হতে পারবে না যে ব্যক্তি কুরআন ও হাদীসকে সঠিকভাবে না বুঝে ইসলামের প্রতি অতি উৎসাহী হয়। তাদের দ্বারা ইসলামের ক্ষতি ও ভাবমূর্তি নষ্ট হয় এবং নেমে আসে মুসলিম সমাজের উপর নানান ধরণের বিপর্যয়।

ইসলামের প্রথম শতাব্দীর প্রথম অংশের শেষের দিকে এ ধরনের লোকদের আবির্ভাব ঘটে। যারা ইসলামের ইতিহাসে খারেজী নামে পরিচিত। এরা নিজস্ব জ্ঞান, বুদ্ধি দ্বারা কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করে সাহাবায়ে কেরামকে পথভ্রষ্ট ও কুফর প্রতিপন্ন করে তাদেরকে হত্যা করা বৈধ মনে করেছিল এবং অনেককে হত্যাও করেছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ওসমান ও আলী رضي الله عنهما।

এ চিন্তাধারার লোকেরা যুগে যুগে বিভিন্ন নামে আত্মপ্রকাশ করে মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। আমাদের দেশে সম্প্রতি নিষিদ্ধ ঘোষিত কথিত চরমপন্থী দল জামাআতুল মুজাহিদীন, জাগ্রত মুসলিম জনতা ও হরকাতুল জিহাদ এবং মধ্যপ্রাচ্যে আল-কায়েদা ও আই.এস ইত্যাদি সেই ধারারই কতিপয় দলের নাম। এরা কুরআনে বর্ণিত জিহাদের আয়াত ও জিহাদ সংক্রান্ত হাদীসসমূহের প্রকৃত অর্থ না বুঝে স্থান, কাল, পাত্রের ভেদাভেদ বা বাচ-বিচার না করে জিহাদের নামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাচ্ছে। তারা কুরআন ও হাদীসের মস্তিষ্কপ্রসূত ব্যাখ্যার মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে কাফির ও তাদের ভূখণ্ডকে দারুল হারব (জিহাদ পরিচালনার উপযোগী ভূখণ্ড) হিসেবে গণ্য করে। জিহাদের পরকালীন বিশেষ মর্যাদা ও ফজীলত লাভের অদম্য নেশায় ইসলামের সঠিক জ্ঞানবঞ্চিত তথাকথিত ইসলামী জঙ্গিরা নিজেদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন পন্থায় নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তাকে ইসলামী জিহাদ বলে আখ্যা দিচ্ছে।

এহেন পরিস্থিতিতে প্রকৃত ইসলামী জিহাদের রূপরেখা উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। যাতে করে জঙ্গিবাদীদের সন্ত্রাসী জিহাদ আর প্রকৃত ইসলামী জিহাদের মাঝে সহজেই পার্থক্য করা যায়।

ثانيا: مفهوم الجهاد الإسلامي وفضائله ومراتبه وشروطه
দ্বিতীয়তঃ জিহাদের সংজ্ঞা, তাৎপর্য ও ফজীলত, ফরয হওয়ার পর্যায়ক্রম এবং সঠিক ও বেঠিক পদ্ধতি

(ক) জিহাদের অর্থ ও তাৎপর্যঃ أ: معنى ومفهوم الجهاد

জিহাদ শব্দটি আরবী, এর শাব্দিক অর্থ শক্তি ও সামর্থ্য। জিহাদ (الجهاد) শব্দের পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে- কাফির ও মুরতাদদেরকে মৌখিক ও লিখিতভাবে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পর ইসলামের সাহায্যার্থে ও আল্লাহর তাওহীদের বাণীকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে শর্তসাপেক্ষে লড়াই করা।

উল্লেখ্য জিহাদ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক, স্থান-কাল ও পাত্রভেদে একেক অর্থ প্রযোজ্য হবে। জিহাদ-অন্তর, মুখের বক্তব্য, কলমের লিখনী, সম্পদ ও হাত দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে। সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিকে উল্লেখিত যে কোন মাধ্যমে জিহাদ করতে হবে। উপরোক্ত অর্থে জিহাদ ফারযে আইন বা ব্যক্তি কেন্দ্রিক ফরয।[১৩৯]

ইবনে তাইমিয়্যাহ ﷺ অনুরূপ কথা বলেছেন।[১৪০]

এখনো কিন্তু জিহাদ শব্দটি কুরআন ও হাদীসের যেখানে সাধারণ ভঙ্গিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) জিহাদ দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে বুঝানো হয়েছে।

আর এ জিহাদ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ফরজ হিসেবে অব্যাহত থাকবে এবং জিহাদ সর্বোত্তম কর্ম হিসেবে গণ্য হবে যদি তা সঠিক বুঝ ও শর্ত মাফিক হয়। নবী ﷺ বলেন:

جاهِدُوا الْمُشرِكِينَ بِأَموالِكُمْ وأَنْفُسِكُم وأَلسِنَتِكُم- سنن أبي داود رقم- ٢٥٠٤ وصححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح رقم ٣٨٢١

অর্থ: তোমরা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ কর জান, মাল ও জবান দ্বারা।[১৪১]

---

১৩৯. যাদুল মা'আদ: ৩/৭২।
১৪০. আল মুলাখখাছুল ফিকহী: ১/৪৬১-৪৬২।
১৪১. সুনান আবু দাউদ হা: ২৫০৪। আল্লামাহ আলবানী তাহক্বীক মিশকাতে সহীহ বলেছেন হা: ৩৮২১।

ب: فضائل الجهاد وأهميته

(খ) জিহাদের আদেশ, গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ফযীলতের ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের দলীলসমূহঃ

এক: কুরআন থেকে দলীল- (١) من القرآن الكريم

١- ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (النساء ٩٥)

১। মুমিনদের মধ্যে যারা কোন সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও জিহাদে অংশ নেয় না এবং যারা জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা সমান নয়। আল্লাহ তায়ালা, যারা জিহাদে অংশ নেয়নি তাদের তুলনায় জিহাদকারীদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন, যদিও আল্লাহ প্রত্যেককেই পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহা পুরস্কারের ক্ষেত্রে আল্লাহ মুজাহিদদেরকে যারা জিহাদে অংশ নেয়নি, তাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।[১৪২]

٢- ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ٧٤)

২। সুতরাং যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুক এবং যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে তারা শহীদ হোক কিংবা বিজয়ী হোক আল্লাহ তাদেরকে মহাপুরস্কার দান করবেন।[১৪৩]

٣- ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ (النساء: ٧٥)

---

১৪২. নিসা: ৯৫।
১৪৩. নিসা: ৭৪।

৩। তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছ না অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশুদের রক্ষার জন্যে? যারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক! জালেমের এই জনপদ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর। আর তোমার কাছ থেকে কাউকে আমাদের জন্য অভিভাবক কর এবং তোমার কাছ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী পাঠাও।[১৪৪]

٤- ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ (النساء:٧٦)

৪। যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং যারা কাফির তারা তাগুত বা গাইরুল্লাহর পক্ষে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের অনুসারী ও সহযোগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। নিশ্চয় শয়তানের কৌশল দুর্বল।[১৪৫]

٥- ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا﴾ (النساء:٨٤)

৫। হে নবী! আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুন, মুমিনদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহ দিন, আপনাকে অন্যের কাজের জন্য মোটেই দায়ী করা হবে না। অচিরেই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি প্রতিহত করবেন। আল্লাহ শক্তিতে প্রবল এবং শাস্তিদানে কঠোর।[১৪৬]

٦- ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: ١٩٠)

১৪৪. নিসা: ৭৫।
১৪৫. নিসা: ৭৬।
১৪৬. নিসা: ৮৪।

৬। আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর কিন্তু সীমালঙ্ঘন কর না, নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।[১৪৭]

٧- ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة:١٩١)

৭। আর তোমরা তাদেরকে হত্যা কর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করেছে। আর ফেতনা ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর মসজিদুল হারামের নিকটে (কাবা শরীফের) তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের সঙ্গে সেখানে যুদ্ধ করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে তাহলে তোমরা তাদেরকে হত্যা কর। এই হলো কাফেরদের শাস্তি।[১৪৮]

٨- ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة: ١٩٣)

৮। আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা জালেম (তাদের ব্যাপার আলাদা)।[১৪৯]

٩- ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَ اعلَمُوا اَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ البقرة:٢٤٤

৯। আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর এবং জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[১৫০]

১৪৭. বাকারা: ১৯০।
১৪৮. বাকারা: ১৯১।
১৪৯. বাকারা: ১৯৩।
১৫০. বাকারা: ২৪৪।

١٠- ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ (آل عمران: ١٩٥)

১০। তারপর তাদের পালনকর্তা তাদের দুআ (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পরে মিলে এক। তারপর যারা হিজরত করেছে, তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি আমার পথে উৎপীড়ন করা হয়েছে এবং যারা লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে, অবশ্যই আমি তাদের পাপসমূহ বিমোচিত করব। এবং তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতে যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত। এই হলো বিনিময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়।"[১৫১]

١١- ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (الأنفال: ٣٩)

১১। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না ফেতনা দূর হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রীকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা যদি বিরত হয় তবে তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা দেখেন।[১৫২]

١٢- ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ (التوبة: ١٢)

১৫১. আলে ইমরান: ১৯৫।

১৫২. আনফাল: ৩৯।

আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রুপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ, এদের কোন শপথ নেই যাতে তারা বিরত থাকে।[১৫৩]

١٣- ﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (التوبة: ١٣)

১৩। তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা নিজেদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং সঙ্কল্প নিয়েছে রসূলকে বহিস্কারের? আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? অথচ ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হও।[১৫৪]

١٤- ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ﴾ (التوبة: ١٤)

১৪। তোমরা যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্ত দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।[১৫৫]

١٥- ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (التوبة: ٢٩)

১৫। তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম

১৫৩. সুরা তাওবা - ৯:১২।

১৫৪. সুরা তাওবা- ৯:১৩।

১৫৫. সুরা তাওবা - ৯:১৪।

করে দিয়েছেন তা হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না- সেই পর্যন্ত (যুদ্ধ কর) যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।[১৫৬]

١٦- ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (التوبة: ٣٦)

১৬। নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গননায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সর্বাত্মকভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সর্বাত্মকভাবে। আর জেনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন।[১৫৭]

١٧- ﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة: ١١١)

১৭। আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাস্তায় অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে কে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এটাই হল মহান সাফল্য।[১৫৮]

---

১৫৬. তাওবা: ২৯।
১৫৭. তাওবা: ৩৬।
১৫৮. তাওবা: ১১১।

١٨- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (التوبة: ١٢٣)

১৮। হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করে, আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।[১৫৯]

١٩- ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ الحج: ٣٩

১৯। যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, যাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। কারণ তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দানে অতি সক্ষম।[১৬০]

٢٠- ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

২০। (তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি এ জন্য দেয়া হয়েছে যে), তাদেরকে নিজ বাড়ী-ঘর থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ'। আর আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা দমন না করতেন, তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ- যেখানে আল্লাহর নাম অধিক হারে স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।[১৬১]

٢١- ﴿وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (الفتح: ٢٢)

---

১৫৯. তাওবা: ১২৩।
১৬০. হজ্জ: ৩৯।
১৬১. হজ্জ: ৪০।

২১। যদি কাফেররা তোমাদের মোকাবেলা করত, তবে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত। তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না।[১৬২]

২২- ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الممتحنة: ٨)

২২। দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।[১৬৩]

২৩- ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (الممتحنة-٩)

২৩। আল্লাহ কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে ও তোমাদেরকে বের করে দেয়ার ব্যাপারে সহায়তা করেছে। আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারাই তো যালিম।[১৬৪]

২৪- ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ﴾ الصف: ٤

২৪। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর।[১৬৫]

১৬২. সূরা ফাতাহ - ৪৮:২২।
১৬৩. মুমতাহিনা:৮।
১৬৪. মুমতাহিনা: ০৯।
১৬৫. ছফ: ০৪।

দুইঃ হাদীস/সুন্নাহ থেকে দলীল- (٢) من السنة

١- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ (حق) عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ.

১। আবু সাঈদ খুদরী ﵁ বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ বলেছেন: সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে অত্যাচারী শাসকের নিকট হক কথা বলা।[১৬৬]

রাসূল ﷺ আরো বলেছেন:

٢- فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ

২। যে ব্যক্তি তাদের (অন্যায়কারীদের) বিপক্ষে হাত দ্বারা জিহাদ করবে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে কথা দ্বারা জিহাদ করবে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে সে মুমিন। এর পরে সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান নেই।[১৬৭]

٣- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! مَا مِنْ كَلْمٍ، يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ، وَرِيحُهُ مِسْكٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، وَلَا

১৬৬. সুনানে আবু দাউদ, হা/৪৩৪৪, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪০১১, মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৫১, মুসতাদরাক হাকিম: ৪/৫০৫-৫০৬।
১৬৭. সহীহ মুসলিম: (৫০) ৮০।

يَجِدُونَ سَعَةً، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ» صحيح البخاري برقم ٣١٢٣ إلى قوله: أو غنيمة، وصحيح مسلم برقم ١٨٧٦.

৩। আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা নিজেই সে ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহন করেছেন, যে তারই রাস্তায় বের হয়। আমারই রাস্তায় জিহাদ, আমার প্রতি ঈমান এবং আমার বাণীসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই তাকে ঘর থেকে বের করে তখন আমারই যিম্মায় এ ব্যাপার যে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো, নতুবা সে তার যে বাসস্থান থেকে বেরিয়েছিল, তার প্রাপ্য সাওয়াব ও গনীমত সহ তাকে সেখানে ফিরিয়ে আনবো।

কসম সে পবিত্র সত্তা যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আল্লাহ রাায় যে যখমই হয় না কেন, কিয়ামতের দিন সে ঠিক ঐ যখম অবস্থায়ই আসবে; তার বর্ণ হবে রক্ত বর্ণ আর ঘ্রাণ হবে কস্তুরীর। কসম সেই পবিত্র সত্তার যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যদি মুসলিমদের জন্য কষ্টকর না হতো তবে আমি কখনো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অভিযানে গমন করে যে কোন দলে যোগদান না করে ঘরে বসে থাকতাম না।

কিন্তু আমার কাছে এমন সামর্থ্য নেই যে, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে চায় তাদের সকলকে বাহন দান করবো, আর তাদের নিজেদেরও সে সঙ্গতি নেই যে, নিজেরাই নিজেদের বাহন নিয়ে বের হবে। আর তাদের জন্যে এটা খুবই কষ্টকর হবে যে, আমি যুদ্ধে বেরোবার পর আমার সঙ্গে না গিয়ে পিছনে পড়ে থাকবে। কসম সে পবিত্র সত্তার যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আমার একান্ত ইচ্ছা হয় যে আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করি আর তাতে শহীদ হই, তারপর আবার জিহাদ করি, আবারও শহীদ হই, আবারও জিহাদ করি, আবারও শহীদ হই।[১৬৮]

---

১৬৮. সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) । অধ্যায়ঃ ৩৪/ রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রশাসন (كتاب الإمارة)।

٤- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ»، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ» صحيح البخاري برقم ٢٦، وصحيح مسلم برقم ٨٣.

৪। আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞেস করা হল, 'কোন 'আমলটি সবচেয়ে উত্তম?' তিনি বললেনঃ 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।' তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'অতঃপর কোনটি?' তিনি বললেনঃ 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।' প্রশ্ন করা হল, 'অতঃপর কোনটি?' তিনি বললেনঃ 'মাকবূল হাজ্জ সম্পাদন করা।'[১৬৯]

٥- عَنْ أَبِي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ». روى الترمذي في سننه برقم ١٦٥٥، وقال: هذا حديث حسن

৫। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তিন প্রকারের মানুষকে সাহায্য করা নিজের কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদকারী, মুকাতাব গোলাম- যে চুক্তির অর্থ পরিশোধের ইচ্ছা করে এবং বিবাহে আগ্রহী লোক- যে বিয়ের মাধ্যমে পবিত্র জীবন যাপন করতে চায়।[১৭০]

٦- عَنْ معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ، وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ»، قلت: بلى يا رسول الله! قال:

---

১৬৯. সহীহ বুখারী-২৬, মুসলিম ১/৩৬ হাঃ ৮৩) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৫, ই.ফা. ২৫।

১৭০. হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানগ্রন্থে বর্ণনা করে হাসান বলেছেন, হা: ১৬৫৫।

«رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ» رواه الترمذي في سننه برقم ٢٦١٦، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

৬। আমি কি সমস্ত কাজের মূল, স্তম্ভ ও সর্বোচ্চ শিখর সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করবো না? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেনঃ সকল কাজের মূল হলো ইসলাম, স্তম্ভ হলো ছালাত (নামায) এবং সর্বোচ্চ শিখর হলো জিহাদ।

٧- عن سهل ابن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا». صحيح البخاري برقم ٢٨٩٢، وصحيح مسلم برقم ١٨٨١.

৭। সাহল ইবনু সা'দ ﵁ হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত প্রহরা দেয়া দুনিয়া ও এর উপর যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো চাবুক পরিমান জায়গা দুনিয়া এবং ভূপৃষ্ঠের সমস্ত কিছুর চেয়ে উত্তম। আল্লাহর পথে বান্দার একটি সকাল বা বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া এবং ভূপৃষ্ঠের সব কিছুর চেয়ে উত্তম।[১৭১]

٨-عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ - أُرَاهُ قَالَ: وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ» صحيح البخاري برقم ٢٧٩٠.

১৭১. সহীহ বুখারী-২৭৯২, আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৬৭৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৬৯০।

৮। আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ বলেছেন: আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে একশ'টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু'টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের মত। তোমরা আল্লাহর নিকট চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হলো সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এও বলেছেন যে, এর উপরে রয়েছে রহমানের আরশ। আর সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে।[১৭২]

٩- عَنْ أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ» صحيح البخاري برقم ٢٨١٧، وصحيح مسلم برقم ١٨٧٧.

৯। আনাস ইবনু মালিক ﵁ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের পর আর কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্খা পোষণ করবে না, যদিও দুনিয়ার সকল জিনিস তাকে দেয়া হয়। একমাত্র শহীদ ব্যতীত; সে দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে যেন দশবার শহীদ হয়। কেননা সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখেছে।[১৭৩]

١٠- عَنْ المقداد بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ» رواه

১৭২. সহীহ বুখারী: ২৭৯০, আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৫৮৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৫৯৫।
১৭৩. সহীহ বুখারী ২৮১৭, মুসলিম ৩/২৯ হাঃ ১৮৭৭, আহমাদ ১২২৭৫, আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৬০৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৬১৯।

الترمذي في سننه رقم ١٦٦٣، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح الترمذي (٢/ ١٣٢) برقم ١٣٥٨.

১০। মিকদাদ ইবনু মা'দীকারিব ؓ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ শহীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ছয়টি পুরস্কার বা সুযোগ আছে। তার প্রথম রক্তবিন্দু পড়ার সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করা হয়, তাকে তার জান্নাতের বাসস্থান দেখানো হয়, কবরের আযাব হতে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়, সে (কেয়ামত কালে) কঠিন ভীতি হতে নিরাপদ থাকবে, তার মাথায় মর্মর পাথর খচিত মর্যাদার টুপি পরিয়ে দেওয়া হবে। এর এক একটি পাথর দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু হতে উত্তম। তার সাথে টানা টানা চক্ষুবিশিষ্ট বাহাত্তরজন জান্নাতী হুরকে বিয়ে দেওয়া হবে এবং তার সত্তরজন নিকটাত্মীয়ের জন্য তার সুপারিশ কবুল করা হবে।[১৭৪]

١١- سُئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]؟ قال: أما إنَّا قد سألنا عن ذلك [١٤]، فقال: «أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ، فاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطلاعَةً، فَقالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي، وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا» صحيح مسلم برقم ١٨٨٧.

১১। আবদুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) (রাযিঃ)-কে এ আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যাতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো তোমরা মৃত মনে করো না বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত হচ্ছে"।[১৭৫] আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমরা এ আয়াত সম্পর্কে

১৭৪. সহীহ তিরমিযী: ১৩৫৮।
১৭৫. সূরা আ-লি ইমরান ৩ঃ ১৬৯।

(রসূলুল্লাহ ﷺ কে) জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন তিনি বলেছিলেন, তাদের রুহসমূহ সবুজ পাখীর উদরে রক্ষিত থাকে, যা আরশের সাথে ঝুলন্ত দীপাধারে বাস করে। জান্নাতের সর্বত্র তারা যেখানে চায় সেখানে বিচরণ করে।

অবশেষে সে দীপাধারগুলোতে ফিরে আসে। একবার তাদের প্রভু তাদের দিকে পরিপূর্ণভাবে তাকালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি কোন আকাঙ্খা আছে? জবাবে তারা বললেন, আমাদের আর কি আকাঙ্খা থাকতে পারে, আমরা তো যেভাবে ইচ্ছা জান্নাতে ঘোরাফেরা করছি। আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে এরূপ তিন তিনবার জিজ্ঞেস করলেন। যখন তারা দেখলো জবাব না দিয়ে প্রশ্ন থেকে রেহাই পাচ্ছে না তখন তারা বললেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আকাঙ্খা হয় যদি আমাদের রূহগুলোকে আমাদের দেহসমূহে ফিরিয়ে দিতেন আর পুনরায় আমরা আপনারই পথে যুদ্ধ করে নিহত হতে পারতাম। অতঃপর মহান আল্লাহ যখন দেখলেন, তাদের আর কোন প্রয়োজনই নেই, তখন তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলো (আর প্রশ্ন করা হলো না)।[১৭৬]

١٢- عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقِ نَهَرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ، يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا» روى الإمام أحمد في مسنده (٤/ ٢٢٠) برقم ٢٣٩٠، وقال محققوه: إسناده صحيح. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (٣/ ٢٦٢): وهو إسناد جيد.

১২। ইবনু আব্বাস ؓ থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, নিশ্চয় নবী ﷺ বলেছেনঃ শহীদগণ জান্নাতের সন্নিকটস্থ লেকে একটি সবুজ রঙের তাবুতে অবস্থানকালে জান্নাত থেকে সকাল সন্ধ্যায় তাদেরকে রিযিক সরবরাহ করা হয়।[১৭৭]

১৭৬. সহীহ মুসলিমঃ ১৮৮৭ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৭৩২, ইসলামিক সেন্টার ৪৭৩৩)।
১৭৭. হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে। খণ্ড-৪, পৃঃ ২২০, হাদীস নং-২৩৯০। এর তাহক্বীককারী (হাদীস যাচাইকারীগণ) বলেছেন এর সনদ সহীহ। ইবনু কাছীর ৮ তাঁর তাফসীর ইবনু কাছীরে এর সনদকে ভালো বলেছেন। খন্ড- ৩, পৃঃ ২৬২।

١٣- عن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ» رواه مسلم في صحيحه برقم ٤٧٧٨

১৩। সাহাল বিন হানীফ তার পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেন: যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর নিকট শাহাদাত প্রার্থনা করে আল্লাহ তাআলা তাকে শহীদদের মর্যাদায় অভিষিক্ত করবেন যদিও সে আপন শয্যায় মৃত্যুবরণ করে।[১৭৮]

١٤- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ، إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ » روى الترمذي في سننه برقم ١٦٦٨، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

১৪। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ শহীদ ব্যক্তি মৃত্যুর কষ্ট ততটুকু অনুভব করে, তোমাদের কাউকে পিপড়ায় কাটলে সে যতটুকু কষ্ট অনুভব করে।[১৭৯]

قال ابن القيم رحمه الله: «لا يجد الشهيد من الألم إلا مثل مس القرصة، فليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو معتاد لبني آدم، فمن عد مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة الموت على الفراش فهو جاهل، بل موت الشهيد من أيسر الميتات، وأفضلها، وأعلاها» إغاثة اللهفان (٢/ ١٩٤).

ইবনুল ক্বাইয়্যিম ﷺ বলেছেন: শহীদ ব্যক্তি শত্রুর আঘাতে মৃত্যুবরণ করার সময় যে ব্যাথা অনুভব করে তা পিপড়ার কামড়ের মত। (এরূপ বর্ণনা নবী ﷺ থেকেও আবু হুরাইরা ﷺ উল্লেখ করেছেন)।[১৮০]

---

১৭৮. মুসলিম: ৪৭৭৮।
১৭৯. তিরমিযী: ১৬৬৮।
১৮০. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং- ৭৯৫৩, তিরমিযী- ১৬৬৮, নাসাঈ- ৩১৬১, ইবনু মাজাহ- ২৮০২।

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করতে যেয়ে শহীদ হয় সে ব্যক্তি স্বাভাবিক মৃত্যুর চেয়ে অতিরিক্ত কোন ব্যাথা পায় না।

সুতরাং যে ব্যক্তি বলবে বা মনে করবে যে, বিছানার উপর স্বাভাবিক মৃত্যুর চাইতে আল্লাহর রাহে জিহাদের ক্ষেত্রে মৃত্যু বেশী ব্যাথাতুর ও বিপদজনক সে ব্যক্তি জাহিল। বরং আল্লাহর রাহে শাহাদাতের মৃত্যু হলো সবচাইতে সহজ এবং সম্মানজনক ও মর্যাদপূর্ণ মৃত্যু।[১৮১]

ج: مراتب الجهاد

(গ) জিহাদের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়সমূহ

আল্লাহর পথে জিহাদ করার ক্ষেত্রে কতিপয় পর্যায়ও শর্ত রয়েছে সেগুলো পরিপূর্ণভাবে না জানলেও শর্তগুলো বিদ্যমান না থাকলে বা না পাওয়া গেলে জিহাদ বৈধ হবে না।

(١) مراتب الجهاد حسب تنوع الأعداء

(১) শত্রুভেদে জিহাদের স্তর চারটিঃ

১। নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ অর্থাৎ মন ও তার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ। আর এ জিহাদ করতে হয় ইলম অর্জনের মাধ্যমে।

২। শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ। আর এই জিহাদ করতে হয় সংশয়-সন্দেহ ও প্রবৃত্তি দমনের মাধ্যমে।

৩। কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ। আর এই জিহাদ করতে হয় অন্তর জবান, জান, মাল, হাত তথা বিভিন্ন অস্ত্রের মাধ্যমে।

৪। মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ। আর এই জিহাদ করতে হয় ইলম ও দাওয়াতের মাধ্যমে। উপরোক্ত প্রত্যেকটি স্তরের সংশ্লিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন একাধিক স্তর রয়েছে। সে সব স্তরগুলো বিস্তারিত বর্ণনা জানার জন্য পড়ুন, যাদুল মাআদ।[১৮২]

---

১৮১. ইগাছাতুল লাহফান দ্রষ্টব্য ২/১৯৪।
১৮২. দেখুন ও পড়ুন যাদুল মাআদ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৯-১১।

(২) مراتب فرضية الجهاد

(২) সশস্ত্র জিহাদ ফরয হওয়ার স্তরসমূহঃ

সশস্ত্র জিহাদ ফরয হওয়ার ৪টি স্তর রয়েছে। (১) মক্কী জীবনে হারাম ছিল (২) হিজরতের পর প্রতিশোধমূলক জিহাদ অনুমোদিত (৩) প্রতিরোধমূলক জিহাদ এবং (৪) আক্রমণাত্মক জিহাদ।

(১) প্রথম স্তর হলো নিষিদ্ধ বা হারামঃ

নবী ﷺ এর মক্কী জীবনের ১৩টি বছরের আপ্রাণ দাওয়াতী চেষ্টা ব্যায় করে অল্পসংখ্যক লোক মুসলিম হয়েছিল। মক্কার কুরাইশ কাফেরদের চরম বাধা ও বিরোধীতা এবং অকথ্য যুলুম নির্যাতনের কারণে অনেকেই চাইলেও দাওয়াত কবুল করতে পারেনি। যারা ঈমান এনেছিল তাদের প্রতি নির্মম নির্যাতন চালাতো কাফিররা। তাদের নির্বিচার ও নির্মম হত্যা ও যুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে কিছু মুমিন ছাহাবী আব্দুর রহমান বিন আউফ رضي الله عنه এর নেতৃত্বে নবী ﷺ এর নিকট যুদ্ধের অনুমতি চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন কাফিরদের হাতে নির্বিচারে নিহত না হয়ে যুদ্ধ করে মেরে মরতে চাই। সেই সময় আল্লাহ সূরা নিসার ৭৭ নং আয়াত নাযিল করে যুদ্ধ করতে নিষেধ করে দেন। আয়াতটি নীচে উদ্ধৃত হলো-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

অর্থঃ "আপনি কি তাদের দেখেননি, যাদেরকে (মক্কায়) বলা হয়েছিল তোমরা জিহাদ থেকে তোমাদের হাতকে নিবৃত রাখ, শুধু নামাজ পড় এবং যাকাত দাও, (তখন তারা প্রতিবাদী হয়েছিল ও যুদ্ধের দাবি জানিয়েছিল)। কিন্তু যখন মদীনায় তাদেরকে জিহাদের আদেশ দেয়া হলো, তখন তাদের এক দল জনগণকে এমন ভয় করতে আরম্ভ করল যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে, এমন কি তার চেয়েও বেশি ভয়।

তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক, কেন আমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দিলে? কেন আমাদেরকে আরো কিছুকাল অবসর দিলে না? হে নবী আপনি তাদের বলুন,পার্থিব জীবন খুবই সামান্য এবং আল্লাহভীরুদের জন্য পরকালই কল্যাণকর। তোমাদের ওপর সামান্য পরিমাণ জুলুমও করা হবে না।"[১৮৩]

ইবনুল ক্বাইয়্যিম رحمه الله বলেনঃ অনুমতি চাইতে যেয়ে যেহেতু আল্লাহ নিষেধ করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় ঐ সময় জিহাদ হারাম ছিল।[১৮৪]

অত্র আয়াতের শানে নুযূল ও তাফসীর দেখুন ইবনু কাছীরে।

(২) প্রতিশোধমূলক জিহাদঃ হিজরতের পর জিহাদের কিছুটা শক্তি সামর্থ্য হওয়ার পর অনুমতি দেয়া হয়েছিল। **এটা ছিল প্রতিশোধমূলক জিহাদ**। মক্কার ১৩ বছরের জীবনে নবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম যে অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছিলেন এমনকি অনেককে হত্যাও করা হয়েছিল। সুমাইয়া ও ইয়াসির رضي الله عنهما কে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। অকথ্য নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিলেন বিলাল, খাব্বাব, আম্মার, সুহাইব প্রমূখ সাহাবীগণ। বহু মুসলিম ভিটেমাটি ও সহায়-সম্পদ হারিয়েছিলেন। অনেকে জন্মভূমি ছেড়ে আবীসিনিয়ায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইমাম হাকিম মুস্তাদরাক হাকিমে ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ মদীনায় হিজরতের পর তাঁর উপর সর্বপ্রথম সশস্ত্র জিহাদের অনুমতি নাযিল করেছেন। আল্লাহ বলেনঃ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

অর্থঃ প্রতিশোধের অনুমতি দিয়ে দেয়া হলো তাদেরকে যাদের সাথে যুদ্ধ করা হচ্ছে এই জন্য যে তারা নির্যাতিত হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে খুবই সক্ষম।[১৮৫]

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কারণে তারা তাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে বের করে দিয়েছে।[১৮৬]

---

১৮৩. সূরা নিসাঃ ৭৭, ইবনু কাছীরের তাফসীর দ্রষ্টব্য।
১৮৪. যাদুল মাআদ ৩/৭১।
১৮৫. সূরা হজ্জঃ ৩৯, ২/৬৬ তিরমিযী ৩১৭০।
১৮৬. সূরা হজ্জঃ ৩৯, যাদুল মাআদ ৩/২৫, ৭০, ৭১।

(৩) প্রতিরোধমূলক জিহাদ ঃ যারা মুসলিমদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিবে, অর্থাৎ যে কোন কারণে প্রথমে যুদ্ধ করতে আসবে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক জিহাদ (যুদ্ধ) করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন-

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে, আর খবরদার সীমালঙ্ঘন করবে না, নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"[১৮৭]

(৪) আক্রমণাত্মক জিহাদঃ অর্থাৎ যখন আল্লাহ যে কোন কাফির শক্তির তুলনায় মুসলিমদেরকে অধিক শক্তিশালী করেছিলেন তখন পৃথিবীর সমস্ত কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থঃ তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৮৮]

ইবনুল ক্বাইয়্যিম ﷺ বলেনঃ এ পর্যায়ে জিহাদ কখনো ফারযে আইন হতে পারে আবার কখনো ফারযে কিফায়াও হতে পারে।[১৮৯]

---

১৮৭. সূরা বাকারাঃ ১৯০, যাদুল মাআদ ৩/৭১।
১৮৮. তাওবাঃ ০৫, আরো দেখুন আয়াত- ২৯/৩৬, সূরা বাকারাঃ ১৯৩, আনফালঃ ৩৯।
১৮৯. যাদুল মাআদ ৩/৭১।

د: شروط الجهاد
(ঘ) জিহাদের শর্তাবলী

সশস্ত্র জিহাদের শর্তগুলো নিম্নরূপঃ

١- وجود إمام للمسلمين وهو الحاكم القائم الظاهر

প্রথম শর্তঃ জিহাদ হতে হবে মুসলমান নেতার অধীনে

তিনি হবেন এমন মুসলিম সরকার প্রধান যার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয় প্রকাশ্যে; গোপনে নয়। যদি সরকার প্রধান জিহাদ করতে অনিচ্ছুক বা অনুপুযুক্ত হয় তবে জনগণ এর জন্য দায়ী নয়। এমতাবস্থায় যদি জনগণের কোন গোষ্ঠী জিহাদ পরিচালনা করে তবে ইসলামে তা হবে অবৈধ।

প্রকাশ্যে কার্যক্রম পরিচালনাকারী রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে জিহাদ হতে হবে, এ বিষয়ে যে সব দলীল এসেছে তার কয়েকটি উদ্ধৃত হলোঃ

দলীল- ০১ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ، كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ وِزر»- وفي رواية: فَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ وِزراً

আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন, রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছে ঢাল স্বরূপ, তার পিছনে (অধীনে) জিহাদ করা হবে এবং তার মাধ্যমেই পরিত্রাণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। সে যদি আল্লাহ ভীতির নির্দেশ দেয় এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে তাহলে সে এর দ্বারা সওয়াব প্রাপ্ত হবে। আর যদি এ ছাড়া অন্য কোন (অন্যায়ের) আদেশ দেয় তাহলে তার দায়ভার তার উপর বর্তাবে।[১৯০]

---

১৯০. সহীহ মুসলিমঃ ১৮৪১, সহীহ সুনানে আবু দাউদঃ ২৭৫৭, নাসাঈঃ ৪১৯৬।

হাদীসটির প্রথম শব্দটি হচ্ছে (إنما) ইন্নামা এর দ্বারা সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এটি সীমা নির্ধারণের উপকারে আসে। এখানে একমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান এর তত্ত্বাবধানে, তার ছত্র-ছায়ায় যুদ্ধ হতে হবে এরূপই বুঝানো হয়েছে।

ইমাম নববী ﵀ বলেনঃ তিনি ঢাল স্বরূপ, কারণ তিনিই মুসলমানদেরকে তাদের শত্রুদের পক্ষ থেকে আসা কষ্ট ও হুমকি দমনের ব্যবস্থা নিবেন। বলা হয়েছেঃ (يقاتل من ورائه) তার পিছনে থেকে (তত্ত্বাবধানে) যুদ্ধ করতে হবে। এ অংশটুকু (جنة) ঢাল শব্দের গুণসূচক শব্দ যার মাঝে যুদ্ধের ক্ষেত্রে আরো সীমাবদ্ধতার প্রমাণ মিলছে। অতএব, এর অর্থ হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্র প্রধানের অধীনে ছাড়া সশস্ত্র জিহাদের কোনই অস্তিত্ব ইসলামে নেই।

তার তত্ত্বাবধানে যুদ্ধ করতে হবে, এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম নববী আরো বলেছেনঃ

يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج، وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا.

রাষ্ট্র প্রধানের সাথে মিলে কাফের, সীমালঙ্ঘনকারী, খারেজীসহ সকল প্রকার ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও অত্যাচারীদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে হবে।[১৯১]

দলীলঃ ০২

জিহাদ একমাত্র রাষ্ট্র প্রধানের তত্ত্বাবধানে হতে হবে। এর দলীলের মধ্যে আরো রয়েছে ইবনু আব্বাস ﵄ হতে বর্ণিত সহীহ বুখারীর হাদীস।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا

মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ বলেন, 'এ বিজয়ের পরে আর কোন হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও নিয়ত (মনের ইচ্ছা) রয়েছে। যখন

১৯১. শরহে মুসলিম, ইমাম নববী, খন্ডঃ ১২ পৃঃ ২৩০।

তোমাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হবে তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে।[১৯২]

এ হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সরকার প্রধানের নিকট হতে যুদ্ধের জন্য বের হওয়ার নির্দেশ আসার পরেই মুসলিম জাতি যুদ্ধের জন্য বের হবে। যদি ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান না থাকে তাহলে যুদ্ধের জন্য বের হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

এ শর্তের উপরে নবী ﷺ এবং পরবর্তীতে তাঁর সাহাবীগণের আমল ছিল।

আল্লামা লালকাঈ ﵀ ইবনু আবী হাতিম ﵀ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ আমি আমার পিতাকে এবং আবূ যুরআহ ﵀ দ্বীনের মূলনীতি সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব কী এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তারা উভয়ে উত্তরে বলেছিলেনঃ আমরা মক্কা, মদীনা, ইরাক, সিরিয়া (শাম) ও ইয়ামানসহ সকল শহরের আলেমদেরকে এ মতের উপর পেয়েছি যে, আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নবী ﷺ কে প্রেরণ করার সময় হতে শুরু করে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মুসলিমদের নেতাদের (রাষ্ট্র প্রধান বা তার স্থলাভিষিক্ত ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির) সাথে মিলে জিহাদ অব্যহত থাকবে। এ জিহাদকে কোন কিছুই নষ্ট করতে পারবে না।[১৯৩]

১৯২. সহীহ বুখারীঃ ২৭৮৩, ২৮২৫, সহীহ মুসলিমঃ (১৩৫৩) ৪৪৫, (১৮৬২) ৮২।

১৯৩. প্রকাশ থাকে যে, এ জিহাদ বা যুদ্ধ দ্বীনের প্রচারের ক্ষেত্রে এবং ইসলামী রাজ্যের পরিধি বিস্তৃতির জন্য কোন অবস্থাতেই রাষ্ট্র প্রধানের নেতৃত্ব ছাড়া করা যাবে না। যেমনটি আপনারা পূর্বোক্ত আলোচনায় বুঝতে সক্ষম হয়েছেন ইনশাআল্লাহ। তবে যদি নিজেকে, নিজের পরিবার-পরিজনকে, নিজের সম্পদ-সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য কোন অত্যাচারী ও আগ্রাসী শক্তির বিপক্ষে লড়তে হয়, সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি আইনের আশ্রয় নেয়ার সুযোগ থাকে সে ক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন না করে রাষ্ট্রীয় আইনকে শ্রদ্ধা করে তার শরনাপন্ন হতে হবে। এছাড়াও কোন শত্রু পক্ষ যদি মুসলিম কোন ভূ খণ্ড ও রাষ্ট্র আক্রমন করে বসে এবং মুসলিম সম্প্রদায় তাদের জান, মাল, ইজ্জত-আব্রু ও বংশধর এর ব্যাপারে আশঙ্কিত হয় তাহলে রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতির পূর্বেই তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ মূলক যুদ্ধ করতে পারবেন। শক্তি সামর্থ যাই থাকুক না কেন। উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়।

প্রকাশ থাকে যে এ শর্তটি পাওয়াই যথেষ্ট নয় যতক্ষণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্ত বিদ্যমান না থাকে। শর্তগুলো বিদ্যমান না থাকলে যেখানে যারাই জিহাদ করবে তাদের জিহাদ নিজেদের ক্ষেত্রে আত্মঘাতী ও অন্যদের ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী কাজ বলে বিবেচিত হবে।

٢- التمييز بين الفريقين- الكفار والمسلمين

দ্বিতীয় শর্তঃ পক্ষ-বিপক্ষ পৃথক ও ছাঁটাই হওয়া

(মুসলিম ও অমুসলিম উভয় পক্ষ অবশ্যই পৃথক ও চিহ্নিত হতে হবে)। এক পক্ষ খাঁটি মুসলিম (তথা বদ আক্বীদা বিশিষ্ট, শির্ক-বিদআতে জড়িত না থাকে) অপর পক্ষ খাঁটি কাফের হতে হবে। ঐ কাফির সম্প্রদায়ের মাঝে যেন কোন মুসলিম পরিবার ও গোষ্ঠি না থাকে কিংবা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ কাফির বা মুনাফিকও না থাকে। হ্যাঁ তবে মুনাফিকরা যদি কাফিরদের সাথে আঁতাত করে তাদের দলভূক্ত হয় তাদের কথা ভিন্ন, এ ক্ষেত্রে তাদেরকেও কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত ধরা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধেও জিহাদ করা হবে।

এ মর্মে নবী ﷺ-এর নিম্ন বর্ণিত হাদীস ও কুরআনের দলীল প্রনিধানযোগ্য:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ

১। আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه বলেন, রাসূল ﷺ ফজর উদয় হবার পর আক্রমণ করতেন। প্রথমে তিনি আজানের অপেক্ষা করতেন। আযান শুনতে পেলে আক্রমণ করা হতে বিরত থাকতেন, নতুবা আক্রমণ করতেন।[১৯৪]

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, কোন সম্প্রদায় ইসলামের নিদর্শন সমূহের মধ্যে কোন নিদর্শনের ঘোষণা দিলে বা প্রকাশ করলে তারা মুসলমানদের অধিকার ভোগ করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও যুদ্ধ করা অবৈধ

১৯৪. সহীহ মুসলিম: (৩৮২)৯।

হবে। এ ব্যাপারে কুরআনের দলীল বর্ণিত হয়েছে সূরা আল-ফাতহের মধ্যে যাতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মুসলমানদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পারিচালনা করা হতে বিরত রেখেছিলেন এ জন্য যে তখন মুসলমানদের অনেকে লুকায়িত অবস্থায় মক্কায় ছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

২। যদি (মক্কায়) কিছু সংখ্যক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী না থাকত যাদেরকে তোমরা জানতে না। অর্থাৎ তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত। অতঃপর তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্থ হতে, তবে সবকিছু চুকিয়ে দেয়া হত কিন্তু এ কারণে তা করা হয়নি, যাতে আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করেন। যদি তারা সরে যেত, তবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দিতাম।[১৯৫]

অর্থাৎ মুমিনগণ যদি পৃথক হয়ে সম্পূর্ণরূপে আলাদা হয়ে যেত। তারা মক্কা হতে বেরিয়ে যেত এবং তাতে শুধুমাত্র মুশরিকরা ব্যতীত অন্য কেউ না থাকত তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে তাদের উপর চড়াও হবার অনুমতি দিতাম।

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মুমিনগণ যদি লুকায়িত অবস্থায় কাফির সম্প্রদায়ের মাঝে থাকে তবুও তাদের সম্মান অন্যান্য মুমিনদের ন্যায়। তাদের সাথে সহবস্থানকারী কাফির সম্প্রদায়ের উপর চড়াও হওয়া যাবে না যতক্ষণ না মুমিনগণ তাদের মাঝ হতে বেরিয়ে যায়। তাহলে যারা মুসলিমদের সমাজ ও দেশে বিপর্যয় ঘটাতে চায় এবং তাদের মুসলিম ভাইকে হত্যা করে অথচ সে দেশে সালাত প্রতিষ্ঠাসহ সকল ইবাদত যথারীতি আদায় করা হচ্ছে। তাদের অবস্থা কি হবে?

১৯৫. আল ফাতহ: ২৫।

মুসলিমগণ কাফেরদের হতে পৃথক না হলেও তাদের জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বৈধ এ ধরণের বক্তব্য হারাম। কেননা এ ধরণের বক্তব্য ধর্মীয় দর্শন বহির্ভূত ও যুক্তিহীন। উল্লিখিত কুরআনের আয়াত, রাসূল ﷺ-এর সহীহ হাদীস ও সাহাবীগণের ইতিহাস সব কিছুই এর সাক্ষ্য বহন করে। মুসলিমগণ তাদের নেতার সাথে মিলিত হয়ে নিজেদের পতাকা তলে এবং কাফেরেরা তাদের নেতা ও সৈন্য বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ বৈধ নয়।

যারা গুহায় লুকিয়ে থেকে তথাকথিত গোপন জিহাদী সংগঠন করে হঠাৎ জনসমাবেশে বের হয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে গোপন আস্তানায় চলে যায়, অন্যায় পথে মারামারি করে তারা ইসলামের দিকে আহ্বানকারী নয়। তাদের কাজের সাথে ইসলামের কোন সাদৃশ্যতা ও সম্পর্ক নেই, ইসলামের ইতিহাসে অনুসরণীয় এমন কোন ব্যক্তিত্ব নেই যার কাজের সাথে তাদের এরূপ কাজের তুলনা করা যায়।

٣- الإستطاعة والقوة للجهاد
তৃতীয় শর্তঃ পর্যাপ্ত পরিমাণ সামর্থ্য থাকা

ইসলাম বাস্তবসম্মত একটি ধর্ম। ইসলাম সামর্থ্যের বাইরে কোন কিছু করার নির্দেশ দেয় না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾

তাদের (কাফিরদের) মুকাবালার জন্য যথাসম্ভব শক্তি অর্জন কর।[১৯৬]

প্রতিপক্ষকে দমন ও পরাস্ত করার মত সম্ভাব্য শক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া বৈধ নয়।

বিখ্যাত ইসলামী মনীষী শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ বলেন, সীমালঙ্ঘনকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিষয়টি শক্তি ও সামর্থ্যের সাথে শর্তযুক্ত। কেননা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা কাফের ও মুশরেকদের

১৯৬. সূরা আনফাল: ৬০।

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে অধিক উত্তম নয়। আর এটা জানা বিষয় যে এই যুদ্ধ(কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ) শক্তি ও সামর্থ্যের সাথে শর্তযুক্ত।

এর সাক্ষ্য হচ্ছে রাসূল ﷺ তাঁর পরবর্তী যুগের আমীরগণের অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে অবহিত করে গেছেন। কিন্তু তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এটা ক্ষমতা বহির্ভূত। এর অকল্যাণের ভয়াবহতা কল্যাণের চাইতে অধিক মারাত্মক। এ কারনে ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছিল এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾

আপনি কি সেসব লোকদেরকে দেখেননি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ।[১৯৭]

রাসূল ﷺ ও তার সহচরবৃন্দ মুশরিক ও মুনাফিক কর্তৃক দেয়া কষ্টের জন্য ধৈর্য ধারণ করতে এবং তাদের উক্ত আচরণ ক্ষমা করতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। কুরআনে এরকম অনেক দলীল উল্লেখ আছে যাতে এর বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি তাঁর বান্দাকে ক্ষমতা ও সামর্থ্যের উর্ধ্বে কোন কাজের ভার চাপিয়ে দেন না। সিয়াম, হজ্জ, ও যাকাতের মত আবশ্যকীয় ইবাদতগুলিও ওজর, অপরগতা ও সামর্থ্য না থাকার কারণে রহিত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজের ভার দেন না।[১৯৮]

আল্লাহর অশেষ প্রশংসা, দয়া, অনুগ্রহ ও নিয়ামত যে তিনি দ্বীনকে সহজ করেছেন এবং দয়া পরবশ হয়ে আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর দ্বীনের ক্ষেত্রে যে জটিলতা ও কষ্টের বেড়ী ছিল তা আমাদের স্কন্ধ হতে নামিয়ে দিয়েছেন। আলিমগণ এতে একমত যে শরীয়তে সামর্থ্যের উর্ধ্বে কোন কাজ চাপিয়ে দেয়া হয়নি।

১৯৭. নিসা: ৭৭।
১৯৮. সূরা বাকারা: ২৮৬।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾

আল্লাহ তোমাদের উপর ধর্মের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি।[১৯৯]

তিনি আরো বলেন:

﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾

আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন কিছু চান না।[২০০]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾

অতএব, সামর্থ্য অনুযায়ী তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।[২০১]

রাসূল ﷺ বলেন,

إذا أمرتكم بشيئ من دينكم فأتوا منه مااستطعتم وإذا نهيتكم عن شيئ فدعوه (مسلم رقم ٣٢٥٧)

যে বিষয়ে তোমাদেরকে আদেশ করি তা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আদায় কর। আর যে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করি তা তোমরা পুরোপুরি বর্জন কর।[২০২]

সহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরী ؓ হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন:

"مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ"

---

১৯৯. সূরা হাজ্জ: ৭৮।
২০০. সূরা বাক্বারা: ১৮৫।
২০১. তাগাবুন: ১৬।
২০২. সহীহ মুসলিম: ৩২৫৭।

তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যায় সংঘটিত হতে দেখলে সে যেন তার হাত দ্বারা বল প্রয়োগ করে তা বাধা দেয়। এতে সামর্থ্য না হলে সে যেন তার মুখে প্রতিবাদ করে। এতে সামর্থ্য না হলে সে যেন তা অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। আর এটা হলো সর্বাপেক্ষা দুর্বল ঈমান।[২০৩]

উক্ত হাদীসগুলো দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে, সামর্থ্য না থাকার কারণে কিভাবে বল প্রয়োগ ও মৌখিক প্রতিবাদ রহিত হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, মুসলিম পক্ষ দুর্বল হলে এবং কাফির পক্ষ শক্তিশালী হলে যুদ্ধ এড়ানোর জন্য ও শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে শান্তিচুক্তিও মুসলিমরা করতে পারে এমন বাস্তবতাকেও ইসলাম স্বীকার করে, যাকে আরবীতে (صلح) সন্ধি ও (سلم) শান্তি চুক্তি বলা হয়। যেমন নবী ﷺ হুদায়বিয়ার সন্ধি করেছিলেন। আল্লাহ বলেনঃ

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

আর তারা যদি শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে সম্মত হয়, তাহলে আপনিও সেদিকে ধাবিত হউন এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[২০৪]

٤- شبه الشرط استغناء الوالدين عن المجاهد وزوجته عنه

চতুর্থ শর্তঃ মুজাহিদ ব্যক্তি থেকে তার পিতামাতা ও স্ত্রী নিষ্প্রয়োজন হওয়া। এটিকে পূর্ণ শর্ত না বলে উপশর্ত ধরা যেতে পারে।

অবস্থা, ব্যক্তি ও পরিবার বিশেষে এই শর্তটির ধর্তব্যতা থাকলেও সকলের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। এই জন্য এটিকে উপশর্ত বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। কোন পরিবারের যদি অসহায় পিতামাতা থাকে, আর তাদের পরিচর্যার জন্য উপযুক্ত কেউ না থাকে, তাহলে এমন ব্যক্তির সন্তানের জন্য জিহাদ নেই। তার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার সেবা করাই হচ্ছে জিহাদ। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তির স্ত্রী যদি ফরয হজ্জের নিয়ত করে কিন্তু তার কোন মাহরাম না পাওয়া যায় কিংবা নিজের উপর হজ্জ ফরয হয়ে যায় তাহলে তার উপর জিহাদ নেই। জিহাদের টিমে নাম লেখা হলেও তার নাম কাটিয়ে স্ত্রীর সাথে কিংবা নিজের হজ্জে যেতে হবে।

---

২০৩. হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং- (৪৯৭৮)।
২০৪. সূরা আনফাল: ৬১।

প্রথম বিষয়ের দলীলঃ

عَنْ عَبْد اللهِ بْنَ عَمْرٍو- رضى الله عنهما- يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ " أَحَيٌّ وَالِدَاكَ ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ " فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ "- صحيح البخاري ٣٠٠٤، ٥٩٧٢ مسلم ٢٥٤٩/٥

আব্দুল্লাহ বিন আমর ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকটে এসে জিহাদে যাওয়ার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত? তিনি বললেন- হ্যাঁ, তারা উভয়েই জীবিত। নবী ﷺ বললেন, তুমি তাদের মাঝে থেকে তাদের কেন্দ্রিক জিহাদ কর।[২০৫]

দ্বিতীয় বিষয়ের দলীলঃ

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ، ولا تُسافِرَنَّ امْرَأَةٌ إلَّا ومعها مَحْرَمٌ، فَقامَ رَجُلٌ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذا وكَذا، وخَرَجَتِ امْرَأَتي حاجَّةً، قالَ: اذْهَبْ فَحُجَّ مع امْرَأَتِكَ.. (رواه البخاري ٣٠٠٦ ومسلم ١٣٤١/٤٢٤)

ইবনু আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, কোন ব্যক্তি যেন কোন নারীকে নিয়ে নির্জন না হয় এবং কোন নারী যেন মাহরাম ছাড়া একাকি সফরে না বের হয়। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রী তো হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হতে যাচ্ছে অথচ তার সাথে কোন মাহরাম নেই। আর আমি তো অমুক অমুক যুদ্ধে যাবার জন্য নাম লিখিয়েছি। নবী ﷺ বললেন, তুমি (যুদ্ধ থেকে নাম কাটিয়ে) তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জে যাও।[২০৬]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ সামর্থ্য না থাকার কারণে মক্কী জীবনে মুসলিমদের উপর জিহাদ হারাম ছিল বলে মন্তব্য করেছেন এবং হারাম হওয়াকেই জিহাদের ৪টি স্তরের প্রথম স্তর বলে বর্ণনা করেছেন।[২০৭]

---

২০৫. সহীহ বুখারী- ৩০০৪, ৫৯৭২, মুসলিম- ২৫৪৯/৫।
২০৬. বুখারী হা: ৩০০৬, মুসলিম হা: ১৩৪১/৪২৪।
২০৭. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭১)

ﻫ : أحوال كون الجهاد فرض كفاية وفرض عين

(ঙ) জিহাদ ফরযে কিফায়াহ ও ফরযে আইন হওয়ার অবস্থাসমূহ

পূর্বোল্লিখিত তিনটি শর্ত পরিপূর্ণ হলে স্বশস্ত্র জিহাদ ফরয হতে পারে। আর এই ফরয বলতে উদ্দেশ্য ফরযে কিফায়াহ বা যথেষ্টমূলক ফরয। জিহাদের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক লোক জুটে গেলে এদের অংশ গ্রহণের মধ্যমে অন্যরা এ ফরয থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক লোক থাকা সত্ত্বেও অংশগ্রহণ না করলে ও জিহাদ না হলে সকলে ফরয লঙ্ঘনকারী বলে পাপী বিবেচিত হবে।

বিশেষ কিছু অবস্থায় জিহাদ ফরযে আইন বা প্রত্যেকের উপর ব্যক্তিগতভাবে ফরয হয়। যেমন:

১। শর্ত সাপেক্ষে কোন যুদ্ধক্ষেত্রে যারা উপস্থিত হবে তাদের সবার উপর যুদ্ধে শরীক হওয়া ফরয। কারো পিছপা বা লুকিয়ে থাকা বৈধ নয়।

২। নিজ দেশ বা অঞ্চলে আগ্রাসী বাহিনী আক্রমণ করলে (উল্লেখিত শর্ত পূর্ণ না থাকলেও) উক্ত দেশে ও অঞ্চলের সকলের উপর জিহাদ ফরযে আইন। সামর্থ্য যাই থাকুক না কেন।

৩। মুসলিম শাসক/সেনাপতি যাদেরকে (যোগ্যতা ও সামর্থ্যের কারণে) প্রয়োজন মনে করবেন তাদের সবার উপর ফরযে আইন।

৪। মুসলিম শাসক যাদেরকে জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য নির্দেশ দিবেন তাদের উপর জিহাদ ফরযে আইন।[২০৮]

একটি সতর্কীকরণঃ উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে বুঝতে পারলাম যে, উপরোক্ত তিনটি শর্ত পূরণ ব্যতীত কোন জিহাদকে ইসলামী জিহাদ বলে গণ্য করা যাবে না। তবে সাবধান! বর্তমান প্রেক্ষাপটে জিহাদের নামে জঙ্গীবাদীদের পরিচালিত বিভিন্ন সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের উপর অনুমান করে ও বিরূপ হয়ে কুরআন হাদীসে বর্ণিত প্রকৃত ইসলামী জিহাদকে অস্বীকার মানে আল্লাহ, কুরআন, নবী ﷺ ও তাঁর হাদীসকে অস্বীকার করার শামিল; যা নিঃসন্দেহে কুফরী গুনাহ।

---

২০৮. আল মুলাখখাসুল ফিকহী: ১/৪৬১।

و: أسباب انحراف الجماعات الجهادية
(চ) জিহাদী দলগুলো পথ ভ্রষ্টতার কারণ

١- الجهل وعدم الرجوع إلى العلماء

১। অজ্ঞতা এবং আলেম ওলামাদের নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ না করা।

٢- العاطفة، قال الشيخ ابن عثيمن: العاطفة عاصفة إن لم تقيد بالشرع

২। অতিরিক্ত আবেগ। শায়খ ইবনু উছাইমীন রহ. বলেনঃ আবেগকে যদি শরঈ বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ না করা হয় তাহলে সেটি একটি প্রলয়ঙ্কারী ঝড়ের মত ক্ষতিকর হতে পারে।[২০৯]

ز: أقوال الأئمة والعلماء في قتال المسلمين وحكامهم والخروج عليهم
(ছ) সাধারণ মুসলিম ও তাদের শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও বিদ্রোহ করার বিষয়ে ইমাম ও আলিমগণের ফাতাওয়া

১। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. বলেনঃ কোন ব্যক্তি কর্তৃক শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও তার বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করা অবৈধ। যে ব্যক্তি এরূপ কর্মে জড়িত হবে সে মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্টকারী, নবীর সুন্নাত ও তরীকার বিরুদ্ধাচরণকারী। এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে জাহেলী মৃত্যু হবে।[২১০]

২। ইমাম বারবাহারী রহ. বলেনঃ যে ব্যক্তি মুসলিম নেতার নেতৃত্বের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে সে ব্যক্তি খারেজী (বিদ্রোহী) এবং সে মুসলমানদের শক্তি বিনষ্টকারী এবং সুন্নাতের বিরোধীতাকারী হিসেবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে তা হবে জাহেলী যুগীয় মৃত্যু।[২১১]

৩। ইমাম কুরতুবী রহ. বলেনঃ অধিকাংশ আলেমের সিদ্ধান্ত এই যে, ধৈর্য ধারণ করে অত্যাচারী শাসকের আনুগত্যে অটল থাকা তার বিরুদ্ধে

---

২০৯. হাক্বীকাতুল খাওয়ারিজ পৃঃ ৫৬, ৬২।
২১০. শারহু উছুলিল ই'তিক্বাদ, লালকাঈ ১/১৬১, হাক্বীকাতুল খাওয়ারিজ ২৯ পৃঃ।
২১১. শারহু উছুলিল ই'তিক্বাদ, লালকাঈঃ ১/১৬১, হাক্বীকাতুল খাওয়ারিজ, পৃঃ ২৯।

বিদ্রোহ ঘোষণা করার চেয়ে উত্তম। কেননা তার সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়া, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা, অস্ত্র ধারণের দ্বারা ভয়ভীতি প্রদান করা, রক্ত প্রবাহিত করা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর মাধ্যমে যমীনে ফিৎনা সৃষ্টি করা শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার শামিল। অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করাকে মু'তাযিলা সম্প্রদায় তাদের মাযহাবে বৈধতা প্রদান করেছে। খারেজী সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তও তাই।[২১২]

৪। ইবনু তাইমিয়্যাহ রহ. বলেনঃ আহলে সুন্নাতের প্রসিদ্ধ মাযহাব এই যে, সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা বৈধ নয়, যদিও তাদের নিকট যুলুম-অত্যাচার পাওয়া যায়। সহীহ হাদীসগুলো তারই প্রমাণ বহন করে।[২১৩]

৫। ইবনুল কাইয়্যিম জাওযিয়া রহ. বলেনঃ কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ যদি আরো বড় ধরনের অন্যায়ের আবির্ভাব ঘটায়, যেমন সরকার ও রাষ্ট্রের পরিচালকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার মাধ্যমে ঘটে থাকে তাহলে তা হবে সমস্ত অন্যায়, অনাচার ও ফিৎনার মূল।[২১৪]

৬। শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায রহ. বলেনঃ যদি শাসকের নিকট আল্লাহর ব্যাপারে অবাধ্যতামূলক অপরাধ পাওয়া যায় তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং তার নির্দেশ অমান্য করা ও আনুগত্য হতে বেরিয়ে যাওয়া হচ্ছে খারেজী ও মু'তাযিলীদের দ্বীন-ধর্ম, আহলে সুন্নাতের নয়।[২১৫]

৭। শায়খ ইবনু উছাইমীন রহ. বলেনঃ কোন কোন নির্বোধ জ্ঞানহীন লোকের বক্তব্য এই যে, সরকার যদি ইসলামকে পূর্ণরূপে মান্য না করে তাহলে তার আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়। এ কথা ও মন্তব্য ভুল। এটি ইসলামী শরীয়তের কোন কিছুরই মধ্যে পড়ে না। বরং এটি খারেজীদের মাযহাব।[২১৬]

---

২১২. তাফসীর কুরতুবীঃ ২/১০৯, হাক্বীকাতুল খাওয়ারিজ, পৃঃ ৩০।
২১৩. মিনহাজুস সুন্নাহ পৃষ্ঠা -২/৩৯১, হাক্বীকাতুল খাওয়ারিজ ৮১ পৃঃ।
২১৪. ই'লামুল মুওয়াক্কিঈনঃ ৩/১৫, হাক্বীকাতুল খাওয়ারিজ, পৃঃ ৮৩।
২১৫. আল-ফাতাওয়া আশ শারঈয়্যাহ, পৃঃ ১৪, হাক্বীকাতুল খাওয়ারিজঃ ২৯।
২১৬. হাক্বীকাতুল খাওয়ারিজঃ ২৯-৩০ পৃঃ।

পঞ্চম অধ্যায়

চরমপন্থা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস বিষয়ক বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ খণ্ডন করে ৩৪টি প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন- ১ : ইসলামে জিহাদ আছে কি?

উত্তর : অবশ্যই ইসলামে জিহাদ আছে। কারণ, কুরআনে শত শত আয়াতে আল্লাহ জিহাদের প্রতি উৎসাহিত ও নির্দেশ প্রদান করেছেন। এমনিভাবে নবী ﷺ শত শত হাদীসে উৎসাহিত ও নির্দেশ দেয়ার পাশাপাশি নিজে স্বশরীরে জিহাদ করেছেন। নমুনা স্বরূপ এরূপ কিছু কুরআনের আয়াত ও নবী ﷺ এর হাদীস দেখুন অত্র গ্রন্থের ১১৩ পৃষ্ঠায়।

প্রশ্ন- ২ : জিহাদ কিভাবে কখন করতে হবে?

উত্তর : যেভাবে আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূল করতে বলেছেন এবং যখন তার উপযুক্ত প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি আসবে। (প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নোত্তরে দেখুন)

প্রশ্ন- ৩ : জিহাদ কি কোন শর্তসাপেক্ষে ফরয না কি শর্তমুক্তভাবে?

উত্তর : ছালাত, ছিয়াম, হাজ্জ, যাকাতসহ অন্যান্য ইবাদত যেরূপ শর্ত সাপেক্ষে ফরয তেমনি জিহাদও শর্ত সাপেক্ষে ফরয । শর্তমুক্ত ভাবে নয়।

প্রশ্ন- ৪ : ইসলামে জিহাদের বিধান কি?

উত্তর : পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ও শর্ত সাপেক্ষে জিহাদ ফরয বা ফরযে কিফায়াহ বা ফরযে আইন। আবার অবস্থা বিশেষে যে কোন শর্ত অবিদ্যমানের ক্ষেত্রে হারাম বা অবৈধও হতে পারে।

প্রশ্ন- ৫ : জিহাদের শর্তসমূহ কি কি?

উত্তর : জিহাদের মৌলিক শর্ত তিনটি। (১) জিহাদ পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র ভূখণ্ড ও ক্ষমতাসীন প্রকাশ্য প্রশাসনিক নেতা থাকতে হবে- (সহীহ বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থ)। আত্মগোপনকারী নেতার নেতৃত্বে নয়। (২) মুসলিম পক্ষ ও কাফির পক্ষ পুরোপুরি চিহ্নিত ও পৃথক হতে হবে-

(সূরা আল ফাতহ, ২৩৫)। (৩) প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত শক্তি ও ক্ষমতা থাকতে হবে। জনসংখ্যার দিক থেকে কাফিরদের বিপরীতে কমপক্ষে শতকরা ১০% ধৈর্যশীল খাঁটি মুমিন পাওয়া যেতে হবে।

প্রশ্ন-৬ঃ বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সশস্ত্র জিহাদের প্রয়োজনীয়তা ও বৈধতা কতটুকু?

উত্তর : বাংলাদেশে সশস্ত্র জিহাদের মোটেও প্রয়োজন নেই, এখানে প্রয়োজন দাওয়াত ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের। সশস্ত্র জিহাদ ফরয বা বৈধ হওয়ার জন্য যে সব শর্ত রয়েছে কোনটি বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। অতএব, এ দেশে সশস্ত্র জিহাদ করা হারাম বা অবৈধ। এমতাবস্থায় কেউ মুর্খতাবশতঃ জিহাদ করলে ইসলামের দৃষ্টিতে তা নিছক গর্হিত কাজ বৈ কিছুই বিবেচিত হবে না। আর জিহাদ পরিচালনা কারীরা খারেজী গোমরাহ দল হিসেবে আখ্যায়িত হবে।

প্রশ্ন- ৭ : জামাআতুল মুজাহিদীন ও জাগ্রত মুসলিম জনতা নামের দল দু'টি বাংলাদেশে দ্বীন কায়েম ও জিহাদের নামে যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে বা করছে তা কি ইসলাম সমর্থিত জিহাদের আওতায় পড়ে?

উত্তর : তাদের কর্মকাণ্ড কোন ক্রমেই ইসলামী জিহাদের আওতায় পড়ে না। কারণ জিহাদের যে মৌলিক তিনটি দলীলভিত্তিক শর্ত রয়েছে, তার একটিও বিদ্যমান নেই। ক্ষমতাসীন প্রকাশ্য কোন মুসলিম শাসকের নেতৃত্বে এসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়নি। বরং গোপন আস্তানায় অবস্থানকারী ক্ষমতাহীন নেতার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে। জিহাদের বৈধতার জন্য কাফির ও মুসলিম পক্ষ পুরোপুরী চিহ্নিত ও পৃথকীকরণ করা ছাড়া নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। অতএব এ ধরণের কাজকে কস্মিনকালেও জিহাদ বলা যাবে না।

প্রতিপক্ষ কাফির বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত সমরাস্ত্র ও জনশক্তি (প্রতিপক্ষের তুলনায় পরিমাণে কম হলেও) থাকতে হবে। কিন্তু তারা কাফির প্রতিপক্ষ চিহ্নিত না করে ও পর্যাপ্ত সামরিক ও জনশক্তি অর্জন না করেই গোপনে থেকে এসব কর্মকাণ্ড

পরিচালনা করছে। ফলে তাদের পরিচালিত কর্মকাণ্ড জিহাদ নয় বরং নিছক সন্ত্রাসী কাজ।

প্রশ্ন- ৮ : আমাদের দেশের শাসকদের ব্যাপারে ইসলামের কি সিদ্ধান্ত রয়েছে?

উত্তর : যে সমস্ত শাসক ছলাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ও দান খায়রাত নিজে করে ও অপরকে করতে আদেশ দেয়া ছাড়া নিষেধ করেন না এবং অনেক পাপকর্ম থেকে বেঁচে চলেন। তাঁরা যদি এর পাশাপাশি আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসন না করাসহ আরো কিছু কিছু পাপ কাজে জড়িত থাকেন তবুও তাঁদেরকে কাফির বলা যাবে না- যদি পাপগুলোকে হালাল মনে না করে। তারা এসব পাপের কারণে যালিম ও ফাসিক হবে। সর্বোচ্চ তাদেরকে মুনাফিক পর্যায়ের বলা যেতে পারে। আর নবী ﷺ এর সমাজে মুনাফিকরাও বসবাস করেছে। অথচ তিনি ﷺ তাদেরকে তাড়িয়ে দেননি এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেননি। এমনকি তাদেরকে হত্যা করতে চাওয়া হলে নবী ﷺ তা থেকে বারণ করেছিলেন। কাজেই এ ধরণের শাসক ও সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা বৈধ নয় বরং প্রজ্ঞার সাথে তাদেরকে দাওয়াত ও বুঝানোর কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।

প্রশ্ন- ৯ : মুসলিম শাসক যদি ইসলামী বিধান দ্বারা শাসন না করে তবে কি তাকে কাফির ও মুরতাদ বলা যাবে এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে?

উত্তর : মুসলিম শাসক যদি ইসলামী বিধান দ্বারা শাসন না করে তবুও তাকে কাফির ও মুরতাদ বলা যাবে না এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। কিন্তু যদি ইসলামী বিধানকে অস্বীকার ও অনুপযুক্ত মনে করে ও ঘৃণা করে তবে সে দলীল প্রমাণ সাপেক্ষে কাফির ও মুরতাদ হতে পারে। এ বিষয়ে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম সিদ্ধান্ত দিবেন। এমতাবস্থায় ক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকলে এবং অধিক বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকলে বিদ্রোহ করে তাকে উৎখাত করা সম্ভব হলে তাই করা উচিত। অন্যথায় নয়।

প্রশ্ন- ১০ : ইসলামে জিহাদের নামে আত্মহত্যা বৈধ কি?

উত্তর: ইসলামে আত্মহত্যা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

"তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে (পরস্পরকে) হত্যা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল।"[২১৭]

রাসূল ﷺ বলেছেন :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ»

'যে ব্যক্তি নিজেকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করবে তাকে জাহান্নামে অনুরূপভাবে শাস্তি দেয়া হবে। যে ব্যক্তি নিজেকে আঘাত করে আত্মহত্যা করবে তাকেও অনুরূপভাবে জাহান্নামে আঘাত করা হবে।'[২১৮]

প্রশ্ন- ১১: তথাকথিত জিহাদী চেতনায় বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে যে আত্মঘাতি বোমা হামলা করা হয় সে সম্পর্কে ইসলামের বিধান কি?

উত্তর: এ ধরনের আত্মঘাতি হামলা করে অন্যের প্রাণনাশের সাথে নিজের প্রাণনাশ করা আত্মহত্যারই শামিল, আর উভয়ই হারাম। পূর্বোক্ত উত্তরে দলীল দ্রষ্টব্য।

তবে হ্যাঁ, জিহাদের মাঠে বা জিহাদ পরিচালনাকালে জিহাদের অংশ হিসেবে সেনাপতি যদি এমন অভিযান কর্মসূচি পালনের নির্দেশ দেন যেখানে নিজের জীবন নাশের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, এমন ক্ষেত্রে মারা গেলে তা আত্মহত্যা বলে গণ্য হবে না। বরং ইসলামী জিহাদে শহীদ বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন- ১২ : কুরআনে আছে যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা শাসন করে না তারা কাফির।[২১৯]

---

২১৭. সূরা নিসা, ২৯।
২১৮. সহীহ বুখারী ১৩৬৫।
২১৯. মায়িদাহ : আয়াত ৪০।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশসহ অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত দেশের মুসলিম শাসকরা কি কাফির নয়? কারণ তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা শাসন করে না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয় "যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা শাসন করে না তারা কাফির" বলা হয়েছে। এই একই অপরাধের কারণে পরবর্তী আয়াতগুলোতে কাফির না বলে জালিম (অত্যাচারী) ও ফাসিক (পাপাচারী) বলা হয়েছে। অতএব শুধু কাফির হয় একথা ভুল, কারণ উক্ত অপরাধে জড়িত ব্যক্তি শুধু কাফির হয় না বরং অবস্থা বিশেষে যালিম ও ফাসিক হয়। মুসলিম শাসকদের যালিম বা ফাসিক হওয়ার দিকটাই প্রাধান্য যোগ্য। অবস্থাগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য অত্র পুস্তকে তাকফীর অধ্যায় পড়ুন।

প্রশ্ন- ১৩ : ইসলামী রাষ্ট্র বা শাসন ব্যবস্থা কি স্বশস্ত্র জিহাদ ছাড়া কায়িম হতে পারে?

উত্তর : হ্যাঁ, স্বশস্ত্র জিহাদ ছাড়াই ইসলামী রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা কায়িম হতে পারে। আর তা সম্ভব খাঁটি ইসলামী জ্ঞানের ব্যাপক প্রচার, প্রসার ও দাওয়াত-তাবলীগের মাধ্যমে, ইসলাম প্রিয় নিবেদিত প্রাণ পর্যাপ্ত পরিমাণ কর্মী তৈরি করে। এ পন্থায় নবী ﷺ প্রথমে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এমনকি নবী ﷺ মক্কা থেকে মদীনায় আসার পূর্বেই মদীনা ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে উপযুক্ত ও প্রস্তুত ছিল। তিনি আসার পর ইসলামী রাষ্ট্রের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। কোন ইতিহাসে নেই যে, তিনি স্বশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়িম করেছিলেন। বরং দাওয়াতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের কল্যাণের স্বার্থে ও প্রয়োজনে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যকার একটি হচ্ছে স্বশস্ত্র জিহাদ।

প্রশ্ন- ১৪ : নবী ﷺ ইয়াহুদী নেতা কা'ব বিন আশরাফকে ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি সাধনের দায়ে রাতের বেলা গোপনে হত্যা করেছিলেন। সুতরাং যারা আজকাল ইসলামের বিরোধিতা ও ক্ষতি করে তাদেরকে গোপনে হত্যা করা বৈধ হবে না কেন?

উত্তর : ড. সালেহ ইবনু ফাওযান আল ফাওযান ﷾ বলেন : কা'ব বিন আশরাফের হত্যার ঘটনায় গুপ্ত হত্যা জায়েয বা বৈধ হওয়ার দলীল মিলে

না। কারণ কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করা হয়েছিল রাসূল ﷺ এর নির্দেশক্রমে যিনি ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান। কা'বের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি হয়েছিল, কিন্তু তার পক্ষ হতে নিরাপত্তা চুক্তি লংঘিত হওয়ায় এবং মুসলমানদেরকে তার অনিষ্টতা হতে রক্ষার জন্য তাকে হত্যা করা বৈধ হয়েছিল। তাকে হত্যার বিষয়টি রাষ্ট্রের পরিচালককে বাদ দিয়ে অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষ হতে ছিল না। যেমনটি বর্তমান যুগের গুপ্ত হত্যাগুলোর ক্ষেত্রে ঘটছে। ইসলাম ও মুসলমানদের ভাগ্যে অভাবনীয় ক্ষতির আশংকা থাকায় এরূপ তৎপরতাকে ইসলাম আদৌও সমর্থন করে না।

প্রশ্ন- ১৫ : সিনেমা হলের অশ্লীল প্রদর্শনী ও নারী-পুরুষের সম্মিলিত নাচ-গানের অনুষ্ঠান যেহেতু ইসলামে হারাম ও ব্যভিচারের প্রতি উত্তেজিত ও উদ্বুদ্ধ করে তাই এসব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান বোমা মেরে ধ্বংস করে ফেলা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি-না?

উত্তর : না, তা বৈধ হবে না। সিনেমা হলের অশ্লীলতার প্রদর্শনী ও নারী-পুরুষের সম্মিলিত নাচ-গানের অনুষ্ঠান হারাম এবং ব্যভিচারের প্রতি উত্তেজনা ও উদ্বুদ্ধকর হওয়া সত্ত্বেও এগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে হত্যাযোগ্য অপরাধ নয়। অতএব এসব অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরকে বোমা মেরে হত্যা করা উক্ত অপরাধের চেয়ে অনেক বড় অপরাধ এবং ইসলামী বিধানের স্পষ্ট লঙ্ঘন। কারণ ৪ জনের সাক্ষ্য দ্বারা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া প্রমাণিত হলেও তো (ইসলামী রাষ্ট্রে) ইসলামের দৃষ্টিতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না- যদি অবিবাহিত হয়, বরং ১০০ বেত্রাঘাত (দোররা) খেয়ে তার বেঁচে থাকার অধিকার আছে। আর এ শাস্তি কার্যকর করবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বৈধ শাসক অথবা তার পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত বিচারক। তাহলে কিভাবে ব্যাভিচারের প্রতি উদ্বুদ্ধকর আচরণে জড়িত হলে সাধারণ কোন ব্যক্তির জন্য তাকে হত্যা করা বৈধ হতে পারে? এ ধরণের অপরাধের ক্ষেত্রে দাওয়াত দিয়েই তাদেরকে উক্ত অপরাধ থেকে সরানোর চেষ্টা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকার বা ক্ষমতাসীন ব্যক্তি শাসনমূলক কোন শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেন।

প্রকাশ থাকে যে, শরীয়তে যে সমস্ত অপরাধের কারণে নির্দিষ্ট হদ (শাস্তি) নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সমস্ত শাস্তি ক্ষমতাসীন ইসলামী শাসকের

তত্ত্বাবধানে ছাড়া কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য তা কায়িম করা ফিৎনা বা বিপর্যয় সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন- ১৬ : কাফির শক্তি যদি কোন মুসলিম রাষ্ট্রে চড়াও হয়, সেক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতির অপেক্ষা না করে যার যতটুকু সহায় সম্বল আছে তা-ই নিয়ে তাদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করতে হবে এতে মুসলিম আলিমদের কোন দ্বিমত নেই। যেহেতু আমাদের দেশের উপর খৃষ্টান, হিন্দু ও ইয়াহুদীরা বিভিন্ন অপসংস্কৃতি, গান-বাজনার যন্ত্রপাতি, মিডিয়া ও এনজিও প্রতিষ্ঠা করে ব্যাপকভাবে আমাদের উপর চড়াও হয়েছে। ইসলাম ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত করছে, নারীদেরকে বেপর্দা বানাচ্ছে, ঋণের নামে ব্যাপকভাবে সুদী কারবার ছড়াচ্ছে, ঈমান ধ্বংস করছে। তাহলে এদের বিরুদ্ধে ইসলামী নেতৃত্ব ও নেতার অনুমতি ছাড়া সবার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ বৈধ হবে না কেন?

উত্তর : আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরণের কাফির গোষ্ঠী মুসলিমদের উপর চড়াও হয়ে থাকলেও এ চড়াও যশস্ত্র নয়। সেবা, কৌশল, আদর্শ, আকর্ষণ ও অর্থের লোভ-লালসা দিয়ে বিভ্রান্ত ও বেঈমান বানানো হচ্ছে। কাজেই তাদের মোকাবেলায় যশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা না করে কৌশলে ব্যাপক দাওয়াত দানের মাধ্যমে ধর্মীয় বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করে তাদের মুকাবিলা করতে হবে। মুসলিম সমাজে ইসলামী জ্ঞান ও সচেতনতার প্রসার ঘটলে ঐ সকল অপশক্তি ঠাঁই পাবে না। এছাড়াও মুসলিম ধনাঢ্য ব্যক্তিদেরকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের আর্থিক সহযোগিতায় এনজিও খুলে মুসলিমরা এসব খাতে কাজ করতে বাধা কোথায়? তারা সফল হলে আমরা সফল হবো না কেন?

প্রশ্ন- ১৭ : আল্লাহ কুরআন মাজীদে বলেছেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম (রোযা) ফরয করা হয়েছে, যেমনভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল।"[২২০]

---

২২০. সূরা বাকারা, ১৮৩।

কুরআনের এ নির্দেশেই আমরা সকল বালিগ মুসলিম ফরয মনে করে ছিয়াম পালন করি। অথচ একই শব্দে আল্লাহ জিহাদ ফরয করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾

" তোমাদের উপর সশস্ত্র জিহাদ ফরয করা হয়েছে ...।"[২২১]

অথচ আমরা এ ফরয আদায়ের ক্ষেত্রে এত অযুহাত ও টালবাহানা করে দূরে সরে থাকছি কেন?

উত্তর : একই শব্দ ও ভঙ্গিতে দু'টি আমল ফরয করা হলেও দু'টির মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। যেমন :

১। ছিয়াম প্রত্যেক বছর নির্দিষ্ট মাস, তারিখ ও সময়সীমার ভিতর পালন করতে হয়। কিন্তু জিহাদের জন্য কোন বছর, মাস, তারিখ ও সময়সীমা নির্ধারিত নেই। বরং যখন তার উপযুক্ত প্রেক্ষাপট আসবে ও শর্তাবলী বিদ্যমান থাকবে তখন জিহাদ ফরয ।

২। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিহাদ ফরযে কিফায়াহ (যথেষ্টমূলক ফরয) জিহাদের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক লোক উপস্থিত হয়ে গেলে এদের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে অন্যরা এ ফরয থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু ছিয়াম সকল বালিগের উপর ফরযে আইন। অর্থাৎ সকল বালিগের উপর এককভাবে ফরয । অতএব কেউ (প্রেক্ষাপট না পাওয়ার কারণে) জীবনে একবারও জিহাদ না করতে পারলেও সে ফরয তরককারী হবে না। কিন্তু ছিয়াম প্রতি বছর রমাযান মাসে সুস্থ থাকলে ও মুকীম অবস্থায় থাকলে পালন করতে হবে। সুস্থ্য ও মুকীম অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও কেউ পালন না করলে তাকে ফরয তরককারী গণ্য করা হবে। সুতরাং দু'টি আমলের মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

৩। নবী ﷺ ও মুমিনরা মক্কার ১৩টি বছরে কত অকথ্য জুলুম-নির্যাতন, হত্যার শিকার হয়েও জিহাদ করেননি, তাহলে কি তারা অপরাধী ছিলেন? এত কিছুর পরেও কেন মক্কায় জিহাদ ফরয করা হলো না বাজিহাদের অনুমতি দেয়া হলোনা। (২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নোত্তর দেখুন ও পড়ুন)

---

২২১. সূরা বাকারা, ২১৬।

প্রশ্ন- ১৮ : রসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীসের দৃষ্টিতে নারী নেতৃত্ব শরীয়ত সম্মত নয়, বরং হারাম। নবী ﷺ বলেছেন :

قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً»

যে জাতি তাদের নেতৃত্বের ভার কোন মহিলাকে দান করল তারা কখনোই সফলকাম হতে পারবে না।[২২২]

অতএব নারীর নেতৃত্ব মানা বৈধ নয়। সুতরাং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও জিহাদ পরিচালনা করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না কেন?

উত্তর : "নারীর নেতৃত্বের ফলে জাতির সফলকাম না হওয়া" আর নারী নেতৃত্ব মানা বৈধ নয় দু'টি কথা এক নয়। বরং দু'টি কথার মধ্যে পার্থক্য আছে। হ্যাঁ, সফলকাম হওয়া বা কল্যাণ আহরণের জন্য ও অকল্যাণ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নারী বাদ দিয়ে যোগ্য পুরুষকে নেতৃত্ব দান করা উচিত। কিন্তু যেকোন কারণে জাতি যদি পুরুষ বাদ দিয়ে নারীকে নেতৃত্ব দিয়ে দেয় তাহলে অকল্যাণের আশঙ্কা নিয়েই তার নেতৃত্ব মানা বৈধ। তবে আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে নয়। তিনি যদি ইসলামী শাসন কায়িম করেন তবে তো আরো ভালো। সেক্ষেত্রে শুধু তার ব্যক্তি কেন্দ্রিক ইসলামী অনুশাসন লংঘিত হবে। যা হবে তা তাঁর এবং আল্লাহর মাঝের ব্যাপার। তাকে নেতৃত্ব ছাড়ার জন্য অব্যাহতভাবে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা উপযুক্ত পন্থায় উপদেশ দিতেই থাকতে হবে। আর সামর্থ্য ও ক্ষমতা থাকলে বিদ্রোহের মাধ্যমে তাকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

প্রশ্ন- ১৯ : মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকা দিয়ে মক্কার বণিক দলের মালামাল নিয়ে অতিক্রম করার সময় নবী ﷺ তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে তাদের মালামাল হস্তগত করার জন্য যে আক্রমণ করেছিলেন তার জের ধরে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এমনিভাবে সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন সারিয়াহ (ছোট জিহাদী দল) পরিচালনা করে কাফিরদের সম্পদ আহরণ করেছিলেন। অতএব মুসলিম অধ্যুষিত দেশে বসবাসকারী কাফির ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সম্পদ লুণ্ঠন বৈধ হবে না কেন?

---

২২২. সহীহুল বুখারী হাঃ ৪৪২৫।

উত্তরঃ নবী ﷺ কর্তৃক মক্কার মুশরিক বণিক দল এর মালামাল আহরণের জন্য অভিযান পরিচালনা, এমনিভাবে সাহাবীগণের অভিযান এসবই ছিল মক্কার মুসলিমদের উপর নির্যাতন ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠনের প্রতিশোধ ও বিনিময়ের অংশ হিসাবে। যা ছিল অত্যন্ত ন্যায় সঙ্গত ও ইসলাম সম্মত।[২২৩]

অতঃপর তা ছিল স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান নবী ﷺ-এর নির্দেশ ও পরামর্শক্রমে। বর্তমান মুসলিম অধ্যুষিত দেশে বসবাসকারী কাফির ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অবস্থা তদানীন্তন যুগের কাফিরদের মত নয়, আর এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশও নেই। সুতরাং আজকাল কাফির ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের সম্পদ লুণ্ঠন, ব্যাংক ডাকাতি সন্ত্রাসী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয় যা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম।

প্রশ্ন- ২০ : আবু বাছীর ও আবু জান্দাল নামক দু'জন সাহাবী গোপন বাহিনী গঠন করে মক্কার মুশরিক দলের সিরিয়া থেকে পণ্য আমদানীর সময় তাদের প্রতি আক্রমণ চালিয়ে হত্যা করে তাদের মাল লুণ্ঠন করেছিলেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে ও ইতিহাসে পাওয়া যায় তাহলে আজকাল কেন কোন মুসলিম গোষ্ঠীর জন্য গোপন দল গঠন করে অমুসলিমদের সম্পদ হরণ করা যাবে না?

উত্তর : হ্যাঁ ঘটনা সত্য হলেও প্রেক্ষাপটের দিকে লক্ষ্য করে তাদের জন্য তা সাময়িকভাবে বৈধ হতে পারে। আমাদের দেশে সে প্রেক্ষাপট নেই বলে তা জায়িয নয়। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে একটি চুক্তি ছিল এই যে, মুসলিম হয়ে কোন ব্যক্তি মক্কা থেকে মদীনায় পালিয়ে গেলে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু মদীনা থেকে কেউ মক্কায় পালিয়ে গেলে তাকে মদীনায় ফেরত দেয়া হবে না। এটি একটি অন্যায় চুক্তি হলেও নবী ﷺ বৃহৎ স্বার্থে তা সাময়িকভাবে মেনে নিয়েছিলেন। এ চুক্তি অনুযায়ী তারা ২জন মক্কা থেকে মদীনায় আসলে নবী ﷺ তাদেরকে মক্কাবাসীর কাছে হস্তান্তর করেছিলেন। মক্কায় যাওয়ার পথে যারা তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছিল পথিমধ্যে তারা তাদেরকে হত্যা ও পরাজিত করে মুক্ত হয়ে আবার নবী

---

২২৩. সূরা হজ্জ: ৩৯, ৪০।

ﷺ-এর নিকট ফিরে এসেছিলেন। নবী ﷺ আবারও তাদেরকে ফেরত দেয়ার পরিকল্পনা করলে তারা ২জন আরব উপসাগরের কিনারে একটি স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। অতঃপর যারাই এ অবস্থার শিকার হয়েছিল তারা সকলে আবু জান্দাল ও আবূ বাসীরের সাথে মিলিত হয়েছিল। এভাবে তারা স্বতন্ত্র একটি এলাকার আধিপত্য গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। ঠিক যেন রসূল ﷺ-এর আদলে আরো একটি অঞ্চল তাদের মাধ্যমে গড়ে উঠে। তারা মুশরিক বণিক দলের সাথে যে আচরণ করেছিল তা প্রতিশোধ হিসেবে করেছিল। আর প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকলে ইসলাম তা নেয়ার অনুমতি দিয়েছে। মক্কাবাসীরা তাদেরকে নিজ ধর্ম ইসলাম পালনে বাঁধা দিয়েছিল, নির্যাতন করেছিল, অনেককে হত্যা করেছিল, সম্পদ লুণ্ঠন করেছিল।[২২৪]

তথাকথিত জিহাদী দলের লোকদের প্রেক্ষাপট, কারণ, যুক্তি ও ক্ষমতা কোন দিক থেকে আবূ বাসীর ও আবূ জান্দালের গ্রুপের মত নয়। বরং উক্ত ঘটনায় মুসলিমদের দুর্বল অবস্থায় কাফিরদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া এবং এমতাবস্থায় কোন বিতর্কিত মুসলিমকে শক্তিশালী কাফিরদের দাবী অনুযায়ী মুসলিম সমাজের বৃহৎ স্বার্থ রক্ষার্থে নির্যাতিত ও নিহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে এমতাবস্থায় "ইসলামী তুকৃইয়া নীতি" অনুযায়ী সাময়িক ছদ্মবেশে কাফির পরিচয়ে থাকতে হলেও কাফিরদের নিকট তাকে হস্তান্তর জায়িয।[২২৫]

প্রশ্ন- ২১ : আল্লাহর রসূল ﷺ কাবাগৃহের ৩৬০টি ও আরবের অন্যান্য স্থানে স্থাপিত মুর্তিগুলো ভেঙ্গে তাওহীদের পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। আমাদের দেশে মাযার, মন্দির, দরগাহ-দরবার ও শহীদ মিনার, শিখা অনীর্বাণ ও শিখা চিরন্তনের মত অগ্নিপূজা, পতাকা পূজা, পহেলা বৈশাখ ইত্যাদি শিরক-বিদ্'আতের আখড়া। এসব স্থানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে জীবিত মৃত ওয়ালী দরবেশ, জড়বৃক্ষ ও ইট পাথরের নিকট শ্রদ্ধা নিবেদন, পুষ্পস্তবক অর্পন, প্রার্থনা কুর্ণিশ ও সাজদাহ করা হয়। অতএব এসব

---

২২৪. বৈধতার দলীল, সূরা হজ্জ: ৩৯, ৪০।
২২৫. দেখুন ইবনু কাসীর প্রণীত আল বিদায়া ওয়ান্ নিহায়াহ ৪/১৪৫, ১৫২ ও আল মাওয়াহেবুল্ লাদুনিয়াহ ১/২৭৫।

শিরকী আড্ডাখানা বোমা মেরে গুঁড়িয়ে ফেললে তাওহীদের দাবী পূরণ হিসেবে গণ্য হবে না কি?

উত্তর : নবী ﷺ তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে আসার (অর্থাৎ নবী হওয়ার) প্রায় ২১ বৎসর পর তিনি ঐসব মূর্তি ভেঙ্গে ছিলেন। ২১টি বছর শুধু দাওয়াত দিয়ে বুঝিয়েছিলেন এগুলোর পূজা করা শিরক। যা আল্লাহর দৃষ্টিতে সব চাইতে বড় গুনাহ। যখন তারা পুরোপুরি বুঝে গিয়েছিল তখন তারা নিজেরাই সেগুলো ভেঙ্গে ফেলেছিল বা ভেঙ্গে ফেলার ব্যাপারে সম্মতি ও সহযোগিতা দান করেছিল। অতএব উল্লেখিত বস্তুগুলো যদি শিরক হয় তবে এর সাথে সংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকে আগে কুরআন-হাদীসের দলীল প্রমাণ সহকারে বুঝাতে হবে। অন্যথায় না বুঝিয়ে ওসব ভেঙ্গে ফেলা নবী ﷺ-এর নীতি বহির্ভূত আচরণ বলে বিবেচিত হবে এবং হিত করতে যেয়ে তার বিপরীত হবে। একদিকে নিজের ওপর বিপদ চাপবে অপর দিকে এই শির্কের আড্ডাখানাগুলো আরো ভালোভাবে পুনঃস্থাপিত হয়ে অধিক জমজমাট হবে ও শির্ক-বিদ্'আতের মাত্রা আরো বাড়বে।

প্রশ্ন- ২২ : আল্লাহ বলেছেন-

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾

"তোমরা তাদের (কাফিরদের মোকাবিলায় যুদ্ধের) উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব ক্ষমতা ও শক্তি অর্জন কর তোমাদের শক্তি সামর্থ্য থেকে ও লালিত-পালিত ঘোড়া থেকে যার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করবে এবং তাদের ছাড়া অন্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন।"[২২৬]

এ আয়াত দ্বারা জিহাদের জন্য যুদ্ধোপকরণ ও অস্ত্র তৈরী করা ফরয করা হয়েছে।[২২৭]

যার মাধ্যমে আল্লাহর ও তাঁর বান্দাদের শত্রুদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে হবে। অতএব, জিহাদী দলের বোমাসহ বিভিন্ন অস্ত্র ও সরঞ্জাম তৈরী,

---

২২৬. সূরা আনফাল : ৬০।
২২৭. তাফসীর মাআরেফুল কুরআন, ৫৪২।

সংগ্রহ ও প্রস্তুতকরণ এ আয়াতের উপর আমল ও বাস্তবায়ন নয় কি! যারা এ কাজ করে তাদেরকে সমর্থন ও সঙ্গ দেয়া উচিত নয় কি?

উত্তর : জিহাদের জন্য যুদ্ধোপকরণ ও অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী বা সংগ্রহ জিহাদেরই অংশ বিশেষ এবং এটি জিহাদের তিনটি মৌলিক শর্তের একটি শর্ত। প্রথম শর্তটি হল - কোন ভূখণ্ডের প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাসীন শাসকের অধীনে বাস্তবায়িত হতে হবে। অতএব কোন ক্ষমতাহীন ব্যক্তি বা দলের পক্ষে এটা বৈধ হবে না। হ্যাঁ তবে শাসক যদি অনুমতি দেন তাহলে বৈধ হবে। বরং এ ক্ষেত্রে জিহাদী কর্মের মোড় ঘুরে সন্ত্রাসী কর্মে রূপান্তরিত হতে পারে। অন্য পক্ষে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের ভীত-সন্ত্রস্ত জীবন যাপনের কারণ হতে পারে। যেমনটি হয়েছে বর্তমান যুগে। এজন্য নবী ﷺ মক্কী জীবনে জিহাদও করেননি অস্ত্র-শস্ত্রও তৈরী ও সংগ্রহ করেননি। এমনকি যুদ্ধোপকরণ ও অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী ফরযকারী আয়াত সম্বলিত সূরাটিই (সূরা আনফাল) মক্কায় নাযিল হয়নি। এটি নাযিল হয়েছে মদীনায়।

প্রশ্ন- ২৩ : শত-শত কুরআনের আয়াতে এবং নবী ﷺ-এর শত-সহস্র হাদীসে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে ও ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। জিহাদে শরীক না হওয়া মুনাফিকদের স্বভাব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি সহায় সম্বল বেশী থাকুক আর কম থাকুক সর্বাবস্থায় জিহাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রেক্ষাপট ও শর্তের ধুয়া তুলে মুসলিমদেরকে জিহাদ থেকে বাধা দেয়া হচ্ছে না কি?

উত্তর : ইসলামে এমন অনেক বিষয় আছে, যে সব বিষয়ের ক্ষেত্রে শুধু কুরআনের আয়াত ও হাদীস পেলেই আমল করা যাবে না বরং অবস্থা ও প্রেক্ষাপটও দেখতে হবে। জিহাদের ক্ষেত্রে দু'ধরনের প্রেক্ষাপট লক্ষণীয়; পরিবেশ-পারিপার্শ্বিক বা পরিস্থিতিগত প্রেক্ষাপট ও জনবলগত প্রেক্ষাপট। এ দু'ধরনের প্রেক্ষাপট জিহাদের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্তব্যের বিষয়। এ ছাড়া জিহাদ করা কোন সৎ আমল হতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে বিদআত এবং সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সন্ত্রাস হবে।

প্রথমতঃ পরিবেশ-পারিপার্শ্বিক বা পরিস্থিতিগত প্রেক্ষাপট

১। যে স্থানে ইসলামের শত্রুই নিরানব্বই শতাংশ যেখানে ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতাহীন কোন নেতার পক্ষে সশস্ত্র জিহাদের ঘোষণা দেয়া বৈধ নয়।

এ জন্যই ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله'র ভাষায় মক্কী জীবনে স্বশস্ত্র জিহাদ হারাম ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। বাস্তবেও মক্কী জীবনে সশস্ত্র জিহাদ নিষেধ করা ছাড়া অনুমোদন ও নির্দেশের কোন আয়াত নাযিল হয়নি।

মদীনায় আসার পর মক্কায় মুহাজির ও মদীনার স্থানীয় বাসিন্দারা (আনসারগণ) মিলে মদীনায় পর্যাপ্ত ঈমানদারদের সমাহার ঘটেছিল। যার ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বতন্ত্র একটি ইসলামী ভূখণ্ড (রাষ্ট্র) হয়ে যায়। এর ফলে জিহাদের পুরোপুরি পরিবেশ সৃষ্টি হয়। রসূল ﷺ-এর যুগে মক্কা-মদীনা কেন্দ্রীক ভৌগলিক প্রেক্ষাপটের আলোকে জিহাদের বিষয়ে নেতিবাচক ও ইতিবাচক সব পদক্ষেপ নেয়া সহজ ও সম্ভব হয়েছিল।

২। বর্তমান যুগে জিহাদের প্রেক্ষাপটের পরিধি ও জটিলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন :

(ক) পরিকল্পিত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় যারা ইসলামপন্থী তারাই পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলাম বুঝে সেভাবে ইসলাম নামধারীদের নিকট উপস্থাপন না করতে পারায় এ বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীর (কোটি-কোটি মুসলিমের) নিকট ইসলামই সমাদৃত নয়। পক্ষান্তরে ইসলাম বিদ্বেষী অপশক্তি ও অমুসলিমদের শিক্ষা-ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও প্রচার মাধ্যম, নানামুখী সেবার জন্য এনজিও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং মাঠকর্মীদের ব্যাপকভাবে ইসালাম বিরোধী অভিযান পরিচালনার কারণে ৯০%-৯৯% মুসলিম পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, শাসন ও অনুশাসন মানতে আগ্রহী নয়। ফলে অমুসলিম ছাড়াই প্রায় ৯০% মুসলিম জনগণ মুখে মুখে ইসলামকে ভালোবাসলেও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা হোক তা চায় না। সুতরাং বলতে হবে মুসলিম সমাজেই মক্কী জীবনের পূণরাগমন ঘটেছে। অতএব জিহাদের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এ বিশাল (কোটি-কোটি) জনগণের ভিতর থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ কর্মী তৈরী করা প্রয়োজন। আর তা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার বটে।

(খ) পরিবেশগত প্রেক্ষাপটের পার্থক্যের আরো একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল : নবী ﷺ-এর যুগে কবীলা বা গোত্র কেন্দ্রীক শাসন ব্যবস্থা ছিল আর বর্তমান যুগে সাম্রাজ্য ও দেশকেন্দ্রীক শাসন ব্যবস্থা। এমন দেশ ও সাম্রাজ্য অখণ্ড ও অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে এবং কোন দেশ কর্তৃক

আক্রান্ত বা আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের জন্য বিভিন্ন দেশভিত্তিক এবং বিশ্বভিত্তিক বিভিন্ন নামে সংঘ তৈরী হয়েছে ও সম্মেলন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেমন : জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, নেটো, ও.আই.সি, ও সার্ক ইত্যাদি। যার ফলে তদানীন্তনকালের শুধু কবিলাই নয় দেশের চেয়েও সুসংহতভাবে বিশ্বের কার্যক্রম চলছে। আর দেশ ও সাম্রাজ্য কেন্দ্রীক শাসন এর চাহিদা ও দাবী অনুসারে নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, সামরিক শক্তি ও বাহিনী বৃদ্ধি এবং শত্রু দমনের নানান প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছে। যার একশ' ভাগের এক ভাগেরও প্রয়োজন ছিল না তদানীন্তনকালের কবীলা ও গোত্রীয় শাসনামলে। একটি কবীলার বিরুদ্ধে অপর কবীলার যুদ্ধ পরিচালনা এত হুমকি ও ঝুঁকিপূর্ণ নয় যেমন একটি দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ঝুঁকিপূর্ণ। এই কবীলা শাসনের ভূখণ্ডে নবী ﷺ আবির্ভূত হয়েছিলেন। এরপরও তিনি মক্কী জীবনে নির্যাতন সহ্য করলেও যুদ্ধের পরিকল্পনা করেননি। যখন তিনি মদীনায় আসলেন এবং মক্কার মুহাজির ও মদীনাবাসী (আউস ও খাযরাজ কবীলাদ্বয়ের লোক) আনসারগণ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন তখন তিনি ﷺ যেকোন কবীলা কেন কয়েক কবীলা সমপরিমাণ জনবলের অধিকারী হয়েছিলেন। হিজরী ৮ সনের মধ্যে আউস ও খাযরাজ ছাড়াও মদীনার আশে-পাশে বহু কবীলা ইসলাম গ্রহণ করে নবী ﷺ-এর শাসনাধীনে এসে গিয়েছিল। ফলে মক্কা বিজয়ের দিন শুধু মুসলিম বাহিনীর জনসমুদ্র দেখেই মুকাবিলা করার সাহস হারিয়ে মক্কাবাসী সকলে আত্মসমর্পণ করেছিল। আর যারা আত্মসমর্পণ করেনি তারা মক্কা থেকে পালিয়ে জীবন রক্ষা করেছিল।

সুতরাং বর্তমান যুগে পর্যাপ্ত জনবল ও সমরাস্ত্র ছাড়া একটি দেশের ভিতরে অবস্থান করে প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ইসলাম ও বিবেক কোন দৃষ্টিতেই সমীচীন নয়। এ পথে পা বাড়ানো চরম বোকামী ও আত্মহননের পথ এবং রীতিমত হাস্যকর।

(গ) সমরাস্ত্র বা যুদ্ধোপকরণগত পার্থক্য : নবীর যুগে মুসলিম ও কাফির উভয়পক্ষের নিকট (পরিমাণ কম হলেও) একই অস্ত্র ছিল। বাহন ছিল উট ও ঘোড়া। অস্ত্র ছিল তীর, তলোয়ার, বল্লম, বর্শা, মল্ল যুদ্ধ, পাথর নিক্ষেপ ইত্যাদি। যার সবই ছিল মুখোমুখি মুকাবিলার ব্যাপার।

কিন্তু বর্তমান যুগে অনেক অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র তৈরী করা হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশ অস্ত্র তৈরীতে প্রতিযোগিতা করছে। যার ফলে এমন ভারী ও মারাত্মক অস্ত্র তৈরী হয়েছে যা কোন বেসরকারী গোষ্ঠী তো দূরের কথা অনেক দেশও এসবের অধিকারী হতে পারে না। এ পরিবেশে কোন গোষ্ঠীর স্বশস্ত্র ইসলামী জিহাদের নামে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ইসলামী ও সুস্থ বিবেকের দৃষ্টিতে মোটেও বৈধ ও সমীচীন নয়।

দ্বিতীয়তঃ জনবল ও সামরিক ক্ষমতাগত প্রেক্ষাপট : আল্লাহ তা'আলা কাফির মুশরিকদের মুকাবিলায় তুলনামাফিক কতজন মুজাহিদ হলে বিজয় লাভ করতে পারবে তার একটি আনুপাতিক সংখ্যা তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (٦٥) الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

"হে নবী! আপনি মুমিনগণকে উৎসাহিত করুন যুদ্ধের জন্য। তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন ধৈর্যশীল-দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে তারা জয়ী হবে দু'শ'র মুকাবিলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশ ধৈর্যশীল লোক, তবে তারা জয়ী হবে এক হাজার কাফিরের উপর, তার কারণ, ওরা জ্ঞানহীন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এখন বোঝা হালকা করে দিয়েছেন এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিত্ত একশ' লোক বিদ্যমান থাকে, তবে তারা জয়ী হবে দু'শ'র উপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও তবে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জয়ী হবে দু'হাজারের উপর। আর আল্লাহ রয়েছেন ধৈর্যশীল (দৃঢ়চিত্ত) লোকদের সাথে।"[২২৮]

২২৮. সূরা আনফাল, ৬৫-৬৬।

যারা ন্যূনতম সংখ্যক খাঁটি ঈমানদার মুজাহিদ কর্মী (১০%) গঠনের পূর্বে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে এ আয়াতের নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের এ জিহাদ অবৈধ না বললেও বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ এবং আত্মঘাতিমূলক এতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন- ২৪ : জিহাদের শর্তাবলী ও পরিবেশ-প্রেক্ষাপটের ব্যাখ্যা ও আলোচনা থেকে যা বুঝা যায়, কোন দল ও গোষ্ঠী তো দূরের কথা আমাদের দেশ এমনকি কোন মুসলিম দেশ ও সমাজে শর্তসাপেক্ষে সশস্ত্র জিহাদের পরিবেশ নেই। এমতাবস্থায় কেউ তা করলেও অবৈধ হবে। তাহলে এ মহৎ ফরয আমলটি অপালিতভাবে শুধু কুরআনের শত-শত আয়াতে এবং নবী ﷺ-এর শত-সহস্র হাদীসে পঠন-পাঠনের ভিতরেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে?

উত্তর : (১) বর্তমান কোন মুসলিম সমাজ ও দেশ শর্তসাপেক্ষে সশস্ত্র জিহাদের ডাক দেয়ার যোগ্যতা না রেখে থাকলে এঁদেরকে এ বিষয়টি নিয়ে বেদনা ও অনুতাপের সাথে চিন্তা করতে হবে। বিভিন্ন দেশের যেসব মুসলিম শাসক রয়েছেন উপযুক্ত-যোগ্য চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দ্বারা তাদেরকে এ বিষয়ে সজাগ করতে হবে। অব্যাহত ধারায় তাঁদেরকে সজাগ করতেই থাকতে হবে যেন তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করে কাফির শক্তির সমকক্ষতা করার জন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করে তাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করার জন্য। বিশ্বব্যাপী দেড়শ' কোটি জনবহুল এ মুসলিম জাতিকে ও তাদের দ্বীনকে নিজস্ব প্রকৃতিসহ রক্ষার জন্য সশস্ত্র ইসলামী জিহাদের কোন বিকল্প নেই, থাকতে পারে না।

হ্যাঁ, ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায় থেকেও এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারা যায়, তবে তা হতে হবে গোপনীয়তা রক্ষা করে কোন প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায়।

(২) যতদিন ক্ষমতাসীন মুসলিম শাসকগণ উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত শক্তি সামর্থ্য অর্জন করে ইসলামী জিহাদের শর্ত পূরণ করে পরিবেশ সৃষ্টি না করবেন ততদিন পর্যন্ত এ ফরয অপালনীয় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা একটি ফরয হয়ে থাকবে। শর্তমাফিক পরিবেশ প্রেক্ষাপট ছাড়া এ ফরয আদায় করতে গেলে তা হবে ধর্মীয় দৃষ্টিতে বিদ'আত ও হারাম কাজ এবং সামাজিক দৃষ্টিতে সন্ত্রাস ও বিপর্যয় সৃষ্টি- যা ইসলামে হারাম।

এ কথায় তাজ্জব ও অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ সশস্ত্র জিহাদের চেয়ে প্রসিদ্ধ ফরযগুলো শর্ত ও প্রেক্ষাপটের মানদণ্ডে বিদ'আত হতে পারে। যেমন হাজ্জ ও যাকাত দু'টি প্রসিদ্ধ ফরয যা একজন সাধারণ মুসলিম ব্যক্তিও জানে। এ ফরয দু'টি পর্যাপ্ত মাল থাকার শর্ত-সাপেক্ষে ফরয। কোন মুসলিম ফকীর-মিসকীন যদি এ দু'টি তার উপর ফরয নয়, এরপরও তাদের উপর ফরয মনে করে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যাকাত দেয়া ও হাজ্জ করার উদ্দেশ্যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে এবং তহবিল সংগ্রহ করে তা হবে নিঃসন্দেহে বিদ'আত ও হাস্যকর। শর্ত ও প্রেক্ষাপটের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে সশস্ত্র জিহাদ করাও তদ্রূপ বিদ'আত এতে কোন সন্দেহ নেই। যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হলে তার কথা ভিন্ন।

প্রশ্ন- ২৫ : কেবল প্রতিষ্ঠিত শাসন ক্ষমতা থাকলে জিহাদ ও আল্লাহর বিধান কায়েম করা যাবে, ক্ষমতা না থাকলে করা যাবে না- এ কথা ঠিক নয়। কারণ :

১। সাহাবীদের যুগে কুসতুনতুনিয়াহ (কন্সটান্টিনোপল)-এর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী ও কাফির বাহিনী পৃথক পৃথকভাবে রণ প্রস্তুতি হিসেবে কাতারবন্দী হওয়ার পর হঠাৎ মুসলিম বাহিনী থেকে এক ব্যক্তি রোম বাহিনীর দিকে দৌড় দিয়ে একাই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এ দেখে কেউ কেউ মন্তব্য করেছিল এ বলে যে, এ ব্যক্তি আত্মাহুতি দিল। জনৈক সাহাবী (আবূ আইয়ুব আনছারী) এ ব্যক্তির আচরণকে সমর্থন করে আত্মাহুতি দিল বলে মন্তব্যকারীদের প্রতিবাদ করেছিলেন। অতএব বুঝা গেল, ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও এমনকি একাকীও কাফির বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়।

২। শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব ব্যভিচারিণী এক মহিলাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন যদিও তিনি ক্ষমতাসীন শাসক ছিলেন না। অতএব বুঝা যায়, ক্ষমতা না থাকলেও ইসলামী শাস্তি বিধান কায়িম করা যায়।

উত্তর : (১) কনস্টনটিনোপলের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর ভিতর থেকে জনৈক ব্যক্তির একাকী রোম বাহিনীর উপর আক্রমণের ঘটনাটি বিচ্ছিন্ন একটি অবস্থা মাত্র, যেটাকে শুদ্ধকৃত ভুল বলা যায়। আর তা এ জন্য যে,

মুসলিম বাহিনী নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতাসীন মুসলিম শাসকের নির্দেশে ও মুসলিম সেনাপতির নেতৃত্বে মিসর, সিরিয়া ও মদীনা থেকে বের হয়ে এসে কাফির বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ময়দানে একত্রিত হয়েছিল। এ নিয়মতান্ত্রিক বাহিনীর ভিতর থেকে তিনি একাকী বের হয়েছিলেন। তিনি কেবল যুদ্ধের শৃঙ্খলাবিরোধী একটি কাজ করেছিলেন, সাধারন নিয়মতান্ত্রিকতায় ভুল করেননি। আর তিনি কাফির বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হয়েছিলেন কি অন্য কোন কারণে সেটাও জানতে হবে। সূরাহ বাক্বারার ১৯৫ নম্বর আয়াতের তাফসীরে ইবনু কাসীরে পূর্বোল্লিখিত অবস্থা ছাড়া আরও দু'টি অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে :

(ক) উক্ত ব্যক্তি তাদের রোম বাহিনীর মাঝে প্রবেশ করে আবার ফিরে আসলে তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছিল আত্মহুতি দিতে গিয়েছিল।

(খ) অপর এক বর্ণনায় এসেছে, ঐ ব্যক্তি রোম বাহিনীর উদ্দেশ্যে একাকী বের হলে মুসলিম সেনাপতি আমর ইবনুল 'আস খবর পেয়ে তার পিছনে লোক পাঠিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। - দেখুন তাফসীর ইবনু কাসীর ১/২১৭-২১৮।

(২) শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব রহিমাহুল্লাহর ঘটনাটিও পর্যালোচনাযোগ্য একটি ঘটনা। নাজদের 'উইয়াইনাহ' নামক অঞ্চলে তাঁর সহীহ আকীদার দাওয়াত এত ব্যাপকতা লাভ করেছিল যে, শাসক ব্যক্তিরাও অনেকে তাঁর ভক্ত হয়েছিলেন। যার ফলে অত্র এলাকায় তাঁর একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার লাভ করে। এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের যথেষ্ট সমর্থনও ছিল। বরং নির্ভরযোগ্য ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, চারবার তাঁর নিকট ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার করে নিজের উপর আল্লাহর বিধান মোতাবেক শাস্তি কায়েম করার আবেদন জানালে তিনি উক্ত অঞ্চলের শাসক (আমীর) 'উসমান বিন মা'মারকে নির্দেশ দিলে তিনি শাস্তি হিসেবে (রজম মেরে) মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। দেখুন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃত ডক্টরেট থিসিস 'আকীদাতু মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব পৃষ্ঠা- ৪৯২।

কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কিছু গোপন ষড়যন্ত্রকারী মাযারপূজারী তথাকথিত আলিমরা কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে উল্টা-পাল্টা কথা বলে প্রভাবিত করে। তাই

কেন্দ্রীয় প্রশাসন উক্ত অঞ্চলের শাসককে তাঁর বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি ঐ এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। এক পর্যায়ে সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা বাদশা মুহাম্মাদ বিন সাউদের শাসনাধীন অঞ্চল 'দিরইয়্যাহ'য় চলে যান। বাদশা মুহাম্মাদ বিন সাউদও তাঁর নিকট ইসলামের সঠিক তালীম নিয়ে সৌদি আরবে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেন। রাষ্ট্রীয় নির্দেশে কা'বাঘরের চতুর্পার্শ্বে নির্মিত চার মাযহাবের চার মুসাল্লা ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং জনৈক সাহাবীর কবরের উপর গড়ে উঠা জমজমাট মাযারকে গুঁড়িয়ে মাটি বরাবর করে দেয়া হয়। সেই থেকে আজও আল্লাহর রহমতে সৌদি আরবে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম কায়িম রয়েছে। শিরক-বিদ্'আতের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চলে। নামায শুরু হওয়ার পূর্বে যাবতীয় কর্মবিরতি দিয়ে নামাযে শরীক হতে হয়। চুরি করলে হাত কাটা হয়, ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীকে ১০০ দোররা বা মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। সবচেয়ে মজার বিষয়, যে কোন শাস্তি কার্যকর করার পূর্বে কুরআনের যে আয়াতের ভিত্তি তার জন্য এ শাস্তি প্রযোজ্য হয়েছে তা পাঠ করা হয়। অথচ তথাকথিত কিছু ইসলাম নামধারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী কাফির শক্তির বিরুদ্ধে যতটুকু তৎপর নয় তার চেয়েও বেশী তৎপর এ দেশটির বিরোধিতায় অথচ তারাই ব্যাপকভাবে ছদ্মবেশে হিতাকাঙ্খী সেজে এ দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ সাহায্য-সহযেগিতা নিয়ে থাকে। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দান করুন।

প্রশ্ন- ২৬ : নবী ﷺ বলেছেন :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ» رواه مسلم وأبوداود والنسائي.

যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে (আল্লাহর পথে) যুদ্ধ করেনি এমনকি যুদ্ধের জন্য ইচ্ছা পোষণ করেনি তবে তার মৃত্যু হবে মুনাফিক অবস্থায়।[২২৯]

২২৯. সহীহ মুসলিম হাঃ (১৯১০)১৫৮, সুনান আবূ দাউদ হাঃ ২৫০২ ও সুনান নাসাঈ হাঃ ৩০৯৭।

উক্ত হাদীসে যুদ্ধ না করা অথবা যুদ্ধের জন্য ইচ্ছা পোষণ না করে মৃত্যুবরণকারীকে মুনাফিক বলা হয়েছে।

এ হাদীসে ইচ্ছা পোষণ বলতে কার্যকরী ইচ্ছা পোষণ উদ্দেশ্য, অর্থাৎ এর জন্য প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। শুধু মনে মনে বাসনা পোষণ, যথেষ্ট নয়। সুতরাং মুনাফিক হওয়া থেকে বাঁচার জন্য জিহাদ করা বা প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ নেয়ার দ্বারা সত্যিকার অর্থে ইচ্ছা পোষণ না করলে কি আমরা মুনাফিক হয়ে মারা যাব না?

উত্তর : উক্ত হাদীসের অর্থ ও মর্ম ভুলভাবে তুলে ধরা হয়ে থাকে ।

১। যুদ্ধ না করা ও ইচ্ছা পোষণ না করা বলতে কার্যকর ইচ্ছা পোষণ না করা, যার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ইচ্ছার অনুকূলে প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। নিঃসন্দেহে এটা ভুল ব্যাখ্যা। বরং ইসলামী জিহাদের পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট উপস্থিত হওয়ার শর্ত সাপেক্ষে যদি রাষ্ট্রের কর্তা যুদ্ধের নির্দেশ দেয়ার ফলে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এমতাবস্থায় যুদ্ধ করার উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধে শরীক না হলে বা যুদ্ধের জন্য (রোগাক্রান্ত, বার্ধক্যতা, অন্ধত্ব ও পঙ্গু হওয়ার কারণে) অনুপযোগী হওয়ার ক্ষেত্রে মনে মনে নিয়ত ও সঙ্কল্প না করলে উক্ত হাদীসের আওতায় পড়বে। এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা ব্যক্তিরা শুধু ইচ্ছা ছিল বললে যথেষ্ট হবে না বরং প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণে শরীক হতে হবে এবং আমীরের নিকট যুদ্ধে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা ব্যক্ত করতে হবে। এর সমর্থনে বহু সহীহ দলীল বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পরিবেশ, প্রেক্ষাপট ও শর্ত শরায়েত বিদ্যমান না থাকার ফলে মনে মনে ইচ্ছা সঙ্কল্পও যদি না জাগে তবুও উক্ত হাদীসের আওতায় পড়বে না। বরং এ ক্ষেত্রে যুদ্ধের বাসনা পোষণ মুস্তাহাব। তাই তো ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, এ হাদীসটি আল্লাহর নবীর যুগের (বা তার সদৃশ পরিবেশের) জন্য প্রযোজ্য। আমাদের জন্য (সাধারণ অবস্থায়) প্রযোজ্য নয়।[২৩০]

২। পূর্বোক্ত পয়েন্টে উল্লেখিত সঠিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী জিহাদ না করলে বা ইচ্ছা পোষণ না করে মৃত্যুবরণ করলে মুনাফিক অবস্থায় মারা যাবে, এ

২৩০. দেখুন উক্ত হাদীসের উপর ইবনুল মুবারকের মন্তব্য, সহীহ মুসলিম ইমাম নববীর ভাষ্যসহ ১৩/৫৬/ পৃষ্ঠা, হাঃ ৪১০৮।

অর্থ ভুল। বরং সঠিক অর্থ হল মুনাফিকের একটি চিহ্ন নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে। মু'মিন ব্যক্তি মুনাফিকের একটি চিহ্নের কারণে পুরোপুরি মুনাফিক হয় না বরং আমলের ক্ষেত্রে মুনাফিকের সবগুলো (৪/৫টি) চিহ্নের সমাহার ঘটলে পুরোপুরি মুনাফিক হয়। সুতরাং বলা যায় প্রশ্নে হাদীসটির যে অর্থ করা হয়েছে তা কারচুপিমূলক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

প্রশ্ন-২৭ঃ ডিএমপি পুলিশ কমিশনার শফীকুল ইসলাম কেন এমন দাবী করেছেন যে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত অভিযোগে ধরা পড়া ৯০ শতাংশ জঙ্গী আহলে হাদীস সম্প্রদায় থেকে?

উত্তরঃ না জেনে কয়েকটি কারণে তিনি এমন ধারনামূলক দাবী করেছেনঃ

(ক) তিনি যে বক্তব্যে এ অবাস্তব অভিযোগ করেছেন ঐ বক্তব্যেই তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন যে, উনি একজন তথাকথিত সুন্নী জামাতের অনুসারী। আর এই তথাকথিত (ব্রেলভী) সুন্নীরা আক্বীদা ও আদর্শগতভাবে মক্কা-মদীনা (সৌদি আরবের) মুসলিমদের থেকে ভিন্ন মতাবলম্বী। আর ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের আহলে হাদীস সম্প্রদায় যেহেতু মক্কা-মদীনার মুসলিমদের মতই আমল আক্বীদা পোষণ করে, তাই আরব প্রভাবিত জঙ্গী সন্ত্রাসীদের আমল আক্বীদা দেখে তাদেরকে আহলে হাদীস ঘরানার মনে করে থাকতে পারেন। কারণ মক্কা মদীনায় যেভাবে সালাত পড়ে আহলে হাদীসরাও ঐভাবেই ছলাত পড়ে আর আরব প্রভাবিত জঙ্গিরাও ঐভাবেই ছলাত পড়ে। এই জন্য এদেশের বিদআতী ব্রেলভী সুন্নী ও দেওবন্দীরা সুযোগের অসৎ ব্যবহার করে আহলে হাদীসদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ ও আক্রোশ চরিতার্থ করার জন্য আরব প্রভাবিত (আল কায়েদাহ ও আই.এস সদস্য) জঙ্গী সন্ত্রাসীদেরকে নাস্তিকদের কায়দায় আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত বলে অপবাদ দিয়ে থাকে।

অজ্ঞতাবশত বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বলে থাকে-

(১) যারা ছালাতে সূরা ফাতিহা শেষে জোরে আমীন বলে তারা জঙ্গি।

(২) যারা জামাআতে ছালাত পড়ার সময় পায়ে পা ও কাঁধে কাঁধ মিলায় তারা জঙ্গী।

(৩) যারা মহিলাদের মত নবীর আদর্শ অনুযায়ী ছলাতে বুকের উপর হাত বাঁধে তারা জঙ্গি।

(৪) যারা ছালাতের পর সম্মিলিত মুনাজাত করেনা তারা জঙ্গি।

(৫) যারা মিলাদ কিয়াম করে না তারা জঙ্গি।

(৬) যারা আল্লাহকে হিন্দু ও শিখদের মত নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান বা মুমিনদের কলবে বিশ্বাস করেনা বরং তাঁকে জান্নাতে দিদারযোগ্য আকার ও আরশের উপর বিশ্বাস করে তারা জঙ্গী।

(৭-৮) যারা মাজার-কবর বাঁধাই করে না ও পীর-ফকির পূজা করেনা তারা জঙ্গি।

(৯-১০) যারা নবীকে নূরের তৈরী, গায়েব জানেন ও মরেননি/হায়াতুন্নবী বিশ্বাস করে না তারা জঙ্গী...ইত্যাদি। ডি.এমপি কমিশনার সাহেব যেহেতু সুন্নী তাই তিনি উনার দলীয় হুজুরদের কানপড়ায় তোতাপাখির মত কণ্ঠ মিলিয়ে উক্ত অন্যায়মূলক মন্তব্যটি করেছেন।

ঠিক যেভাবে নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষীরা বলে থাকে-

(১) শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করে সালাম দেওয়া জঙ্গীর আলামত।

(২) বেনামাজি ছেলে-মেয়েরা নিয়মিত নামাজ পড়া শুরু করা জঙ্গীর আলামত।

(৩) বেপর্দা মেয়েদের পর্দা ও হিজাব পরতে শুরু করা জঙ্গী হওয়ার আলামত।

(৪) টাখনুর উপর কাপড় পরা জঙ্গী হওয়ার আলামত।

(৫) দাড়ি শেভ করা বাদ দিয়ে দাড়ি ছেড়ে দেয়া জঙ্গী হওয়ার আলামত ।

(৬) ইসলামী বই-পুস্তক পড়া জঙ্গী হওয়ার আলামত।

(৭) বিভিন্ন আলেমগণের অডিও ভিডিও অনলাইন ও অফলাইনে লেকচার শুনা জঙ্গী হওয়ার আলামত।

(৮) সূদ-ঘুষ না খাওয়া ও না দেয়া ইত্যাদি জঙ্গী হওয়ার আলামত।

এক নরাধম নাস্তিক এরূপ ২৩টি জঙ্গি হওয়ার আলামত উল্লেখ করেছেন।[২৩১] অবশ্য এর মধ্যে কিছু আলামত বিদআতী হুজুরদের থেকে সংগৃহীত। উক্ত বিদআতী গোষ্ঠি ও তাদের পুলিশ অফিসারও একই পথ অবলম্বন করেছে আহলে হাদীস সম্প্রদায়কে জঙ্গী-সন্ত্রাসী বানানোর জন্য। আল্লাহ তাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন।

(খ) উক্ত পুলিশ অফিসারের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় ধরা পড়া জঙ্গীরা তথাকথিত ব্রেলভী সুন্নী আলেমদেরকে মুসলমানই মনে করেনা। কারণ তারা কবর-মাজার ও পীর পুজা করে থাকে। তাই তাদেরকে এ ধরনের হুজুরদের দ্বারা মোটিভেট করা সম্ভব নয়। তাদেরকে মোটিভেট করতে হলে আহলে হাদীস আলিমদের মাধ্যমে করা সম্ভব। এটা পুলিশ কমিশনার সাহেব সঠিক উপলব্ধী ও সঠিক উদঘাটনে সামর্থ্য হয়েছেন বলা যায়। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিতভাবে জানার জন্য অত্র গ্রন্থে ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠা পড়ুন।

প্রশ্ন- ২৮ঃ তামীম আদনানী ও আবু ত্বহা মুহাম্মাদ আদনানের বক্তব্য শুনার মাধ্যমে জিহাদের উপর প্রেরণা জাগে, ইসলাম ও মুসলিমদের বিভিন্ন ধরনের শত্রুর পরিচয় লাভ করা যায়। এসব ব্যক্তি ও তাদের বক্তব্যের আমরা কিভাবে মূল্যায়ণ করতে পারি?

উত্তরঃ তাদের মাধ্যমে ইসলামী অনেক বিষয় বুঝা সহজ হলেও তারা ধর্মের নামে চরমপন্থা ও সন্ত্রাসের দিকেই মানুষকে আহ্বান করে থাকে। মুসলিমদের মাঝে তাকফীর (কাফির আখ্যায়িত করা) ও হানাহানীকে উস্কে দেয়ার কারণে নির্ভরযোগ্য হক্কানী আলেমগণের দৃষ্টিতে তারা খারেজী মতাদর্শ লালনকারী বলে গণ্য।

একজন মুসলিম ব্যক্তি কুফরী ও শির্কী কাজ করলেই কাফের হয়ে যায় না। এ ক্ষেত্রে কাফের আখ্যাদানের বেশ কিছু মূলনীতি ও নীতিমালা রয়েছে। তাদের এ সম্পর্কে কোন জ্ঞান ও ধারনাই নেই। সেইসব মূলনীতি ও নীতিমালার উপর বিস্তারিত আলোচনা অত্র গ্রন্থে করা হয়েছে। দেখুন ১০৩-১০৬ পৃষ্ঠায়।

২৩১. কালের কণ্ঠ- জঙ্গিবাদে আসক্তি বোঝার ২৩ লক্ষণ, ৩০ এপ্রিল, ২০১৯। অনলাইন পত্রিকার লিংকঃ https://www.kalerkantho.com/online/national/2019/04/30/764400

একইভাবে তারা জিহাদের বিষয়ে যেভাবে উদ্বুদ্ধ করে সেটাও অজ্ঞতা ও আবেগপূর্ণ। জিহাদেরও নিয়ম পদ্ধতি, শর্ত-শারায়েত রয়েছে। শুধু কুরআন হাদীসে জিহাদের আদেশ, ফযীলত এবং গুরুত্ব-তাৎপর্য সম্পর্কে এবং যাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বলা হয়েছে তাদের চিহ্নিত করতে পারলেই জিহাদের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে না বা কাউকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা যাবে না। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন অত্র গ্রন্থের ১২৯-১৪৪ পৃষ্ঠায়।

প্রশ্ন- ২৯ঃ অনেক উগ্র ও চরমপন্থীরা নিজেরা জিহাদ না করলেও অপবাদ দিয়ে আমাদেরকে বলে আমরা নাকি জিহাদ করিনা, রাষ্ট্রীয় শির্কের বিরুদ্ধে কথা বলিনা, আল্লাহ ও নবীর বিরুদ্ধে অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ/আন্দোলন করিনা।

উত্তরঃ ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশে একটা চরমপন্থী গোষ্ঠী ৭/৮ দশক যাবত দ্বীন কায়েম ও রাষ্ট্রীয় শির্ক, মানব রচিত বিধান উৎখাতের জন্য আন্দোলন দাঁড় করিয়ে জনগণকে জিহাদের দাওয়াত দিয়ে আসছে। তারা জিহাদ শব্দটাকে মুসলিমদের কাছে এত পরিচিত করেছে যে একটি দল এই প্রচারণা থেকে ফায়দা লুটে রাতারাতি জিহাদের গরম দল (জে.এম.বি) খুলে তাদেরকে অভারটেক করে তাদের আগেই দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে ফেলতে চেয়েছিল। পূর্বের দলটি জিহাদের বহুবিধ অর্থ ও ক্ষেত্র থাকলেও তারা শুধু গণতান্ত্রিক নিয়মে ভোট দেয়াকেই জিহাদ বলে। আর ভোটার বাড়ানো, ভোটার সংখ্যা ও শক্তির মহড়া দেয়ার জন্য মিটিং-মিছিল, হরতাল-অবরোধ, জালাওপোড়াও, ভাঙচুর ইত্যাদিকে উক্ত জিহাদের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য করেও প্রচার করে। এমনকি বিভিন্ন দলীয় ও ইসলামী দাবী দাওয়া যেমন- আল্লাহ, নবী ও ইসলাম অবমাননাকারীদের বিচারের দাবী আদায়ের লক্ষ্যেও উক্ত বিশৃঙ্খলামূলক কর্মসূচীগুলোকে জিহাদী কর্মকাণ্ড হিসেবে মানুষকে বুঝাতে থাকে। এমন পরিবেশে দ্বিতীয় দল (জে.এমবি) আত্মপ্রকাশ করে মানুষকে বলা শুরু করল-ওরাতো আপনাদেরকে জিহাদের কথা বলে ধোকা দিচ্ছে। জিহাদের অপব্যাখ্যা করছে, জিহাদের নামে আব্রাহাম লিঙ্কনের কুফরী গনতন্ত্রে জড়াচ্ছে। নবীর জিহাদ ছিল সশস্ত্র; তীর তলোয়ার ও বল্লম-বর্শার। এদের নিকট গরম ও আসল জিহাদী কথা শুনে অনেকে জিহাদকারী দলে যোগ

দিয়েছিল। জিহাদের নামে বেশ কিছু এলোপাথাড়ি সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করে পর্যায়ক্রমে চরম গরম ও কম গরম উভয় দলের উর্ধতন নেতাকর্মীরা প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠিত সরকারের হাতে ধরা খেয়ে ফাঁসীর কাষ্ঠে শান্তি পূর্ণ করুন মৃত্যুর মাধ্যমে জিহাদী গেমস অভার করে মাঠ পর্যায়ে অস্তিত্বহীন হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে গোপনে বুলি জিহাদ চালাচ্ছে। নিশ্চিহ্ন ও বিলীন হয়ে দ্বিতীয় দলটি ভুল বুঝতে পারলেও পূরান (পূর্বের) দলটি এখনো বাগাড়ম্বরতা চালিয়েই যাচ্ছে। মূলতঃ তারা অজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদেরকে অপবাদ দিয়ে থাকে। আমরাই শরঈ দৃষ্টিতে প্রেক্ষাপট, পরিবেশ, জনবল ও শক্তি সামর্থ্যের স্তর অনুযায়ী জিহাদের দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকি। বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের অত্র গ্রন্থের ১৩৩-১৪২পৃষ্ঠা পড়ুন।

আল্লাহর নবী ﷺ, কুরআন-সুন্নাহ বা সহীহ হাদীসকে কটাক্ষকারী ও অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে বা সরকারের কোন অন্যায় ও ইসলামদ্রোহীতার বিরুদ্ধে হই-হই করা, মিছিল, র‍্যালী, বিক্ষোভ করা, হরতাল, অবরোধ, ঘেরাও কর্মসূচি, জালাও পোড়াও, ভাঙচুর, লং মার্চ, মানব বন্ধন এগুলো একটাও শরঈ পন্থা নয়। সবগুলো মানব রচিত, বিজাতীয় কুফরী পন্থা, শরঈ পন্থা নয়। এগুলোকে শরঈ পন্থা বললে কুরআন সুন্নাহ ও সালফে-সালেহীন উক্ত ক্ষেত্রে এই সকল পন্থার কোন একটি ব্যবহার করেছেন দলীল দ্বারা প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু এগুলোর পক্ষে তাদের নিকট শরঈ কোন দলীল নেই। আছে শুধু দলীলের নামে গোজামিল এবং যুক্তিতর্ক। আবার কেউ কেউ বলে, এগুলোর মাধ্যমে অনেক সময় উপকার হয়, ইত্যাদি। এসবের ক্ষেত্রে মসজিদে খুৎবায়, দারসে, সরকারের সাথে মিটিং করে, অডিটোরিয়াম ও হল রুমে সরকারের প্রতিনিধি উপস্থিত রেখে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক আলোচনা করা উচিত।

*** আমরা নাকি রাষ্ট্রীয় শির্কের বিরুদ্ধে কথা বলিনা এই অভিযোগের জবাবঃ** রাষ্ট্রীয় শির্ক বলতে তাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মানব রচিত বিধান দ্বারা শাসন করা অথবা সরকারের ছত্র ছায়ায় শির্ক চর্চার যেসব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সরকারকে গালিগালাজ ও আঘাত না করে কুরআন সুন্নাহর দলীল দ্বারা বুঝাতে হবে ও দাওয়াত দান

করতে হবে কিন্তু মানব রচিত বিধানের বিরুদ্ধে মানব রচিত পন্থায় প্রতিবাদ ও বিরোধিতা এবং মানব রচিত পন্থায় উৎখাতের চেষ্টা করার চাইতে না করাই ভাল। মানব রচিত পন্থায় মানব রচিত বিধান দ্বারা শাসনকারী সরকার ও সংবিধান উৎখাত ও বাতিল করার চেষ্টা করা হলো পেশাব দিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করার মত। এই জন্য ৭/৮ দশক যাবত তাদের দ্বীন কায়েমের চেষ্টা ব্যার্থ ও বিফল হয়ে চলেছে। অগ্রসরতার চাইতে পশ্চাদমুখিতার দিকটাই বেশী অর্জিত হয়েছে। আমরা নবী রাসূলগণ ও সালফে সালেহীনের পথ অবলম্বন করে সরকার ও জনগণকে দাওয়াত দিয়ে থাকি। আর সংক্ষেপে তা হচ্ছে তিনটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে (১) ইলম (২) আমল ও (৩) দাওয়াত। আমরা এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সফলতা ও পূর্ণতা দান সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে।

প্রশ্ন-৩০ঃ ভারত বর্ষের অনেক মুসলিম ব্যক্তি (এমনকি আলিম/মুফতি) ও সংগঠন সৌদি আরবকে আমেরিকা ও ইসরাইলের দোসর ও মিত্র আখ্যা দিয়ে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বলে মক্কা-মদীনাকে সৌদি থেকে মুক্ত করার জন্য আগ্রহ পোষণ ও দাবী করে থাকে। তাদের এ দাবী কতটুকু শরীয়ত ও যুক্তি সংগত?

উত্তরঃ সৌদি আরব থেকে মক্কা-মদীনাকে মুক্ত করা উচিত, অনেক কারণে ও দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে অনেক ব্যক্তি ও সংগঠন এমন চিন্তা করে থাকেঃ

(১) অনেকেই সৌদি আরবকে আমেরিকা ও ইসরাইলের দোসর ও মিত্র মনে করে, বিধর্মী ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের কাতারে ফেলে, তাদের কবল থেকে মক্কা ও মদীনাকে মুক্ত করার চিন্তা ও মন্তব্য করে। এদের এ দৃষ্টি ভঙ্গির সাথেও অনেক মুসলিম ব্যক্তি ও সংগঠন রয়েছে। তারা কুরআন সুন্নাহর সচ্ছ ইলম এবং সহীহ আক্বীদা মানহাজের বিষয়ে অজ্ঞতা থেকেই এরূপ চিন্তা ও মন্তব্য করে থাকেন। ইহুদী, নাসারা এবং শিয়ারা যেভাবে মক্কা-মদীনাসহ সৌদি ও তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি রেখে থাকে এবং ইরানী শিয়ারা সৌদির পার্শ্ববর্তী দেশগুলো প্রায় দখল করেই ফেলেছে। মক্কা-মদীনাকে তাদের কব্জায় নেয়ার জন্য সৌদি দখলের হুমকি সবসময় দিয়েই আসছে। সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রায় প্রত্যেকটি মুসলিম দেশে তাদের কুপ্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তারা সুন্নী মুসলিমদের প্রতি যে

বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে কোন কাফিরের প্রতিও তা পোষণ করে না। সঙ্গত কারণেই সৌদিকেও তাদেরকে ইহুদী খ্রিষ্টানদের চেয়ে বড় শত্রু হিসেবে গণ্য করে তাদের বিপরীতে আমেরিকান সৈন্য ভাড়া নিয়ে হলেও প্রতিহত করা জায়েয শুধু নয় ওয়াজিবও হতে পারে। কোন কাফিরের সাথে সখ্যতা, বন্ধুত্ব, আন্তরিকতা, জায়িয নেই কিন্তু ইসলাম, মুসলিম ও ইসলামী স্বার্থ ও ভূখণ্ড রক্ষার জন্য তাদেরকে সেবক ও ভাড়াটিয়া সৈনিক হিসেবে ব্যবহার করা জায়িয রয়েছে। এ বিষয়ে বহু দলীল প্রমাণ রয়েছে। "বিরুদ্ধাচরণ দমনে অমুসলিমদের সাহায্য গ্রহণ" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(২) আবার কেউ কেউ মনে করে সৌদি আরবের শাসন ব্যবস্থা রাজতন্ত্রভিত্তিক যা অনৈসলামী বা কুফরী শাসন ব্যবস্থা। যারা এরূপ মনে করে তারা নিরেট মূর্খতা ও অজ্ঞতা থেকে এরূপ ধারণা পোষণ করে থাকে। ইসলামে নবুওতী, খেলাফতী ও রাজকীয় তিন প্রকার শাসন ব্যবস্থাই কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর সরাসরি দলীল ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা। এই তিনটি শাসন ব্যবস্থায় শরীআহ আইন নির্বিঘ্নে বাধা বিপত্তি ছাড়াই কায়েম ও বাস্তবায়ন করা যায়। যেমন সৌদি আরবে বর্তমান চালু আছে। মুআবিয়া ﷺ এর যুগ থেকে ১৯২৪ সনে উছমানী খেলাফতের পতনের পূর্ব পর্যন্ত রাজকীয় (রাজতন্ত্রের) নিয়মেই সর্ব যুগে গোটা মুসলিম সমাজ পরিচালিত হয়ে এসেছে। আর উছমানী খেলাফতের পতনের পরেও সৌদি আরব অদ্যবধী ইসলামের সনাতন (রাজকীয়/রাজতন্ত্র) পদ্ধতিতেই পরিচালিত হয়ে আসছে। সেই দেশের হক্কানী ও বিশ্ববরেণ্য আলেমগণের তত্ত্বাবধানে এবং তাদের ইলমী পরিচর্যায় চলে রাজকীয় শাসন ব্যবস্থা। এ রাজকীয় পদ্ধতির যারা বিরোধীতা করে ইলমী যোগ্যতায় তাদের কোন ধর্তব্যতা নেই এবং তারা মক্কা-মদীনার আলিমগণের ধারে কাছে যাওয়ারও উপযুক্ত নয়। তাদের ইলমী যোগ্যতা এতই নিম্ন মানের ও লজ্জাজনক যে, তারা আব্রাহাম লিঙ্কনের রচিত পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকেই খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যম ও রাজনৈতিক প্লাটফর্ম মনে করে নির্লজ্জতার আতিসয্যে এরূপও বলে ফেলে যে এটা ইসলামী গণতন্ত্র, শুরাতন্ত্র, শুরা পদ্ধতি ইত্যাদি। হ্যাঁ তবে সৌদি আরবে রাজতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থায় যে ইসলামী রাষ্ট্র চলছে নবুওতী ও খেলাফতে রাশেদার শাসন ব্যবস্থার সাথে তুলনা করলে চলবে না। সে সময় ১০০% ইসলাম কায়েম ছিল। এখানে হয়তো ৬০/৭০% কায়েম আছে। তারপরও উমাইয়া ও আব্বাসী খেলাফতের অনেক যুগের চেয়ে ভাল, উছমানী যুগের শেষকালের চেয়ে তো অবশ্যই ভাল।

(৩) কেউ কেউ বলে সৌদি, নজদী ও ওহাবী রাষ্ট্র, তাদের পিছনে আমাদের সালাত হয়না, অথচ হজ্জ-উমরায় গেলে তাদের পিছনে ছালাত পড়তে হয়। এরূপ ধারণা পোষণ করে থাকে ইরানী শিয়ারা এবং শিয়া প্রেমিক অনেক মুসলিম। ভারত বর্ষের ব্রেলভী ও দেওবন্দীদের মধ্যে যারা কবর-মাজার ও পীর পূজারী তারাও এরূপ জঘন্য চিন্তা ও আক্বীদা পোষণ করে থাকে। এরূপ জঘন্য আক্বীদা নিয়ে দেশে সালাত পড়লেও তাদের সালাত হবে না। আল্লাহ্ তাদেরকে সত্যিকার মুসলিম হওয়ার ও প্রকৃত হক বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

(৪) কেউ কেউ এই অভিযোগও করেন যে ঐ দেশের শাসক, যালিম ও সন্ত্রাসী। অনেক আলেমকে অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ করে রেখেছে এমনকি অনেককে হত্যাও করা হয়ে থাকে।

উত্তরঃ যে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলার বিভিন্ন ধারা উপধারা থাকে, সেই আইনশৃঙ্খলার বাইরে কোন নাগরিক যেতে পারবেনা। সেই আইন শৃঙ্খলা যেই ভঙ্গ করবে তার শাস্তি হবে, সে যেই হোক না কেন। নবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে নবী ﷺ ও দায়িত্বশীল সাহাবীগণ অপরাধ সংঘটিতকারী অপর সাহাবীদেরকে বিচারের সম্মুখীন করেছিলেন। হত্যার দায়ে হত্যা করা হয়েছে। চুরির দায়ে হাত কাটা হয়েছে। জিনার দায়ে বেত্রাঘাত ও রজম বা পাথর মেরে হত্যা করা হয়েছে। মদ্যপানের কারণে দোররা মারা হয়েছে। তহমত বা অপবাদ দেয়ার জন্য ৮০ দোররা মারা হয়েছে। অহী লেখক হয়েও মুরতাদ হওয়ার দায়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রে ভিতর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার কথা কুরআনে রয়েছে।[২৩২] সেই যুগের সাহাবী হয়েও যদি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে থাকেন ও তাদের শাস্তি কার্যকর হয়ে থাকে, তবে আমাদের যুগের আলিম-ইমামরা কি সাহাবীদের চেয়েও দোষ মুক্ত?। আল্লাহর নবী ﷺ বিচারের ক্ষেত্রে বলেছিলেন- আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করতো অবশ্যই আমি তারও হাত কাটতাম। নবী ﷺ না বুঝে আসল অপরাধী চিহ্নিত করতে না পেরে অবিচারের ও কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি নিজে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন, যাতে এর জন্য আল্লাহর নিকট পাকড়াও হতে না হয়।[২৩৩]

২৩২. সূরাহ মায়িদা: ৩৩।
২৩৩. মুসনাদে আহমাদ: ৬২১৭।

অপর বর্ণনায় আছে তিনি বলেছেনঃ অবিচারকৃত (মাজলুম) ব্যক্তি পরকালে এর বিনিময়ে ক্ষমা পাবে এবং গুনাহ থেকে পবিত্র হবে এবং অপরাধী ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনের খণ্ড পাবে।[২৩৪] অতএব ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারকের দ্বারা কোন আলিম বা সাধারন মুসলিমের প্রতি জুলুম ও অবিচার হওয়ার সম্ভবনা থাকলেও তার কারনে শাসক কাফির বা আনুগত্যের অযোগ্য হয়ে যায় না।

প্রশ্ন- ৩১ঃ পৃথিবীতে কয়েকটি ইসলামী রাষ্ট্রের নাম পাওয়া যায়, একটি তো ইদানিং যুক্ত হলো। (১) রাজকীয় সৌদি আরব (২) ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরান (৩) ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান (৪) ইসলামিক রিপাবলিক পাকিস্তান।

এগুলোর মধ্যে তুলনামূলক কোনটির নামের সাথে কোনটির মিল পাওয়া যায় এবং সন্ত্রাসমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ ধরা যায়?

উত্তরঃ (১) রাজকীয় সৌদি আরব- খাঁটি তাওহীদ ও সহীহ আক্বীদার মানদণ্ডে এবং শির্ক বিদআত মুক্ত হওয়ার দিক থেকে সৌদি আরব নামেও ইসলামী রাষ্ট্র এবং কামেও। দেশটি সম্পূর্ণ সন্ত্রাসমুক্ত হলেও কঠিনভাবে তথ্য সন্ত্রাসের কবলে এবং কাফির শত্রুর চাইতেও নামধারী মুসলিম দ্বারা ষড়যন্ত্রের স্বীকার। এ দেশটির ও তার শাসকদের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে আল্লাহ মক্কা-মদীনার খিদমত ও সেবার জন্য তাদেরকে নির্বাচিত করেছেন। আল্লাহর এই নির্বাচন কতইনা সুন্দর, সূক্ষ্ম ও কল্যাণকর। অন্য কোন মুসলিম গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র যেমন শিয়া এবং কবর-মাজার ও পীর পূজারী নামধারী মুসলিমদের দায়িত্বে যদি থাকতো তাহলে লক্ষাধিক সাহাবী তাবেঈ এবং আওলাদে রাসূল ও আওলাদে সাহাবার কবর মাজারের উপর সর্বনিম্ন মানের স্থাপত্য তৈরী করা হলেও তা আজমীরের মাজারের চাইতে জমকালো ও জমজমাট মাজার তৈরী করতে হতো। এর ফলে আল্লাহর ঘর কাবা, মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববী ধামাচাপা পড়ে যেত। প্রকৃত তাওহীদ ও সুন্নাহ পন্থীদের শির্ক বিদআতের দুর্গন্ধে ও দাপটে মক্কা-মদীনায় যাওয়াই অসম্ভব হয়ে যেতো। উসমানী সাম্রাজ্যের পতনের পূর্বে মক্কা-মদীনার এরূপ অবমাননা করা শুরু

২৩৪. সহীহ বুখারী ৬৯৬৭, ২৫৮০, মুসলিম- ১৭১৩।

হয়েছিল। যার জন্য আল্লাহ তাদের পক্ষে মুসলিম বাহিনীকে যে বাহিনী এই তাওহীদ সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত শক্তি ছিলেন উপর পরিচালনা করে আসছিলেন। তার কবরের পাশে পর যেমন কবরের উপর মাজার (ঘর) নির্মাণ করা হয়েছিল, ও তেমন হয়েছিল। কবর তারের চতুর্দিকে ও মাজারের পাশে (একটি মসজিদ ও জামায়াতে পড়ার জন্য) ও মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। এই মূর্তিগুলো থেকে থেকে সকল মুসলিমদেরকে যে জামায়াতে সালাত পড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। এভাবে আল্লাহ আহলে-বাইতকে শির্ক বিদআতের কালিমা ও অবমাননা থেকে রক্ষা করে আহলে সুন্নাত প্রকাশ্যে। আল হামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত বর্তমানে সাউদি ... তারা তাদের চেয়েও অধিক তাওহীদ ও সুন্নাহর প্রতি সচেতন, সতর্ক থাকুন ও অধিক জ্ঞান দান হারামাইনের হিফাজত ও পরিচালনা করুন, আমীন।

কিন্তু অজ্ঞ, মূর্খ, শির্ক-বিদআতে ডুবে থাকা ব্যক্তি ও সংগঠন তাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন বানোয়াট এবং ঢালাও অজুহাতে শত্রুদের সমালোচনা ও বিরোধিতা করে থাকে। আল্লাহ তাদেরকে সঠিক জ্ঞান ও সঠিকটা বুঝার তাওফীক দান করুন। তাদের কিছু অভিযোগের জবাব পূর্বের প্রশ্নোত্তরে দেয়া হয়েছে। আবার একটু চোখ বুলানোর অনুরোধ করা হলো।

(২) (ক) **ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরান:** ইরানের নাম ইসলামী প্রজাতন্ত্রী রাখাটা সুন্নী মুসলিমদের নিকট ঠিক না। শীয়া প্রজাতন্ত্রী ইরান রাখা উচিত। তারা এমন নাম রেখে থাকলেও সুন্নীদের তাদের রাখা এই নাম ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা তাদের এই ইসলামী রাষ্ট্র নবী ও সাহাবীগণের রেখে যাওয়া ইসলামকে ধ্বংস করা এবং সুন্নী মুসলিমদের নিধন ও নিশ্চিহ্ন করার জন্য। ইতিমধ্যে ইরানে বসবাসকারী ৩ কোটি সুন্নী মুসলিমদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। (১) অধিকাংশ সুন্নীকে এমনভাবে গোপনীয়তা বজায় রেখে হত্যা করা হয়েছে যে, বহির্বিশ্বে কাউকেই ঘুনাক্ষরেও জানতে দেয়া হয়নি (২) অল্প কিছু সুন্নী জান বাঁচিয়ে সহায়-সম্পদ ফেলে রেখে বিভিন্ন দেশে পালিয়ে গেছে। যারা মধ্যপ্রাচ্যে

[illegible]

(খ) তাদের আক্বীদা আমলতো আরো জঘন্যঃ

(১) আমাদের কুরআন ৩০ পারা ও বিশুদ্ধ মতে সর্বোচ্চ আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬। আর শীআদের কুরআন হলো ৯০ পারা ও ১৭ হাজার আয়াত বিশিষ্ট।

(২) ৬০ পারা কুরআন উধাও হওয়ার পিছনে প্রথম তিনজন খলীফা এবং তাদের খিলাফত মেনে নেয়া সকল সাহাবী তাবেঈ মুসলিমগণ।

(৩) এই ৯০ পারা বিশিষ্ট কুরআন নিয়ে আসবে তাদের ইমাম মাহদী এবং অপরাধসহ অনেক অপরাধের জন্য সুন্নী মুসলিমদেরকে সমূলে ধ্বংস করবে।

(৪) উপরোক্ত কারণের পাশাপাশি আলী ﵁ ও তাঁর বংশের ১২ জন সন্তান ইমামদের হক ও ইমামতি ও খিলাফত, কিন্তু তার পূর্বে পর পর তিন জন খলীফা হওয়ায় তারা মুরতাদ হয়ে গেছে।

(৫) তিনজন খলীফাকে গালিগালাজ করা ও অভিশাপ দেয়া এবং বদ দুআ করা তাদের নিকট শ্রেষ্ঠ ইবাদত।

(৬) যেই কালিমা পাঠ করে মুসলিম হতে হয় সেখানে তারা আলীর নাম যুক্ত করেছে এবং তিনজন খলীফাকে গালি দেয়ার শব্দও জড়িত করেছে।

(৭) তারা আযান-ইকামতে মুহাম্মাদ ﷺ এর নামের পরে আলী ﵁ এর নামও উচ্চারণ করতে থাকে।

(৮) তাদের নিকট মক্কা-মদীনার চাইতে কারবালার মর্যাদা বেশী, অনেক শীআ কারবালায় হজ্জ পালনের জন্য যায়

(৯) তারা মুয়াবিয়া ﵁ ও ইয়াজিদকে কাফের মনে করে।

(১০) তারা হুসাইন ﵁-কে ও তার কবরের পূজা করে।

(১১) আল্লাহর ইলম এবং কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা আলী ও তার বংশের ১২ জন ইমামকে দিয়ে দিয়েছেন।

(১২) আল্লাহ কোন বিষয় সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে কিছুই জানেন না।

(১৩) শীআদের নিকট যে কোন কাফির মুশরিক সম্প্রদায় এর চেয়ে জঘন্যতম শত্রু হচ্ছে সুন্নী মুসলিমরা।[২৩৫] এ কারণেই ইরানী শীআ সম্পর্কে

---

২৩৫. "পঞ্চাশ বছরের পরিকল্পনা" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

যারা গবেষণা করে ও জ্ঞান রাখে তারা যে কোন কাফির সম্প্রদায়ের চেয়েও ভয়ঙ্কর ও জঘন্যতম শত্রু হিসেবে গণ্য করে থাকে।

(গ) উপরোক্ত বিভিন্ন কারণে ইরান হচ্ছে সুন্নী মুসলিমদের জন্য ইজরাইল আমেরিকার ইউরোপের যে কোন ইসলাম বিদ্বেষী দেশ ও রাষ্ট্রের চেয়েও ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী দেশ। যে কোন শীআ বিশেষজ্ঞ ও গবেষক ব্যক্তি এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য।

(৩) **ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানঃ** তালেবান যোদ্ধাগোষ্ঠী কর্তৃক দখলদার বাহিনীকে হটিয়ে সদ্য গঠিত ইসলামী রাষ্ট্র। ইতিপূর্বে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত কম্যুনিজমের ধ্বজাধারী রুশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় হয়ে এবং অভ্যন্তরীন গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় এসে আফগানিস্তানে ইসলামী শাসন কায়েম ও পরিচালনা করেছিল। কিন্তু সৌদি আরবের চিহ্নিত দেশ দ্রোহী নাগরিকত্ব বাতিলকৃত খাঁটি খারেজী নেতা ওসামাহ বিন লাদেন প্রীতি তাদের পতন ডেকে নিয়ে এসেছিল। ওসামা বিন লাদেন ও তার গঠিত দল আল কায়েদার প্রতিষ্ঠা ও আশ্রয় দাতা হিসেবে সৌদি ইসলামী রাষ্ট্র এবং তার মিত্র মুসলিম দেশগুলোর সমর্থনে আমেরিকার নেতৃত্বে যৌথ বাহিনীর যৌথ আক্রমনের ফলে তালেবান শাসিত সেই দেশটি বিলীন হয়ে যায়। ওসামাহ নিহত ও তার দলের সে দেশ থেকে অস্তিত্ব মুছে যাওয়ায় অনেক মুসলিম দেশ তাদের প্রতি দরদি হওয়ায় আল্লাহর সাহায্য তাদের প্রতি নেমে এসেছে। পার্শ্ববর্তী পরাশক্তিগুলো প্রতিপক্ষ পরাশক্তি আমেরিকার বিরুদ্ধে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করায় ১৫ই আগষ্ট আবার আফগানিস্তানকে তাদের করায়ত্বে আনতে সক্ষম হয়েছে। আফগানিস্তানে তালেবানের আধিপত্য ও বিজয় সূচিত হওয়ার পরই মুসলিম ও অমুসলিম বিভিন্ন দেশ ও গোষ্ঠী মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে চলেছে। কেউ পক্ষে কেউ বিপক্ষে। তালেবানরাও পরে বিরাট হোঁচট খেয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দেশ গঠন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। বিদ্রোহী গোষ্ঠীও ইতিমধ্যে জানান দিয়ে সুসংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে। খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করতে হলে কুরআন সুন্নাহর সহীহ ও সরাসরি দলীল ভিত্তিক রেফারেন্স দ্বারা সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। অস্পষ্টতার ক্ষেত্রে মাযহাব ও ইজতিহাদের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু মাযহাব ও তরীকাকে সংবিধানের মূল আর কুরআন সুন্নাহকে তার সেবক

ও যেকোন ছিলের ব্যবহার করা হলে এই ইসলামী রাষ্ট্র হবে নামে ও হাতির দাঁতের মতই। প্রকৃত অর্থে ইসলামী রাষ্ট্র করতে হলে সৌদি আরবের শুধু আর্থিক ও মানবিক সাহায্য নিলে হবে না সাংবিধানিক সাহায্যও নিতে হবে। ইতিমধ্যে সমালোচনা উঠেছে। সৌদি আরবের ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানের আলোকে তাওহীদ সুন্নাহর শিক্ষায় উদ্ভাসিত এবং শিক বিদআতমুক্ত সালাফী (পূর্বসূরী তিন যুগের) ধাঁচে গড়ে উঠা মুসলমানদের কোনঠাসা করার নিয়মকানুন প্রচার প্রোপাগান্ডা শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহই তাদের প্রকৃত অর্থে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার তাওফীক দান করুন।

(৪) **ইসলামিক রিপাবলিক পাকিস্তানঃ** ইসলামকে কেন্দ্র করেই ১৯৪৭ সালে যেহেতু ভারত পাকিস্তান (পশ্চিম ও পূর্ব) দু'ভাগ হয়েছিল। তাই ইসলামী প্রজাতন্ত্রী পাকিস্তান নাম রাখা হয়েছিল। কখনোই পুরোপুরি ইসলামী সংবিধান গঠন পূর্বক দেশ পরিচালনা করা হয়নি। তবে সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। ৯৫-৯৭% নাগরিক বিভিন্ন মতাবলম্বী মুসলিম। রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতি মুসলিম ছাড়া অন্য কোন ধর্মাবলম্বী হতে পারবে না। রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক মুসলিম হওয়ার কুরআন হাদীস বিরোধী কোন কাজ সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্রে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে শীআ ও খারেজী দল সেই দেশে বেশ সক্রিয় থাকায় অনেক সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে থাকে। সম্প্রতিকালে আগের তুলনায় এখন কম ঘটে থাকে। সর্বশেষ বলবো ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্রীর চাইতে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র শতগুণ ভাল, এতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন- ৩২ঃ মানব রচিত বিধান দ্বারা শাসনকারী সরকারকে উৎখাত করে ইসলামী সরকার বা রাষ্ট্র কায়েমের লক্ষ্যে মানব রচিত পন্থায় আন্দোলনকারীরা যদি আন্দোলনরত অবস্থায় মারা যায়। অথবা জিহাদের নাম দিয়ে অনিয়মতান্ত্রিক জিহাদ করে নিহত হয়। তাহলে কি এদেরকে শহীদ বলা যাবে বা তাদের মৃত্যুকে শহীদী মৃত্যু বলা যাবে?

উত্তরঃ মানবরচিত বিধান দ্বারা শাসনকারী সরকার উৎখাত করার জন্য এবং ইসলামী সরকার বা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য মানব রচিত পন্থায় যেমন গণতান্ত্রিক নিয়মে ভোটাভোটি, হরতাল, অবরোধ, ঘেরাও ও জ্বালাও পোড়াও, বিক্ষোভ, মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে আন্দোলনরত অবস্থায় নিহত হলে তাদেরকে শহীদ বলা যাবে না এবং তাদের মৃত্যু কখনো শহীদী মৃত্যু বলে গণ্য হবে না। কারণ কখনো কোন অর্থে ও কোন দলীলের আলোকে আন্দোলনের এই উপাদানগুলোকে ইসলামী জিহাদের বা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত ধরা যায় না। সমস্ত গণতান্ত্রিক কাফির/ বিধর্মী রাষ্ট্রে এক কাফির সরকার উৎখাত করে আরেক কাফির সরকার কায়েম করার জন্য হুবহু এই সকল পন্থাই অবলম্বন করা হয়। এক চুল এর ব্যতীক্রম নয়। হয়তো একটুকু পার্থক্য হতে পারে কাফিররা অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের সময় বিসমিল্লাহ, আল্লাহু আকবার বলে না কিন্তু এরা হয়তো বলে। আবার জোশের ঠেলায় সেটাও হয়তো বলার কথা মনে থাকে কিনা আল্লাহই ভাল জানেন। আর বিসমিল্লাহ বলে শুকর জবাই করলে তো তা হালাল হবে না। মানব রচিত নিয়মে দ্বীন কায়েম করতে যাওয়া মানে পেশাব দিয়ে ওযু করার মত অবস্থা। এ ক্ষেত্রে আন্দোলনকারীরা এবং মানব রচিত বিধান দ্বারা শাসনকারীরা উভয় পক্ষই ইলমের মানদণ্ডে সমান অপরাধী। বরং আন্দোলনকারীরা যদি মানব রচিত বিধান/পন্থায় আন্দোলনকে ইসলামী পন্থা বা ইসলামী জিহাদ বলে অভিহিত করে তবে এটাই হবে এক ডিগ্রী বেশী অপরাধ। আর তাদের এরূপ আন্দোলনে যারা শরীক হয়না তাদেরকে কটাক্ষ করা হলে বা কাফির বলা হলে তারা হবে ডাবল অপরাধী। আর এ অকাম করতে গিয়ে মারা গিয়ে শহীদ হওয়ার আশা করা দুরাশাই বটে।

একই অবস্থা হলোঃ জিহাদ ও ইসলামের নামে মানুষ হত্যা ও সন্ত্রাসকারীদের। কারণ তারা জিহাদের নামে বা দ্বীন কায়েমের নামে যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটায় এবং ঘটাতে গিয়ে সরকারী বাহিনীর হাতে নিহত হয় বা বিচারিক সিদ্ধান্তনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডে নিহত হয়, এটা শরীয়ত সম্মত জিহাদে শহীদ হওয়ার মত নয়। অতএব এমতাবস্থায় নিহত হলে তাদেরকে শহীদও বলা যাবে না। সাধারণ মুসলিম হিসেবে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে মৃত্যুবরণ করেছে বলা হবে।

প্রশ্ন- ৩৩ঃ দ্বীন কায়েম ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শারঈ ও সুন্নাতি পদ্ধতি এবং সন্ত্রাসী ও বিদআতী পদ্ধতি কি?

উত্তরঃ দ্বীন কায়েমের শারঈ ও সুন্নাতী পদ্ধতি হলো, নবী ﷺ যে পদ্ধতিতে দ্বীন কায়েম করেছেন সেই পদ্ধতি অনুসরণে দ্বীন কায়েম করা। প্রথমে নবী ﷺ দ্বীন বলতে যা বুঝতেন বা বুঝাতেন তা বুঝতে হবে এবং প্রচলিত দ্বীন কায়েমকারীরা দ্বীন বলতে যা বুঝে সেটাকে ভুল ও ভ্রান্ত জানতে হবে ও বিশ্বাস করতে হবে এবং প্রত্যাখ্যান করতে হবে। নবী ﷺ দ্বীন বলতে যা বুঝতেন ও বোঝাতেন তা হাদীসে জিবরীলে তিন স্তরে ভাগ করে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যথাঃ

প্রথম স্তরঃ ঈমানের বিষয়গুলো উপলব্ধি ও আয়ত্ব করতে হবে (১) আল্লাহর প্রতি (২) ফিরিশতাগণের প্রতি (৩) আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি (৪) নবী -রাসূলগণের প্রতি (৫) পুনরুত্থান ও পরকালের প্রতি (৬) ভালমন্দসহ তাকদীরের প্রতি ঈমান আনতে হবে ।

দ্বিতীয় স্তরঃ ইসলামের পাঁচটি রুকন যথাসাধ্য পরিপূর্ণভাবে জেনে বুঝে বিশ্বাস ও আমল করা (১) কালিমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ- এ বিশ্বাস ও বাস্তবায়ন করা (২) পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পরিপূর্ণভাবে নবী ﷺ এর পদ্ধতি অনুযায়ী আদায় ও কায়েম করা (৩) নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে পরিপূর্ণভাবে আদায় করা। (৪) পরিপূর্ণভাবে রমযানের ২৯/৩০ দিনের ছিয়াম পালন করা (৫) মক্কা পর্যন্ত যাতায়াত করার সামর্থ্য থাকা মুসলিম ব্যক্তির হজ্জব্রত পালন করা।

তৃতীয় স্তরঃ ইহসান- অর্থাৎ উপরোক্ত দুটি স্তরে দ্বীনের যে সমস্ত আইটেম উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো যথাযথভাবে জেনে বুঝে পালনের মাধ্যমে এমনভাবে ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করা যেন আল্লাহকে নযর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কিংবা স্বয়ং আল্লাহ নযর দিয়ে দেখছেন। এই দেখা ও পর্যবেক্ষণের অনুভূতি ইবাদতকে একেবারে লৌকিকতা থেকে মুক্ত নিখাঁদ ও নিষ্কলুষ করে দেয়। তখন আল্লাহই মুমিন-মুসলিমদের পক্ষে অপরাজেয় শক্তি হয়ে দাঁড়িয়ে যান।

পদ্ধতিঃ নবীর চিনিয়ে দেয়া ও বুঝিয়ে দেয়া দ্বীনকে মুমিন বান্দারা তিনটি ক্ষেত্রে কায়েম করবে (১) অন্তরে গভীরভাবে বিশ্বাস করবে। (২) মুখে ঘোষণা দেওয়া ও তাবলীগের মাধ্যমে প্রচার প্রসার ঘটাবে। (৩) নীজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে এবং যাদেরকে দাওয়াহ দিবে তাদেরও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে বাস্তব অনুশীলন করতে হবে। (৪) উপরোক্ত তিনটি

ক্ষেত্রে মুসলিমরা দ্বীন কায়েম করতে সক্ষম হলে চতুর্থ ক্ষেত্রে দ্বীন আল্লাহ নিজেই কায়েম করে দিবেন যেভাবে আল্লাহ বদর, খন্দক, মক্কা বিজয় দান করেছিলেন (সূরা নূরঃ ৫৫)।

এবার সন্ত্রাসী ও বিদআতী পন্থায় দ্বীন সম্পর্কে বলা যাকঃ

এক শ্রেনীর মুসলিম আছে যারা দ্বীন কায়েম করতে চায় কিন্তু দ্বীনের পরিচয় ও সংজ্ঞাটা নবী (সাঃ) থেকে নেয় না। দলীয় গুরু ও আমীরদের থেকে নিয়ে থাকে বা নিজেরাই নির্ধারণ করে এবং নবীর সংজ্ঞাকে বিভিন্ন ভাষায় বিদ্রুপ করে থাকে। তারা নবীর সংজ্ঞায়িত দ্বীনকে দ্বীন কায়েমের অসীলা/পথ/ট্রেনিং বলে না। তাদের দৃষ্টিতে দ্বীন কায়েম হলো গদী দখল। যার ফলে নবীর দ্বীন কায়েমের ক্ষেত্রে কঠিন শীথিলতা প্রদর্শন পূর্বক ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ করে বলে এগুলো কিসের দ্বীন কায়েম! এগুলো হল হুজুরগীরী তপস্যা ও সন্ন্যাসীগিরী। ৭/৮ দশক থেকে আল্লাহ তাদেরকে সর্বত্র দ্বীন কায়েম থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন। অগ্রসরতার পরিবর্তে পশ্চাদমুখীতা দান করেছেন। নবীর তরীকা পদ্ধতি বাদ দিয়ে মানব রচিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে আন্দোলন করে তাদের সংজ্ঞায়িত দ্বীন কায়েমের ব্যার্থ চেষ্টা করে চলেছে। আল্লাহ তাদের দ্বীন বুঝার এবং দ্বীন কায়েমের নববী পদ্ধতি অবলম্বন করার জ্ঞান, মানসিকতা ও তাওফীক দান করুন।

অপর পক্ষে এমন কিছু অপরিণামদর্শী দলও এদেশে বিভিন্ন সময় আত্মপ্রকাশ করেছে যারা আফগানের তালেবান এবং আরবের আল-কায়েদা ও আই.এস এর কায়দায় সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের ঘোষণা দিয়ে কাজ শুরু করেছিল। এক দল (হুজি) এই স্লোগান দিয়ে কার্যক্রম শুরু করেছিল "বাংলা হবে আফগান আমরা হবো তালেবান" আরেক দল (জে.এম.বি) ১৭ই আগষ্ট ২০০৫-এ বাংলাদেশের ৬৩টি জেলায় বোমা বিস্ফোরণ ও লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের ঘোষণা দেয়। কিন্তু শুরুর ঘোষণার দিনই যে তাদের জিহাদ খেলার সমাপ্তির ঘোষণা হয়েছিল তা এই অপরিণামদর্শী নির্বোধ আবেগী জিহাদীরা টেরও পায়নি। নবীর ইলম ও পদ্ধতির উপর যেই কর্মের ভিত্তি হবে না, তা ব্যার্থ হতে বাধ্য। তাইতো শুরু হওয়ার ১ বছরের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের গরম জিহাদী দলগুলো নিষিদ্ধ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সেই সব দলের ছিটেফোটা দু চারজন থাকলেও

তাদের বিশেষজ্ঞ স্বাধীন প্রণয়ন সম্ভবে এসে ও তারা মাথায় ... ধরে পুর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান ... আলহামদুলিল্লাহ।

প্রশ্ন- এই আফগানিস্তানে তালেবানের দ্বিতীয়বারের মত বিজয় ও শাসন কায়েম হওয়ায় বাংলাদেশে ধর্মের নামে উগ্রতা ও সন্ত্রাস কি নতুন করে মাথা চাড়া দিতে পারে ও বাড়তে পারে?

উত্তর: আফগানিস্তানে তালেবানের দ্বিতীয় বারের মত বিজয় লাভ আফগানদের এবং সকল মুসলিমদের জন্য খুশী আনন্দের ব্যাপার। বাংলাদেশের অনেক উলামা ও রাজনীতি বিশ্লেষক তালেবানদেরকে যে দেশের মুক্তিযোদ্ধা বলে আখ্যায়িত করেছেন। যুক্তিযুক্ত করে দখলদার বাহিনী থেকে তাদের দেশকে স্বাধীন করেছে। এ জন্য তাদেরকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তারা দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে এর জন্য এক মুসলিম ব্যক্তি অপর মুসলিম ব্যক্তির আনন্দে শরীক হতে পারে। কিন্তু তাদের বিজয়ের মাধ্যমে জোশ লাভ করে বাংলাদেশে জিহাদের নামে কোন ব্যক্তি ও সরকারের বিরুদ্ধে জঙ্গি সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানো ঠিক হবে না। হুজুগে বাঙ্গালী বলে একটা কথা আছে, ভালমন্দ-পরিবেশ পরিস্থিতি না বুঝে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহী হয়ে কোন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া বাঙ্গালীদের একটা সহজাত স্বভাব রয়েছে। কাজেই এমন ধারণা আশঙ্কাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

প্রথম মেয়াদে (১৯৯৬-২০০১) অতি উৎসাহী কিছু হুজুর অদম্য উদ্যমে দেশে জিহাদের ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্যে এ বলে স্লোগান দিয়েছিল "বাংলা হবে আফগান, আমরা হবো তালেবান"। এরপর হারকাতুল জিহাদ নামে জিহাদী সংগঠন খুলেছিল। পরে গরম গরম জিহাদী কিছু তৎপরতা চালিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার প্রাক্কালে জেএমবি সৃষ্টির বীজ বপন করে গিয়েছিল। তাদের সবকপড়া নিয়ে আলকায়দার ধারায় সৃষ্টি হয়েছিল জিএমবি। তাদের তথাকথিত জিহাদী (সন্ত্রাসী) তৎপরতায় অস্থির হয়ে গিয়েছে বাংলাদেশ, ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল দেশের সকলে। এ দলটি আত্মপ্রকাশ করে যেমন এলোপাথাড়িভাবে জিহাদের নামে সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু করেছিল, সরকারও তেমনি কঠোর হস্তে তাদের দমন করতে সক্ষম হয়েছিল। আর সেই উপলক্ষ্যে লিখেছিলাম এই বইখানা। আমার এই বইখানাও উক্ত দলের সন্ত্রাসী তৎপরতা দমনে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। আলহামদুলিল্লাহ। নতুন করে তালেবানদের বিজয়ের ফলে সরকারের সার্বিক বাহিনীর সচেতন আলেমদেরকে নিয়ে এদের ব্যাপারে সজাগ থাকার প্রয়োজন রয়েছে। আবার তালেবানকে ইস্যু বানিয়ে কোন স্বার্থান্বেষী মহল যেন পানি ঘোলা করে সেই ঘোলা পানিতে মাছ শিকার না করতে পারে সেদিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। আল্লাহ আমাদের দেশ ও সমাজকে জানা অজানা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকার ফিতনা ফাসাদ থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

সমাপ্তি কথা

ইসলাম বিদ্বেষী প্রচার মাধ্যমগুলোর ইসলাম ও ইসলামী স্বার্থের উপর আক্রমণাত্মক অভিযান।

দুঃখের বিষয় যে, ইসলামী ও অন্যান্য দেশসহ বিশ্বব্যাপী পশ্চিমা প্রভাবিত প্রচার মাধ্যমগুলো ইসলাম ও ইসলামপন্থীদেরকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের অপবাদ লেপন করছে। তাদের হাতের ক্রীড়নক সেজে ইসলাম নামধারী উক্ত চিহ্নিত মহলের দোসররা তাদের পক্ষ থেকে ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে মিথ্যা বানোয়াট রিপোর্ট তৈরি করে ক্রমান্বয়ে একের পর এক সর্বনাশ ঘটিয়ে যাচ্ছে। এ প্রবাদ বাক্যটি তাদের নীতি ও আদর্শে পরিণত হয়েছে- "মিথ্যা বার বার আওড়াতে থাক এক সময় লোকেরা এটাকে সত্য বলে গ্রহণ করে ফেলবে।" পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন দেশে তাদের মদদ ও সমর্থনপুষ্ট সংগঠনগুলোকে বাক স্বাধীনতার নামে ইসলামী যে কোন স্বার্থের উপর আঘাত হানার জন্য বিরামহীনভাবে চাপ সৃষ্টি করে থাকে সংবাদপত্রের জবাবদিহিতা বিষয়ে কোন আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে তাদের নেতিবাচক অবস্থান অনেক দিন যাবৎ। তাদের এ নীতি ও অবস্থা জন্ম দিয়েছে আরো নিকৃষ্টতম সন্ত্রাসের, আর তা হলো তথ্য সন্ত্রাস। এর ফলে প্রভাবশালী বড় বড় দল ও ব্যক্তিরা বিশেষ পন্থায় এসব প্রচার মাধ্যমের সাথে আচরণ প্রদর্শন করে। এদের কেউ লোভ লালসা দেখিয়ে (ঘুষ দিয়ে) অথবা ভীতি প্রদর্শন করে প্রচার মাধ্যমগুলো থেকে তাদের সংগঠন ও ব্যক্তিরা যারা আইনী লড়াই এর জন্য

নিজেদের কোন পূর্ব প্রস্তুতি ও আর্থিক সঙ্গতি নেই এবং আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগের উপায় নেই তাদেরকে নিরবে সাহায্যহীন মযলুমের ন্যায় নির্যাতন সহ্য করতে হয় এবং নানামুখী অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয় এবং দারুণ দুর্গতির শিকার হতে হয়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সর্বস্ব খুইয়ে ফেলতে হয়। অথচ সংবাদপত্রগুলো থেকে যায় আইন ও সরকারের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। নিশ্চয় এ ধরনের আচরণ ইসলামী শরীয়ত কখনই স্বীকার ও সমর্থন করে না।

প্রত্যেক ধর্মের যারা শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে তাদের সচেতন হওয়া দরকার প্রচার মাধ্যমগুলোর ব্যাপারে। কেননা তারা বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করছে সরকার ও জনগণ এবং নিরাপত্তা বিষয়ক কর্তৃপক্ষের মাঝে। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে দুর্বলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

অতএব প্রতারণার শিকার প্রচার মাধ্যমগুলোর উদ্দেশ্যে বলব; মুসলিম উম্মাহ-আরব-অনারব এক ও অভিন্ন একটি জাতি। ইসলাম ধর্ম সর্বস্থান ও সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য পরিপূর্ণ জীবন বিধান। সুতরাং এ দ্বীনে শত্রুদের সাময়িক পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন লাভের কারণে প্রবঞ্চিত হবেন না। অতএব তথ্যসন্ত্রাস ও মিথ্যাচার বাদ দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সাফল্য লাভের জন্য সত্য সন্ধানী হোন এবং মুসলিম ঐক্য-সংহতি, ন্যায় নিষ্ঠা ও শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার পক্ষে কাজ করুন।

ইহ্ইয়া-উস্ সুন্নাহ ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

	বইয়ের নাম	পৃষ্ঠা	মূল্য
১	কালিমার মর্মকথা- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম	৪৩২	৩৪০/-
২	নাবী ﷺ-এর সলাত সম্পাদনের পদ্ধতি অনুবাদ ও সম্পাদনায় : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম আবু রাশাদ আজমাল বিন আব্দুন নূর	২৫৬	২০০/-
৩	সলাত পরিত্যাগকারীর বিধান মূল : শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন رحمه الله অনুবাদ : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম	৪৮	৫০/-
৪	শবে-বরাত সমাধান- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম	৪৮	৪০/-
৫	বিশুদ্ধ নিয়াম নির্দেশিকা ও আনুষাঙ্গিক তথ্যাবলী সংকলনে : যাকারিয়া বিন ইব্রাহ আলী মাদানী সম্পাদনায় : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম	২২৪	১৬০/-
৬	ইসলামের দৃষ্টিতে চরমপন্থা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম	২২৪	২৫০/-
৭	বিভিন্ন ফের্কায় মুসলিম জাতি : সাম্প্রতিক কালে সাংগঠনিক বিভক্তি সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম	৩৮৪	৪০০/-
৮	ঈদ ও কুরবানীর মাসায়েল- সংকলনে : শাইখ [illegible] সম্পাদনায় : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম	২২৪	১৮০/-
৯	সহীহ হাজ্জ, 'উমরাহ্ ও যিয়ারাহ্ নির্দেশিকা সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম	১৭০	১৭০/-

ইহ্ইয়া-উস্ সুন্নাহ ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিতব্য গ্রন্থসমূহ

১০	সংশয় ও বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুনাজাত (মুনাজাত সমাধান) সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
১১	"আল্লাহ কোথায়?" এর জবাবে ইমাম আবূ হানিফা رحمه الله সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
১২	আল্লাহ ও রাসূল ﷺ : ইসলামী আক্বীদাহ'র দুটি রুকন সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
১৩	পর্যালোচনা ও চ্যালেঞ্জ- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
১৪	পীর-দরবেশের ওযীফা বনাম নাবী ﷺ-এর ওযীফা সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
১৫	ফজরের দুই আযান ও তাসবীহ্ সমাধান- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
১৬	"ইসরা ও মি'রাজ" মুসলিম জাতির উন্নতির সোপান সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
১৭	শারী'আতের মানদণ্ডে মীলাদ মাহফিল- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
১৮	বিদ'আতের ভয়াবহতা- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

১৯	রমাযানের ফাযায়িল ও মাসায়িল- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
২০	ঝাড়ফুঁক ও তাবীয-কবযের বিধান- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
২১	বান্দার সাথে আল্লাহর থাকার ব্যাখ্যা- মূল : বিন বায, অনু: আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
২২	যাকাত বিষয়ে দুটি পুস্তিকা- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
২৩	উসিলার মর্ম ও বিধান- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
২৪	সালাতের গুরুত্ব- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
২৫	সুদ ও নিষিদ্ধ ব্যবসা-বাণিজ্য- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
২৬	পর্দা আত্মমর্যাদাবোধের প্রতীক- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
২৭	দু'আ এর শিষ্টাচার ও কবূলের শর্তসমূহ- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
২৮	মুসলিম বোনের সাথে কিছু সংলাপ- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
২৯	সূফীবাদ বা পীর-মুরিদীতন্ত্র- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
৩০	বিরুদ্ধাচরণ দমন কল্পে অমুসলিমের সাহায্য নেয়ার বিধান মূল : ড. রাবী' বিন হাদী উমাইর আল-মাদখালী (হাফি.), অনুবাদ : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
৩১	মুসলিম ব্যক্তির ধর্ম বিশ্বাস- মূল : শায়খ জামিল যাইনু, অনু:আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
৩২	ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম- মূল : শায়খ সালিহ আল উসাইমীন (রহ.), সম্পাদনায় : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
৩৩	তাবলীগ জামাআত ও দেওবন্দীগণ- মূল : সাজিদ আব্দুল কাইয়ুম, সম্পাদনায় : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
৩৪	হাদীছ ও ইলমে হাদীছ সংক্রান্ত : কতিপয় যরূরী মাসায়েল সংকলনে- আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম
৩৫	শরী'আতের দৃষ্টিতে যেনা-ব্যভিচার ও অপবাদ প্রভৃতির শাস্তির বিধান সংকলনে- আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম
৩৬	কুরআন ও ছহীহ্ হাদীছ ভিত্তিক জুমুআহ্ ও ঈদের নির্বাচিত খুত্ববাহ্ সমূহ সংকলনে- আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম
৩৭	ছহীহ আল আদাবুল মুফরাদ- মূল: মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী, অনুবাদ: আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম
৩৮	যঈফ ও জাল হাদীছ ভিত্তিক আক্বায়িদ ও মাসায়িল (শিরক ও বিদ'আতের অপারেশন) সংকলনে- আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম
৩৯	প্রিয় নবীর সংক্ষিপ্ত জীবনি এবং ছাহাবায়ে কেরাম ও আলে বায়ত সম্পর্কে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ্-বিশ্বাস- সংকলনে- আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম
৪০	আক্বীদাহ্গত কিছু ভুল-ভ্রান্তি বিষয়ে সতর্কীকরণ সংকলনে- আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম
৪১	أساليب وطرق أهل الباطل في نشر الكفر والشرك والبدع والخرافات (عرض ونقد) সংকলনে- আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম
৪২	الغلوُّ في النبي صلى الله عليه وسلم أسباب-مظاهر-نتائج-سبل الوقاية منه সংকলনে- আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম
৪৩	محبة الرسول □ بين الحقيقة والادعاء والغلوّ والجفاء সংকলনে- আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম
৪৪	أهمية الاتباع وخطر التقليد والابتداع সংকলনে- আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম

পরিবেশক

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

রানীবাজার মাদ্রাসা মার্কেট (উত্তর গলি), রাজশাহী; ০১৭০৮৫২৪৫২৫, ০১৭৩০৯৩৪৩২৫

কাশফুল প্রকাশনী

মাদ্রাসা মার্কেট (২য় তলা) ৩৪, বাংলা বাজার, ঢাকা

মোবা: ০১৭৩১০১০৭৪০, ০১৯১৮৮০০৮৪৯

প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা বিভাগ

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট
উত্তর ও দক্ষিণখান শাখা, উত্তরা- ঢাকা
মোবাইল : ০১৮১৭১০৯৬০৫, ০১৭০৭২১০৩০৯

হাদীস একাডেমী
৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল- ঢাকা
মোবা : ০১৯১৫৬০৪৫৯৮, ০১৮৪৩০৫৪৫৯৮

তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল;
মাদ্রাসা মার্কেট (নীচ তলা); ৩৪, বাংলা বাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১১৬৪৬৩৯৬

হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৬৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্মরণী,
বংশাল- ঢাকা। মোবাইল : ০১৮৩২৮২৫০০০

রাহেলা প্রকাশনী
১৮, লুৎফর রহমান লেন, সুরিটোলা
মোবাইল : ০১৯১৫৭০৬৩২৩

উসওয়াহ পাবলিকেশন্স
মাদ্রাসা মার্কেট (২য় তলা) ৩৪, বাংলা বাজার, ঢাকা
মোবা: ০১৭৩১০১০৭৪০, ০১৯১৮৮০০৮৪৯

আতিফা পাবলিকেশন্স
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭৪৫৬৩৯৫৮৮

আত্ তাওহীদ প্রকাশনী
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। মোবাঃ ০১৭১২৫৪৯৯৫৬

রিভারী পাবলিকেশন্স
কাটাবন, ঢাকা। মোবাঃ ০১৭৫৬৪০৩৩৯৯

আল ফুরকান পয়েন্ট
বাইতুল মামুর চাঁদ জামে মসজিদ, আদাবর, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭২২২১৬৩৬৪

আয়েশা বুক হাউস- মৌচাক, ঢাকা
মোবাইল : ০৭৮৪৭৩০১৭৩৫

আহলুস সুন্নাহ বুক শপ
কোনাবাড়ী, গাজীপুর। মোবাইল : ০১৭১৭৪৫০৯১৯

তাওহীদ লাইব্রেরী- চৌরাস্তা গাজীপুর
মোবাইল : ০১৯১৩০৭০৩৮৪

আল ফুরকান বুক হাউস- সাভার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৬২৮৮৩৩২৮৩

আব্দুস সালাম- সাভার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৫৮৯৫৬২৯



প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা বিভাগ

জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা
টোকনগর, পোঃ টোকনয়ন বাজার
থানা : কাপাসিয়া, জেলা : গাজীপুর
মোবাইল : ০১৯৭১০৮৮৩৩৫, ০১৯৫১৭৭৫৮৬১

আব্দুল মালেক
রাজবাড়ী, ফরিদপুর
মোবাইল : ০১৭০৩১১১৯৭৭

ময়মনসিংহ বিভাগ

ইমাম বুখারী (রহ.) লাইব্রেরী
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
মোবাইল : ০১৭২৭৯০৯৯০৯

চট্টগ্রাম বিভাগ

চাঁদপুর ইসলামী পাঠাগার এন্ড লাইব্রেরী
বি- ১২, দ্বিতীয় তলা, স্টেডিয়াম মার্কেট
চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর
মোবাইল : ০১৬৮৪৭০৮৩৯৫

ইসলামিক দাওয়াহ সেন্টার
সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী
মোবাইল : ০১৩১৬৩৬৩৪৮৬

খন্দকার লাইব্রেরী
ফেনী। মোবাইল : ০১৮৪৩৪৪৯৩১৪

রাজশাহী বিভাগ

ইসলামী লাইব্রেরী
বনপাড়া, নাটোর
মোবাইল : ০১৭১৫৯৭৫২৪৬

হামিদিয়া লাইব্রেরী
ছাতাপট্টি, বগুড়া
মোবাইল : ০১৭০৬২২৪৮৮৭

ছিরাত প্রকাশনী- নওদাপাড়া, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৯১০৭২৪৭৫৮

আল ইখলাস স্টোর
বিশ্বরোড মোড়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ
মোবাইল : ০১৭৮৭০৯০৭৪৭

রংপুর বিভাগ

দারুস সুন্নাহ বুক শপ
আল মানার ভবন
হাজী লেন আহলে হাদীস মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর
মোবাইল : ০১৭৪০৪৯০১৯৯

আল মিরআতুল মাকতাবাহ
রেল স্টেশন, দিনাজপুর
মোবাইল : ০১৭৮০৬২১৭৮২

সিলেট বিভাগ

তাকওয়া মসজিদ
সিলেট
মোবাইল : ০১৭৬১৯৮২৫৯৭

ই.সি.এস লাইব্রেরী
কুদরতউল্লাহ মার্কেট, সিলেট
মোবাইল : ০১৯২০৭৩৭৭৩০

খুলনা বিভাগ

লাকী স্টোর
শামীম মার্কেট, খুলনা
মোবাইল : ০১৭১২০৫১০০৫

ওয়াফা বুক সেন্টার
খুলনা
০১৯০৬৪০৬৩০৬

সালাফী একাডেমী
ফুলবাড়িয়া, মেহেরপুর
মোবাইল : ০১৯৯৭৭৭৪৪৪০

পরিশিষ্ট নং- ১

সন্ত্রাস দমনে এ গ্রন্থের ভূমিকা (রাশেদুল এই বই পড়েই সন্ত্রাসী দল ত্যাগ করেছিলেন এবং এই বই পড়েই দাওয়াত দিতেন।)

প্রথম আলোর প্রতিবেদন

প্রথম আলো

www.prothom-alo.com

পূর্বপরিচিত জঙ্গিরাই হত্যা করেছে রাশিদুলকে

জঙ্গিরাই হত্যা করেছে রাশিদুলকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

...পুরে নানার বাড়িতে থাকত। ঢাকা মহানগর পুলিশের উত্তরা বিভাগের উপকমিশনার নিশারুল আরিফ বলেন, নিহত রাশিদুলের স্ত্রীর কাছ থেকে তিনটি তদন্ত সূত্র (ক্লু) পাওয়া গেছে। তদন্তে এর সত্যতাও মিলেছে। তিনি জানান, রাশিদুলের স্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ৮ ও ৯ জানুয়ারি উত্তর খান থানার ময়নারটেকে ওয়াজ মাহফিলের শেষ দিনে রাশিদুল তাঁর বক্তব্যে জঙ্গি তৎপরতার সমালোচনা করেন। বক্তব্য শেষে মঞ্চ থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে তিন যুবক নিজেদের জেএমবি সদস্য পরিচয় দিয়ে রাশিদুলের কাছে তাঁর বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি জানতে চান। ঘটনাটি পরে রাশিদুল স্ত্রীকে বলেছেন। আরিফ নূর পুলিশকে আরও জানান, দুই দিন আগে আল-আমিন নামে অপর এক জঙ্গি কবরস্থান মসজিদে গিয়ে রাশিদুলের খোঁজ করেন। না পেয়ে সেখানকার একজনের কাছ থেকে রাশিদুলের মোবাইল ফোনের নম্বর সংগ্রহ করেন। পরে জঙ্গিরা ফোন করে রাশিদুলের বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি চাইলে তিনি এ বিষয়ে শায়েখ আকরামুজ্জামানের (জেএমবির প্রতিষ্ঠাতা শুরা সদস্য নসরুল্লাহর আপন চাচা ও এ দেশে নিষিদ্ধ কুয়েতভিত্তিক এনজিও রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটির সাবেক পরিচালক) সঙ্গে আলোচনা করেন। আকরামুজ্জামান নিজের লেখা 'ইসলামের দৃষ্টিতে চরমপন্থা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস,' এবং কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীরের লেখা 'ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ' শীর্ষক দুটি বই রাশিদুলকে দেন। ওই বই দুটি নিয়ে তিনি সোমবার ময়নারটেকের বাসা থেকে বের হন। স্ত্রীকে বলে যান, আল-আমিন, আকাশ ও নাদিমকে হেদায়েত করতে বই দুটি নিয়ে যাচ্ছি। এটাই স্ত্রীর সঙ্গে রাশিদুলের শেষ কথা ছিল বলে আরিফ নূর পুলিশকে জানিয়েছেন।

এ ব্যাপারে র‍্যাবের মহাপরিচালক হাসান মাহমুদ খন্দকার গতকাল গণমাধ্যমকে বলেছেন, 'এ রকম সংগঠনের মধ্যে যদি এমন দ্বন্দ্ব হয়, তাহলে আদর্শিকভাবে তাদের শক্তি অনেক কমে যাবে। পরবর্তী পর্যায়ে তাদের তৎপরতাও অনেক ক্ষীণ হয়ে আসবে।'

২৫ এপ্রিল, ২০০০ইং তারিখে, জেএমবির ধর্মীয় প্রধান নাসরুল্লাহ্-এর নিকট সংগঠনটির প্রধান শাইখ আব্দুর রহমান (তৎকালীন ব্যবহৃত ছদ্মনাম আব্দুল হাকিম) এর স্বহস্তে লিখিত একটি চিঠি যা নাসরুল্লাহ্ দলত্যাগের পর আমার কাছে সরবরাহ করেছিলেন। চিঠিতে উঠে এসেছে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য। এর মধ্যে রয়েছে, আহলে হাদীস সমাজ প্রথম থেকেই ইসলামের নামে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সতর্ক করে (তার ভাষায় অপবাদ) আসছিল তার প্রমাণ। এছাড়াও বেশ কিছু কর্মী-সদস্যের নাম উল্লেখ করা হয়েছে যাদের অনেকেই মারা গেছে, বাকিরা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে। (প্রথম পাতা হাইলাইটেড অংশ দ্রষ্টব্য)

প্রথম পাতা

জেএমবি প্রধান কর্তৃক রিভাইভালসহ বিদেশী এনজিওগুলো থেকে জোরপূর্বক সহযোগিতা নেয়ার হুমকি। এমনকি দেশীয় আলেম উলামা এবং মদীনার শিক্ষকরা বিরোধীতা করলে তাদেরকে হত্যা (তার ভাষায় কোরআনের ফায়সালা কার্যকর) এর সিদ্ধান্ত। (দ্বিতীয় পাতা হাইলাইটেড অংশ দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয় পাতা

২০০৫ সালে দেশব্যাপী জঙ্গিবাদের উত্থানের সময় লেখককে জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত করার হীন উদ্দেশ্যে একটি মহলের পত্রপত্রিকায় লেখালেখির পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত "নো হ্যারেজমেন্ট সার্টিফিকেট" - এর কপি।

দুই টাকা

বাংলাদেশ কোর্ট ফি

20.3.05 20.3.05 20.3.05 20.3.05 20.3.05

In the Supreme court of Bangladesh

High court Division

(Special Original Jurisdiction)

Writ Petition No. 1562 of 2005.

In the matter of :

An application under Article 102 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh.

And

In the matter of :

1. Akramuzzaman, Son of Abus Salam Village Chamurkhan P.S. Uttara, District Dhaka.

2. Md. Akmal Hossain, Son of Md. Badiuzzaman of House No.49, Road No. 15, Sector -3 Uttara Police Station Uttra, District Dhaka.

3. Md. Abdullah Al-Masud, Son of Md. Azizul Haque of 46 Moushair Shah Kabir Mazar Road, Chalaban, Police Station Uttara, District -Dhaka.

..Petitioners.

-Versus -

1. The Government of Bangladesh, represented by the Secretary, Ministry of Home Affairs, Bangladesh Secretariat, Ramna, Dhaka.

2. The Inspector General of Police, Police Head-quarters, Fulbaria, Dhaka.

3. The Commanding Officer, Rapid Action Battalion (RAB-I) Uttara, Dhaka

4. Police Commissioner, Dhaka.

5. Officer -in-Charge, Uttara, Police Station DMP. Dhaka.

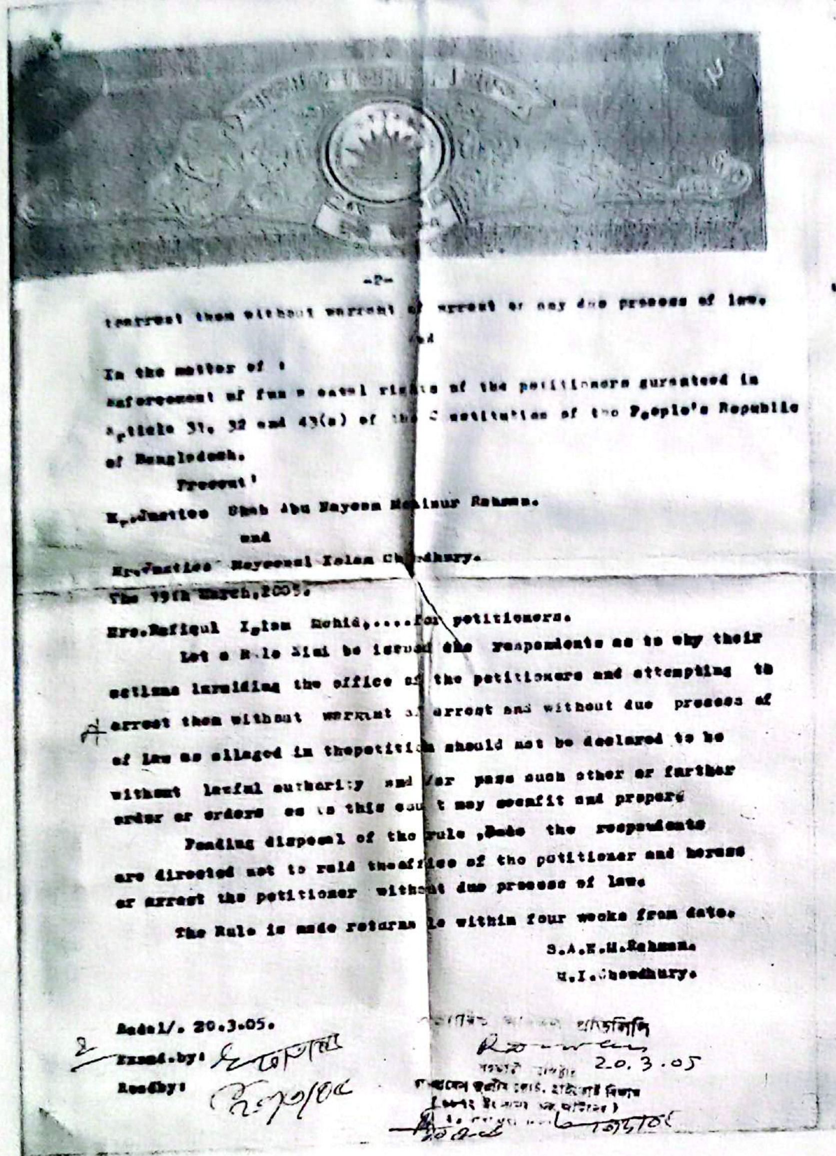
...Respondents.

And

In the matter of :

Action of raiding the office of the petitioners and of attempting

পৃষ্ঠা- ২



-2-

to arrest them without warrant of arrest or any due process of law.

and

In the matter of :

Enforcement of fundamental rights of the petitioners gurateed in Article 31, 32 and 43(a) of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh.

Present:

Mr. Justice Shah Abu Nayeem Mominur Rahman.

and

Mr. Justice Moyeenul Islam Chowdhury.

The 19th March,2005.

Mr. Rafiqul Islam Mehid,....for petitioners.

Let a Rule Nisi be issued on the respondents as to why their actions invading the office of the petitioners and attempting to arrest them without warrant of arrest and without due process of law as alleged in thepetition should not be declared to be without lawful authority and /or pass such other or further order or orders as to this court may seem fit and proper.

Pending disposal of the rule, the respondents are directed not to raid the office of the petitioner and harass or arrest the petitioner without due process of law.

The Rule is made returnable within four weeks from date.

S.A.N.M.Rahman.

M.I.Chowdhury.

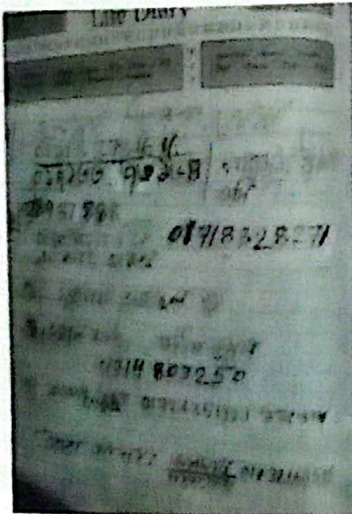
Sd/-. 20.3.05.

Exmnd.by:

Readby:

প্রতিলিপি

20.3.05



লেখকের নিরাপত্তা বিষয়ক খোঁজ-খবর ও যোগাযোগের জন্য উত্তরখান ও উত্তরা থানার পুলিশগণের পক্ষ থেকে প্রদত্ত মোবাইল ফোন নম্বরসমূহ

১. উত্তরখান থানা- ও.সি- নাজমুল ইসলাম : ০১৭১৩০৭৩১৬৪

২. সেকেণ্ড অফিসার (এস. আই হারুন) : ০২-৮৯৩১৮৮৮

৩. মোঃ এমদাদুল হক : ০১৭১৮৩২৮২৭১

৪. এ.এস.আই- প্রদীপ কুমার : ০১৭১৪৮০৩২৫০

৫. এস.আই- ইজ্জত : ০১৭২৬৩৫১৩২১

৬. উত্তরা থানা : আরমান/পারভেজ- ০১৭৩২১৬৬৫৩৫

ইহ্ইয়া-উস্ সুন্নাহ্ ফাউন্ডেশন কর্তৃক " ইসলামের দৃষ্টিতেচরমপন্থা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস"-সহ প্রকাশিত অন্যান্য বই বিতরণ



মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান দুলাল এমপি-কে সৌজন্য বই উপহার



বগুড়া-৭ আসনের সাংসদ এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস" জনাব রেজাউল করিম বাবলুকে সৌজন্য বই উপহার



কক্সবাজার পৌরসভার মেয়র জনাব মুজিবুর রহমান-কে সৌজন্য বই উপহার



ঢাকা-১৮ আসনের মাননীয় সাংসদ জনাব মোঃ হাবিব হাসান-কে সম্মাননা স্বারক ও সৌজন্য বই উপহার



আত-তাক্বওয়া মসজিদ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সিলেটের ৩০টি পয়েন্টে বই বিতরন



আস-সুন্নাহ্ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও দেশের স্বনামধন্য আলিম শাইখ আহমদুল্লাহ-কে সৌজন্য বই উপহার



দেশের স্বনামধন্য উদীয়মান তরুণ বক্তা **রফিকুল ইসলাম বিন সাঈদ**-কে সৌজন্য বই উপহার



দেশের স্বনামধন্য আলিমে দ্বীন **আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ** ও তার সুযোগ্য পুত্র **আব্দুল্লাহ**-কে সৌজন্য বই উপহার



জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা, কাপাসিয়া- এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক **মুসাদ্দিকুল আনোয়ার**-কে সৌজন্য বই উপহার



মসজিদের ইমাম খত্বীবদের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে বই বিতরনের দৃশ্য



লঞ্চে যাত্রা পথে সাধারণ মানুষের মাঝে বই বিতরণ



মসজিদ মাদ্রাসার ইমাম, দাঈ, ছাত্রদের উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী বিনামূল্যে বই বিতরণের জন্য প্রস্তুতকৃত বইয়ের পার্সেল



মসজিদ মাদ্রাসার ইমাম, দাঈ, ছাত্রদের উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী বিনামূল্যে বই বিতরণের জন্য প্রস্তুতকৃত বইয়ের পার্সেল



চিত্র জগতের অভিনেতা মিশা সওদাগরকে সৌজন্য বই উপহার

পরিশিষ্ট নং ২

কুয়েতী সংস্থার উদ্যোগে ছাপানো গ্রন্থের ছবিসহ নমুনা এবং সন্ত্রাস বিরোধী ও প্রতিবাদী কর্মকাণ্ড



حكم الإسلام في التطرف والإرهاب وموقف جمعية إحياء التراث الإسلامي منهما

ইসলামের দৃষ্টিতে

চরমপন্থা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস

এবং

রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ

সোসাইটির অবস্থান

تاليف: الشيخ أكرم الزمان بن عبد السلام

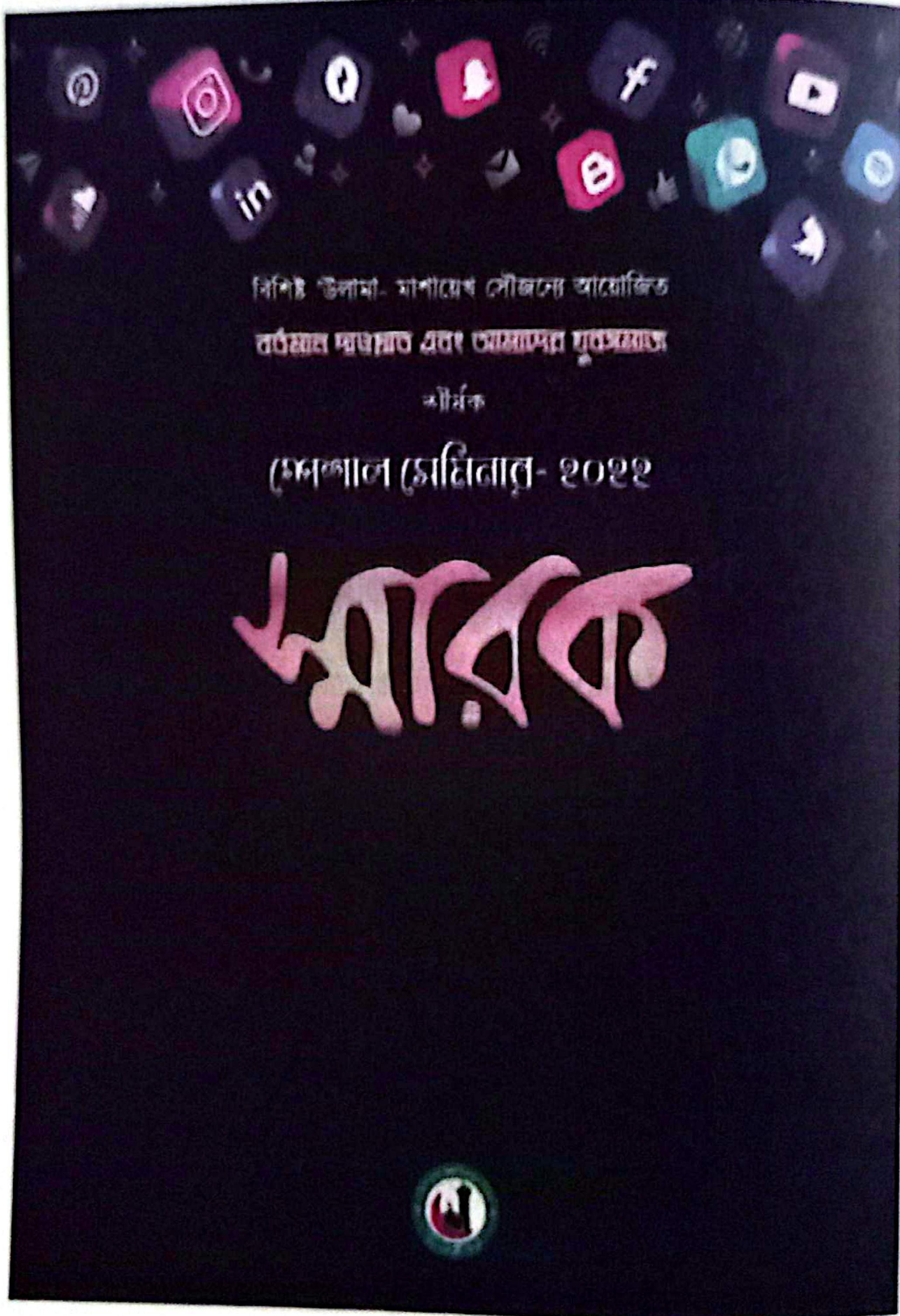
المراجعة / التقريظ : عدد من كبار علماء بنغلاديش

সম্পাদনা ও মতামত ঃ কতিপয় খ্যাতনামা বিদ্বান

সংকলন, প্রকাশনা ও বিতরণ ঃ
রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি-কুয়েত
বাংলাদেশ অফিস

- প্রথম অধ্যায় : চরমপন্থা ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটির কঠোর অবস্থান
  (ক) কুয়েতের প্রধান কার্যালয়ের অবস্থান
  (খ) বাংলাদেশ অফিসের অবস্থান

বর্তমান দাওয়াত এবং আমাদের যুব-সমাজ শীর্ষক সেমিনারে "স্মারক" এ প্রকাশিত লেখকের "জঙ্গীবাদের ঐতিহাসিক পটভূমি ও তার প্রভাব এবং ইসলামের অবস্থান" সম্পর্কিত প্রবন্ধ রয়েছে



লেখকের সন্ত্রাস বিরোধী প্রবন্ধসহ সমমনা মাদানী ও অমাদানী আলিমগণের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রবন্ধের সমাহার রয়েছে অত্র গ্রন্থে

সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও উগ্রপন্থা ইসলামী দৃষ্টিকোণ

(প্রবন্ধ সংকলন)

সম্পাদনায়

ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ



মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সমিতি বাংলাদেশ



ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইনস্টিটিউট ফর এডুকেশন এন্ড রিসার্চ

লিফলেট ও প্রচারপত্র নং (১)

কুফর প্রতিপন্ন করা ও বোমা বিস্ফোরণের ভয়াবহতা

লিফলেট ও প্রচারপত্র নং (২)

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামের মানদণ্ডে বোমা বিস্ফোরণ ও ত্রাস সৃষ্টি

১৭ আগস্ট ২০০৫ এ সমস্ত বাংলাদেশ ব্যাপী (৬৩ জিলায়)? বোমা বিস্ফোরণ ও ২১ আগস্ট ২০০৪ এ আওয়ামীলীগের জনসভায় বোমা বিস্ফোরণ এবং এর আগে ও পরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান ও অফিস-আদালত বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। যার ফলে ব্যাপকভাবে প্রাণহানি, হতাহত, সম্পদ নষ্ট ও জনগণের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে ১৭ আগস্টের বোমা হামলার ফলে দেশ, জাতি, ইসলাম ও মুসলিমদের উপর বিরাট বিপর্যয় নেমে এসেছে এমনকি এর ফলে উল্লেখিত সব কিছুর অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন।

নিঃসন্দেহে এ ধরনের কর্মকাণ্ড নিছক সন্ত্রাসী। কেউ যদি এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে জিহাদী কর্মকাণ্ড ভেবে থাকে তবে তা হবে তার জিহাদ সম্পর্কে সম্পর্কে মূর্খতার পরিচায়ক।

এ ধরনের কার্যকলাপ ইসলামে মহৎ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, তার সঠিক বিধান ও সুন্দর শিষ্টাচার এর পরিপন্থী। কোন মুসলিম ব্যক্তি ও সংগঠন এর সমর্থন করতে পারে না। রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটিও সমর্থন করে না বরং ঘৃণা করে।

রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এসব ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে পদক্ষেপ রেখে আসছে। বোমাবাজী ও বোমাবাজদের আদর্শ ও চিন্তা চেতনার বিরুদ্ধে এ সংস্থার অবস্থান অনেক পুরাতন। ২১ আগস্ট ২০০৪ আওয়ামীলীগের জনসভায় বোমা বিস্ফোরণের পর-পরই এ সংস্থা সৌদি আরবের উচ্চতর ওলামা পরিষদের ২০জন আলিমের স্বাক্ষরিত মুসলিম ব্যক্তিকে সাধারণ কবীরাহ গুনাহর কারণে কাফির ধারণা করা ও বোমা বিস্ফোরণের ভয়াবহতা শীর্ষক একটি লিফলেট ছাপিয়ে হাজার হাজার কপি বিতরণ করেছে, এখনও করছে।

১৭ আগস্টের বোমা বিস্ফোরণ কুরআন-হাদীছের মানদণ্ডে সম্পূর্ণ অনৈসলামিক ও সন্ত্রাসী কাজ বলে বিবেচিত সে কথাই এ লিফলেটটিতে ফুটে উঠেছে। যে সমস্ত কারণ ও দলীল প্রমাণ এর আলোকে এটা স্পষ্ট হয়েছে সেগুলো পর্যায়ক্রমে উদ্ধৃত করা হলো :

১। ইসলামে ন্যায়-নিষ্ঠা, অনুগ্রহ ও দয়ার আদেশ রয়েছে, আর নিষেদ রয়েছে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।" (নাহল : ৯০)

১৭ আগস্টের বোমা বিস্ফোরণ এটা অন্যায় কাজ এতে কোন ন্যায়-নিষ্ঠতা, অনুগ্রহ ও দয়া নেই। বরং এটা নিছক অসঙ্গত ও অবাধ্যতামূলক কাজ।

২। ইসলামে সীমালঙ্ঘনকে হারাম করা হয়েছে এবং অত্যাচারকে করা হয়েছে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :"তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।" (বাকারাহ : ১৯০)

হাদীসে কুদসীতে আছে- আল্লাহ বলেন : "হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার জন্য অত্যাচারকে হারাম করেছি এবং তা তোমাদের জন্যও হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা পরস্পরে অত্যাচারে লিপ্ত হয়ো না।" (মুসলিম হাঃ ২৫৭৭)

এই কাজ (বোমা বিস্ফোরণ) সীমালঙ্ঘন ও অপরাধ ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩। ইসলামে বিপর্যয় সৃষ্টি করাকে হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "যখন সে (মুনাফিক বিশেষ) ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে অকল্যাণ সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণনাশ করার জন্য। আল্লাহ তা'আলা ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না"- (বাকারাহ : ২০৫)। তিনি আরো বলেন : "যখন তাদেরকে (মুনাফিকদেরকে) বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে তোমরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করো না। তখন তারা বলে আমরাতো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি। (বাকারাহ : ১১)

লিফলেট ও প্রচারপত্র নং (৩)

بسم الله الرحمن الرحيم

জিহাদের মর্ম ও শর্তাবলী

জিহাদ শব্দের অর্থ : জিহাদ শব্দটি আরবী, এর শাব্দিক অর্থ শক্তি ও সামর্থ। জিহাদ (الجهاد) শব্দের পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে, কাফের ও মুরতাদদেরকে মৌখিক ও লিখিতভাবে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পর ইসলামের সাহায্যার্থে ও আল্লাহর তাওহীদের বাণীকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে লড়াই করা।

উল্লেখ্য জিহাদ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক, স্থান-কাল ও পাত্রভেদে একেক অর্থ প্রযোজ্য হবে। জিহাদ- অন্তর, বক্তব্য, লিখনী ও হাত দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে। সামর্থ অনুযায়ী প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি যে কোন মাধ্যমে জিহাদ করবে। দেখুন : যাদুল মা'আদ (৩/৬৪)।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন নাবী (সা.) বলেছেন, "সর্বোত্তম জেহাদ হচ্ছে অত্যাচারী শাসকের নিকট হক কথা বলা? (এ হাদীসটি আবূ দাউদ (৪৩৪৪) ইবনু মাজাহ (৪০১১), আহমাদ (৫/২৫১), হাকিম (৪/৫০৫-৫০৬) বর্ণনা করেছেন)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন,

فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم (١/٧٠)

"যে ব্যক্তি তাদের বিপক্ষে হাত দ্বারা জেহাদ করবে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে কথার দ্বারা জিহাদ করবে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে সে মুমিন। এর পরে সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান নেই। (হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

কিন্তু জিহাদ শব্দটি কুরআন ও হাদীসের যেখানে সাধারণ ভঙ্গিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) জিহাদ দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে বুঝানো হয়েছে।

আর এ জিহাদ কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত ফরয হিসেবে অব্যাহত থাকবে এবং জিহাদ সর্বোত্তম কর্ম হিসেবে গণ্য হবে যদি তা সঠিক বুঝ ও শর্ত মাফিক হয়।

আল্লাহর পথে জিহাদ করার ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত রয়েছে সেগুলো পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান না থাকলে বা না পাওয়া গেলে জিহাদ বৈধ হবে না।

শর্তগুলো নিম্নরূপ :

وجود إمام للمسلمين وهو الحاكم القائم الظاهر.

প্রথমতঃ জিহাদ হতে হবে মুসলমান নেতার অধীনে। তিনি হবেন এমন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান যার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয় প্রকাশ্যে লুকায়িতভাবে নয়?

প্রকাশ্যে কার্যক্রম পরিচালনাকারী রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে জিহাদ হতে হবে, এ বিষয়ে যে সব দলীল এসেছে তার কয়েকটি উদ্ধৃত হলো :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل، كان له بذلك أجر) رواه البخاري (٢٩٥٧) ومسلم (٣/١٤٧١)

দলীল (১) :। রাসূল (স.) বলেছেন, রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছে ঢাল স্বরূপ, তার পিছনে (অধীনে) যুদ্ধ করা হবে এবং তার মাধ্যমেই পরিত্রাণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। সে যদি আল্লাহ ভীতির নির্দেশ দেয় এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে তাহলে সে এর দ্বারা সাওয়াব প্রাপ্ত হবে। (হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

লিফলেট ও প্রচারপত্র নং (৪)

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রীয় শাসক ও দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধাচারণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। অতঃপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নাবী মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি, তাঁর পরিবার ও সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যারা তাঁর নির্দেশিত পথের পথিক হবে তাদের প্রতি।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন:

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا (٥٩) سورة النساء

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও দায়িত্বশীলদের। যদি কোন বিষয়ে মতবিরোধে পতিত হও তবে সে বিষয়টি আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর নিষ্পত্তি।" (সূরা নিসা : ৫৯)।

দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করা ওয়াজিব এ আয়াত তারই প্রমাণ বহন করছে। দায়িত্বশীল বলতে প্রতিটি সময় ও যুগের রাষ্ট্রীয় কর্তব্য এবং দ্বীনের আলিমদেরকে বুঝানো হয়েছে। রাসূল (সা) হতে বর্ণিত সহীহ হাদীসের মধ্যে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিদের আনুগত্য করা হবে সৎ কাজের ক্ষেত্রে, পাপ কাজের ক্ষেত্রে নয়। উক্ত আয়াতে দ্বারা যে সৎকাজের ব্যাপারে আনুগত্যের কথা বুঝানো হয়েছে হাদীসের দলীলগুলো সেটাকেই স্পষ্ট করেছে। অতএব মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ভাল কর্মগুলোর ক্ষেত্রে আনুগত্য করা ওয়াজিব গুনাহের কাজের ক্ষেত্রে নয়। যদি মুসলমানদেরকে তারা অবাধ্যতামূলক কাজ করার নির্দেশ প্রদান করে, তাহলে তাতে তাদের আনুগত্য করা যাবে না। তবে এ গুনাহ করতে নির্দেশ দেয়ার কারণে তাদেরকে পরিত্যাগ করে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাও যাবে না। কারণ রাসূল (সা) বলেছেন:

ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة

সাবধান! কোন ব্যক্তিকে যখন কারো উপর দায়িত্বশীল বানানো হবে, অতঃপর সে দায়িত্বশীল ব্যক্তির মাঝে এমন কিছু দেখবে যা আল্লাহর অবাধ্যতামূলক। তাহলে সে আল্লাহর অবাধ্যতাকেই ঘৃণা করবে, কোন ক্রমেই তার (দায়িত্বশীল) থেকে আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিবে না। (হাদীসটি ইমাম মুসলিম, আহমাদ ও অন্যান্য বিদ্বানগণ আউফ ইবনু মালেক আল-আশজাঈ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) আরো বলেছেন:

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة [illegible] ابن عمر رضي الله عنهما

(আল্লাহর) অবাধ্যতার কাজ করার নির্দেশ না দিলে ব্যক্তি পছন্দ করুক আর অপছন্দ করুক তার প্রতি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের নির্দেশ শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করা ওয়াজিব। তবে তারা আল্লাহর অবাধ্যতা করার নির্দেশ দিলে সে ব্যাপারে তাদের কথা শ্রবণও করা যাবে না, আনুগত্যও করা যাবে না। (হাদীসটি ইমাম মুসলিম ও নাসাঈ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন)

অন্য বর্ণনায় এসেছে। রাসূল (সা) যখন উল্লেখ করলেন যে, ভবিষ্যতে এক শ্রেণীর নেতার আবির্ভাব হবে যারা কিছু ভাল কাজও করবে আবার মন্দ কাজও করবে, তখন সাহাবীগণ বললেন: এমতাবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি করার নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন: তাদেরকে তাদের প্রাপ্য (অর্থাৎ আনুগত্য) প্রদান কর আর তোমাদের প্রাপ্য আল্লাহর নিকট হতে চেয়ে নাও। (হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন)

রাসূল (সা) যখন উল্লেখ করলেন, "কতিপয় শাসকের আবির্ভাব ঘটবে যারা তার (রাসূলের) নির্দেশিত পথের পথিক হবে না এবং তাঁর সুন্নাতের ধারণ করবে না।" তখন হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, সেই সময়কে যদি আমি পেয়ে যাই তাহলে কি করব হে আল্লাহর রাসূল? তখন রাসূল (সা) বললেন: রাষ্ট্রীয় নেতার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে যদিও তোমার পিঠে প্রহার করে ও তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়। (হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন)। রাষ্ট্র প্রধান যদি অত্যাচার করে তবুও উক্ত হাদীসে তাদের প্রতি আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

উবাদাহ ইবনুস সামেত হতে বর্ণিত তিনি বলেন:

بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا [illegible] أخرجه مسلم (١٧٠٩) [illegible]

লিফলেট ও প্রচারপত্র (পোস্টার) নং (৫)

بسم الله الرحمن الرحيم

জঙ্গিবাদীদের কর্মকাণ্ড ইসলাম সমর্থন করে না

একজনকে হত্যা করা সকল মানুষকে হত্যা করার শামিল

আল্লাহ বলেন : من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا

"কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা বা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করল এবং যে কারও জীবন রক্ষা করল সে যেন সব মানুষের জীবন রক্ষা করল।" (আল মায়েদা : ৩২)

হত্যাকারী আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত, ক্রোধভাজন ও জাহান্নামী

আল্লাহ বলেন : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما

"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মুমিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম। তাতেই চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হন, তাকে অভিসম্পাত করেন এবং তার জন্য ভয়াবহ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।" (আন নিসা : ৯৩)

ইসলাম আত্মঘাতি হামলাকে সমর্থন করে না।

আল্লাহ বলেন : وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين

"তোমরা নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না আর মানুষের প্রতি সদাচরণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ সদাচরণকারীদের ভালবাসেন।" (আল বাকারা : ১৯৫)

রাসূল (স.) বলেন : من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة

"যে ব্যক্তি নিজেকে কোন বস্তু দ্বারা হত্যা করবে কিয়ামতের দিন তাকে সে বস্তু দ্বারাই শাস্তি দেয়া হবে।" (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযী)

মুসলিম হত্যা মহাপাপ

নাবী (স.) বলেছেন : لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم

"আল্লাহর নিকট সারা দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার চাইতেও গুরুতর বিষয় হচ্ছে কোন মুসলিমকে হত্যা করা।" (তিরমিযী ১৩৯৫)

ভীতি প্রদর্শন করা বৈধ নয়

রাসূল (সাঃ) বলেন : لا يحل لمسلم أن يروع مسلما

"কোন মুসলমান কর্তৃক অপর মুসলিম ভাইকে আতঙ্কিত করা বৈধ নয়।" (আবু দাউদ ৫০০৪)

মুসলিম ভাইকে মুখ ও হাত দ্বারা কষ্ট প্রদান মুসলিমের কাজ নয়

রাসূল (স.) বলেছেন : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

"প্রকৃত মুসলিম সেই যার মুখ ও হাত হতে মুসলমানরা নিরাপদে থাকে।" (বুখারী ও মুসলিম)

সরকার প্রধানের আনুগত্য করবে যদিও সে অত্যাচারী হয়

রাসূল (স.) বলেছেন : وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع

"সরকারের কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে যদিও তোমাকে প্রহার করা হয় এবং তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়।" (মুসলিম ১৮৪৭)

সকলে মিলে এদের প্রতিরোধে করুন। এদেরকে প্রশাসনের কাছে ধরিয়ে দিন।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সাংবাদিক সম্মেলন

জাতীয় প্রেসক্লাব (ভিআইপি লাউঞ্জ) ঢাকা।

তারিখ ঃ ০৫/১০/২০০৫ইং

উপস্থাপনা/স্বাগত ভাষণ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد

فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون (٧٧) سورة الحج

আজ জাতীয় প্রেসক্লাবে কুয়েতী ইসলামী এনজিও আর আই এইচ এস কর্তৃক আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত সাংবাদিক ভাইগণ। সম্মানিত কর্মকর্তা ও ভাই ভাই ও বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম।

আজকে আমরা বিরাট গৌরবের সাথে দেশের নির্বাচিত ও গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান ব্যক্তিগণকে পেয়ে। একটি মহৎ উদ্দেশ্য ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বক্তব্যের লক্ষে এ সাংবাদিক সম্মেলনে আপনাদেরকে ডেকে কষ্ট দিচ্ছি। আপনারা আমাদের আহবানে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হয়েছেন এজন্য আপনাদেরকে আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানানোর সাথে সাথে স্বাগতম ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আপনারা দেশ ও জাতির বন্ধু, সুশীল, বুদ্ধিজীবি, জাতির দর্পণ ও বিবেক। আপনাদের নিকট রক্ষিত রয়েছে দেশ ও জাতির মহান আমানত। কারণ আপনাদের লেখনী, প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, সংবাদ, ন্যায়-নিষ্ঠা, নৈতিকতা যে কোন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতিকে উন্নতি, অগ্রগতি ও সুখ্যাতি এনে দিতে পারে। এমনকি আপনারা একযোগে ভূমিকা রাখলে একটি দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন করে ফেলতে পারেন। সুশাসনের আসন ভীত সুশাসন ও সুন্দর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। এর চেয়ে সম্মানজনক ও মর্যাদার কাজ আর কি হতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর, সেজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর এবং সৎ কাজ সম্পাদন কর। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সুরা আল-হাজ্ব : ৭৭)

পক্ষান্তরে সাংবাদিক সমাজের যদি পদস্খলন, চারিত্রিক অধঃপতন ও নৈতিক অবক্ষয় ঘটে ন্যায়-নিষ্ঠা হারিয়ে ফেলে তখনই সর্বনাশ ঘটে, সব কিছু উলট-পালট হয়ে যায় এবং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ, জাতির অস্তিত্ব, চরিত্র, মান-সম্মান, উন্নতি অগ্রগতি হুমকির সম্মুখীন হয়। সত্য-মিথ্যায় ও মিথ্যা সত্যে পরিণত হয়, ন্যায় হয়ে যায় অন্যায়, শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবর্তে অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুশাসন উপড়ায় হয়ে কুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

এমনটি ঘটে গেছে রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজের ভাগ্যে।

কতিপয় দৈনিক পত্রিকা যারে ভুল বুঝে বা প্রভাবিত হয়ে বিনা কারণে এবং বিনা অনুসন্ধান ও তদন্তে রিভাইবাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটির বিরুদ্ধে অসত্য ও অবান্তর রিপোর্ট অব্যাহত ধারায় ছাপানোর ফলে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী ও আন্তর্জাতিক ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী প্রচারণাকারী মহলের নিকট এর বিরুদ্ধে বিরূপ প্রচার চলেছে। যার মাধ্যমে নিষ্ক জনদরদী সংস্থাটির অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখীন করে দিয়েছে। আমরা জানি না তারা কেন বা কার স্বার্থে ও কি অর্জনের আশায় এই হীন চক্রান্তে উদ্যোগী হলেন। অথচ সকল ধর্মেই পূর্ণ ইসলাম ধর্ম সত্য উদঘাটনের জন্য তদন্ত ও অনুসন্ধানের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ -

যদি তোমাদের নিকট কোন ফাসিক (সীমালঙ্ঘনকারী) ব্যক্তি কোন সংবাদ দান করে তাহলে তোমরা তদন্ত কর। (সূরা হুজরাত : ৬)

রাসূল (স) বলেছেন- كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ رواه مسلم

কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে (তদন্ত না করে) তাই প্রচার করে। (হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম)

যদি এ প্রচারণা অপপ্রচার রাজনৈতিক কোন স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তাহলে তাদের জানা উচিত এটি কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়, এমনকি কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি বা দলের জন্য বা দল কেন্দ্রীক স্বার্থ উদ্ধারে উন্মুক্ত কেউও নয়। আমাদের বিরুদ্ধে ১৭ আগষ্টের বিভিন্ন বোমা হামলা, জঙ্গী তৎপরতায় জড়িত থাকা ও সংস্থার নামের মিথ্যা অভিযোগ কতিপয় পত্রিকায় রিপোর্ট ছাপানো হয়েছে। অথচ এ সংস্থা এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ঘোর বিরোধী। এর বিরুদ্ধে সংস্থার বিভিন্ন পদক্ষেপ ও প্রচারণা প্রতিবেদনগুলো থেকে অবগত হয়েছে। যার কিছু নমুনা আপনাদের মাঝে বিতরণকৃত প্যাকেটে দিলাম। এগুলো মনোযোগ সহকারে পাঠ করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি।

আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের সকলকে যাবতীয় অকল্যাণ, বিপর্যয় ও বিপদ থেকে হেফাজত করুন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সাংবাদিক সম্মেলন

জাতীয় প্রেসক্লাব (ভিআইপি লাউঞ্জ) ঢাকা।

তারিখ ঃ ০৫/১০/২০০৫ইং

আর, আই, এইচ, এস (কুয়েতী ইসলামিক এনজিও) এর প্রেস বিজ্ঞপ্তি

রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি কুয়েত ১৯৮২ ইং সনে কুয়েতের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে। নিম্নোক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষে চালু হয়।

১। কুয়েতী দাতা ভাইদের মানবিক সাহায্য বিভিন্ন গরীব দেশে বসবাসকারী গরীব অসহায়দের নিকট পৌঁছানো।

২। বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের বন্ধন মজবুতকরণ।

৩। সহমর্মিতার মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা।

এ সংস্থা বিশ্বের প্রায় ২০টির বেশী দেশে তার কার্যক্রম চালাচ্ছে। বিশেষভাবে এশীয় ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এ সংস্থার কার্যক্রম বিস্তৃত।

সংস্থাটি এসব দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে লক্ষ-কোটি মানুষকে সহায়তা দান করেছে।

এ সংস্থাটি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে পরিচালিত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর আওতায় অন্যান্য আরব-অনারব শত শত এনজিওর মত নিবন্ধন লাভ করে ১৯৯৬ ইং সনে কার্যক্রম শুরু করেছে যার নিবন্ধন নাম্বার ১০৯৮। এনজিও ব্যুরোর নিয়মানুসারে প্রত্যেক ৫ বৎসরের পূর্ব কর্ম পরিকল্পনা পেশ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের খবরদারীর স্বার্থে বহিরাগত অনুদান গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট একটি ব্যাংক একাউন্ট রয়েছে।

এনজিও ব্যুরো প্রত্যেক ৬ মাস পরপর অর্থ ছাড় প্রদান করে থাকে। প্রত্যেক বছর এনজিও ব্যুরোর অনুমোদিত অডিট ফার্ম দ্বারা আয়-ব্যয় এর হিসাব-নিকাশ তদন্ত করিয়ে সাময়িক ও বাৎসরিক রিপোর্ট এনজিও ব্যুরোতে জমা দেয়া হয়। কখনো কখনো এনজিও ব্যুরোর অডিট বিভাগ থেকে সরাসরি অডিটর এসেও পুনঃতদন্ত করে নিশ্চিত হয়।

সংস্থার কার্যক্রম ও প্রকল্পসমূহ ঃ

১। ইয়াতীম লালন-পালন

সংস্থাটি এক হাজারেরও অধিক (১০৫৩) ইয়াতীম ছাত্র-ছাত্রী লালন-পালন করে আসছে বিভিন্ন ইয়াতীমখানা ও মাদরাসার মাধ্যমে। ইয়াতীমদের যাবতীয় খরচ খাদ্য, পোষাক, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন ও কারিগরী শিক্ষা, তাদের লালন-পালন এর আওতাভুক্ত। ইয়াতীমরা বাংলাদেশ সরকারের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লেখা-পড়া করে। বর্তমানে বড় ইয়াতীম ছাত্ররা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছে। এদের জন্য দুটি ইয়াতীমখানা এখন নির্মাণাধীন রয়েছে। একটি গাজীপুরে অপরটি ময়মনসিংহে। অফিস ইয়াতীমদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা-পড়ার উপযোগী হওয়া পর্যন্ত তাদের লালন-পালনের আশা পোষণ করে। বর্তমানে তাদের অনেককেই কম্পিউটার ও সেলাই কাজ শিক্ষা দিয়ে আসছে। এছাড়া অতি শীঘ্র ফ্রিজ ও ইয়ার কন্ডিশন মেরামত, ওয়েল্ডিং, ইলেক্ট্রিক, কার্পেন্টার ও ড্রাইভিং শিক্ষা দেয়ার প্রকল্প চালু করতে যাচ্ছে।

২। স্বাস্থ্য সেবা : কিডনী ডায়ালাইসিস সেন্টার, মোবাইল ক্লিনিক ও অন্যান্য চিকিৎসা সেবা :

বনানীর চেয়ারম্যান বাড়ীতে ২০০০ইং সনে রেনাল হোপ নামে একটি কিডনী ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন করেছে। উক্ত কেন্দ্রে স্বল্পমূল্যে ডায়ালাইসিস করা হয়ে থাকে, যার ফলে অন্যান্য ডায়ালাইসিস কেন্দ্রে ডায়ালাইসিসের চার্জ হ্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(ক) এতে গত ৫ বছরে ৩৬ হাজার ডায়ালাইসিস সম্পন্ন হয়েছে।

(খ) গত ৫ বছরে ঢাকা শিশু হাসপাতালে ৪টি, বঙ্গবন্ধু মেডিকালে ২টি, ঢাকা মেডিকালে ২টি ও সলিমুল্লাহ মেডিক্যালে ২টি সহ মোট ১০টি অতি মূল্যবান ও অত্যাধুনিক ইনকিউবেটর (৭/৮ মাসের জন্য নেয়া অপরিপক্ক শিশুদের রাখার যন্ত্র) ডোনেশন করা হয়েছে। এসব মেশিনের মাত্র ২টিতে প্রথম ১ বছরে ১ হাজার শিশুকে রাখা হয়েছে।

(গ) এছাড়া ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী ঢাকাকে কিডনী ট্রান্সপ্লান্টেশনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ অপারেশন থিয়েটারের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম প্রদান করেছে। এসব ডোনেশন ছিল দেড় কোটি টাকারও বেশী মূল্যের (২,৫০,০০০ ইউ এস ডলার সমমূল্যের)।

(ঘ) এছাড়া রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি পরিচালিত মোবাইল মেডিকাল টিম (গাড়ী, ঔষধ, চিকিৎসা, মেডিকাল এসিস্ট্যান্ট) গত ৫ বছরে ৪০ হাজার রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছে।

৩। নলকূপ খনন ও নির্মল ও স্বাস্থ্য আর্সেনিকমুক্ত পানির পানের নিমিত্তে মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য ৫৫০০টি অগভীর ও গভীর নলকূপ স্থাপন করেছে।

৪। ত্রাণ/সাহায্য বিতরণ ও যে কোন দুর্যোগে তথা বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিকাণ্ড ও প্রচণ্ড শীতে এ অফিস বাড়ী নির্মাণ, ঔষধ, খাদ্য, বস্ত্র ও চাদর-কম্বল বিতরণ এর মাধ্যমে সাহায্য প্রদান করে আসছে। যা প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা সমমূল্যের।

৫। কোরবানী প্রোগ্রাম ও প্রতি বছর কুরবানী ঈদের সময় ধনীদের পাশাপাশি গরীব, অসহায়, দুঃস্থ, বিধবারা যাতে গোশত খেতে পারে তার জন্য রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করে থাকে। এ পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পে ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে।

৬। ইফতার প্রোগ্রাম ও প্রতি বছর রমযান মাসে গরীব, অসহায়, দুঃস্থ, বিধবা রোযাদারের জন্য রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি ইফতারের ব্যবস্থা করে থাকে। গত ৯ বছরের রমজান মাসে উল্লেখিত জেলা সমূহে গরীব, অসহায়, দুঃস্থ, বিধবা লোকজনসহ রোজাদারদের জন্যে রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি ৫৯ লাখ টাকার ইফতার কর্মসূচীর আয়োজন করেছে।

৭। মসজিদ-মাদরাসাহ ও ওযুখানা নির্মাণ প্রকল্প

মসজিদ-মাদরাসাহ : দেশের ৬টি বিভাগের ৪৫টি জেলায় প্রায় ৮০০ মসজিদ ও ৮টি মাদরাসা নির্মাণ করেছে। ২১৫টির মত মসজিদ বিভিন্ন পর্যায়ে নির্মাণাধীন রয়েছে।

ওযুখানা : ১১০০টি ওযুখানা নির্মাণ করেছে এবং ১০০টি বর্তমানে নির্মাণাধীন। পাকা ছাদ বিশিষ্ট এ সব ওযুখানায় ৮১২টি সিট ও প্রতিটি ওযুখানাতে টয়লেটসহ পানির পাম্প রয়েছে। দাতাদের ইচ্ছা ও তাদের সামর্থানুযায়ী অত্র মসজিদসমূহের মধ্যে কিছু মসজিদে ভাল বেতনে ইমাম নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এর সংখ্যা ১৩৩টি। আরো ১২০টি মসজিদে ইমাম নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কুয়েত হেড অফিস অথবা বাংলাদেশস্থ হেড অফিসে মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে যে সমস্ত আবেদন পেশ করা হয় সে সব আবেদনকারী এলাকা পরিদর্শনের জন্য অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ভিজিট করেন। শর্ত মাফিক হলে ইতিবাচক মন্তব্য লিখে পরিচালকের নিকট পেশ করা হয়। তিনি অনুমোদন দিলে বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৮। ভোকেশনাল ট্রেনিং কোর্স :

বয়সে বড় ইয়াতীমদেরকে একাডেমিক লেখা-পড়ার পাশাপাশি সেলাই, কম্পিউটার, বিদ্যুৎ, এসি, রেফ্রিজারেটর, কার্পেন্টার ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা শুরু হয়েছে। এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে।

৯। কুরআন মাজীদসহ বিভিন্ন ইসলামী বই পুস্তক ছাপানো ও বিতরণ :

সংস্থা হাজার হাজার কুরআন মাজীদ ও লক্ষ লক্ষ ধর্মীয় ও সিলেবাসভুক্ত বই ছাপিয়ে বিনামূল্যে মসজিদ, মাদরাসা, হিফযখানা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ছোট-বড় পাঠাগারে সরবরাহ এবং জনসাধারণের মাঝে বিতরণ করা হয়। যার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন স্তরের মানুষ উপকৃত হয়েছে ও হচ্ছে।

আমাদের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পর আমরা যে সকল বিষয়ের প্রতি সরকার ও সচেতন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলবো তা হলো :

১। রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি নির্দিধায় ও নিঃসংকোচে ঘোষণা করছে যে, বাংলাদেশে যে সমস্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে ও হচ্ছে ইসলাম ধর্মে তা সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ। কারণ : এতে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় নির্বিচারে। মানুষ হতাহত ও বিপুল পরিমাণ সম্পদ নষ্ট হয়। এধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে রিভাইভালের দূরতমও কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের দায়িত্বশীল ও উপদেষ্টা উলামায়ে কেরাম এ ধরনের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে শরীয়তের বিধান সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

৩। যে সমস্ত বিদেশী কর্মকর্তা এ সংস্থায় বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য এসেছিলেন ও আছেন তারা সকলে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এনজিও ব্যুরোর নিকট থেকে কর্মচুক্তি নিয়ে কর্মরত ছিলেন ও আছেন এবং যারা দেশ ছেড়ে চলে গেছেন তারাও বিদেশীদের জন্য নির্ধারিত আইনের আওতায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে গেছেন। তাদের আগমন, অবস্থান ও প্রস্থান সবই নিয়মতান্ত্রিক হয়ে আসছে। এর স্বপক্ষে আমাদের নিকট ও এনজিও ব্যুরো অফিসে প্রয়োজনীয় যাবতীয় ডকুমেন্ট বিদ্যমান।

৪। আমরা মনে করি সচেতন দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের দায়িত্ব হল দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। কারো নিকট যদি কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ থাকে তবে ধর্মীয় দায়িত্ব হল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তা অবহিত করা।

৫। বাংলাদেশী যে জনশক্তি সংস্থার বিভিন্ন দিক ও বিভাগে কাজে নিয়োজিত :

১। ইঞ্জিনিয়ার ৬ জন। ২। ডাক্তার ৪ জন। ৩। ডাক্তারের সহযোগী (নার্স) ২০ জন। ৪। অফিস স্টাফ ৩৭ জন। ৫। ইমাম ও দাঈ ১৩৩ জন। ৬। সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক কর্মচারী ১৯২জন। ৭। ঠিকাদার ৩৭ জন। প্রত্যেক ঠিকাদারের আওতায় কমপক্ষে ২০জন করে মিস্ত্রী ও লেবার রয়েছে। সর্বমোট (কন্ট্রাক্টরদের অধিনস্থ মিস্ত্রী ও কর্মচারীসহ) ১১৬৯ জন।

এসমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আয়ের উপর নির্ভর করে তাদের পরিবার পরিজন আরো ১২০জন মত ইমাম নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন বাবদ সংস্থাটি মাসিক প্রায় ২০ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে থাকে।

যারা বিনা প্রমাণে সংস্থা বন্ধ করার পায়তারায় অপচেষ্টা ও অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে তাদের নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা, সংস্থাটি বন্ধ হয়ে গেলে এতগুলো লোকের আপাতত রিযিক বন্ধ হয়ে যাবে। তারা কোন্ বা কার স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এমনটি চায়।

৬। যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা আমাদের সংস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা অপবাদমূলক তথ্য লেখালেখি করেছে বিশেষ করে ১৭ আগস্টের বোমা হামলার সাথে জড়িত করে বানোয়াট প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আমরা তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা এ প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের সামনে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাচ্ছি আরআইএইচএস অফিস বা তার কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী ১৭ আগস্ট বা এর আগে পরের কোন বোমা হামলার সাথে মোটেও জড়িত নয়। এমনকি এ ধরনের কর্মকাণ্ড ঘটানোর জন্য কাউকে অর্থায়ন ও উৎসাহ দানও করেনি। যারা জড়িত থাকার মিথ্যা দাবী করবে বা করেছে তাদের প্রতি আমাদের চ্যালেঞ্জ এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য কোন প্রমাণ দিতে পারবে না। যদি কেউ একটি গ্রহণযোগ্য প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেন তাহলে আমরা যে কোন শাস্তি বরণ করতে স্বেচ্ছায় প্রস্তুত আছি।

পরিতাপের বিষয় যে, অনেক পত্রিকা এ ধরনের মিথ্যা প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে আমাদের লেখা প্রতিবাদগুলো ছাপায়নি। এমনকি নির্ধারিত চার্জের বিনিময়েও নয়। এ ধরনের আচরণের ফলে তারা সাংবাদিকতার নীতি লঙ্ঘন করেছেন বলে মনে করি।

জাতীয় প্রেসক্লাব ভিআইপি লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলন

তারিখ : ০৫.১০.২০০৫ ইং





সাংবাদিকদের মুখোমুখি সংস্থার শিক্ষা ও দাওয়া বিভাগের পরিচালক আকরামুজ্জামান বিন আবদুস সালাম ও তার সহকারী আব্দুল্লাহ আল-মাসউদ এবং সংস্থার উপ-মহাপরিচালক ও তার সহকারী।



সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন শিক্ষা ও দাওয়া বিভাগের পরিচালক- আকরামুজ্জামান বিন আবদুস সালাম



সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন উপ-সহকারী পরিচালক- জাফর এ মূসা





বিভিন্ন পত্রিকা থেকে আগত সাংবাদিকগণ ও অতিথিবৃন্দ।

জাতীয় প্রেসক্লাব ভিআইপি লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলন সম্পর্কে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত রিপোর্টের নমুনা

আমাদের সময়

জঙ্গি সংগঠনগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা করার কথা অস্বীকার কুয়েতি এনজিও'র

ভোরের ডাক

জঙ্গিদের সাথে রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজের কোন সম্পর্ক নেই

সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ

দৈনিক দিনকাল

THE DAILY DINKAL

সংবাদ সম্মেলনে কান্ট্রি ডিরেক্টর

জঙ্গীবাদ ও বোমাবাজির সঙ্গে আইআইএইচএস এনজিওর সম্পর্ক নেই

জনকণ্ঠ

ইসলামী হেরিটেজের মতে

এই সন্ত্রাসের সঙ্গে জিহাদের কোন সম্পর্ক নেই

শবাংলা

...ন'র সংবাদ সম্মেলন

সংস্থাকে জড়িয়ে পত্রপত্রিকা প্রকাশিত খবর সঠিক নয়

দৈনিক জনতা

DAINIK JANATA

রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি

সহ জঙ্গি তৎপরতায় জড়িত নই

গত ০৪.১২.২০০৫ইং তারিখে মসজিদ কাউন্সিল এর পৃষ্ঠপোষকতা ও রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধের নমুনা :

সেমিনার

জঙ্গিবাদ বনাম ইসলাম

স্থান : ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা

তারিখ : ৪ ডিসেম্বর ২০০৫ইং।

ঃ প্রবন্ধসমূহ ঃ

- ইসলামের দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ, উৎপত্তি, কারণ ও প্রতিকার
- রাষ্ট্রীয় শাসক ও দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধাচরণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ।
- জঙ্গিবাদীদের জিহাদ বনাম ইসলামী জিহাদ

প্রচারে : রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি কুয়েত, বাংলাদেশ অফিস
বাড়ী নং ৪০, লেক ড্রাইভ রোড, সেক্টর- ৭, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০।

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত "জঙ্গিবাদ বনাম ইসলাম" শীর্ষক সেমিনারে" আলোচক হিসেবে দাওয়াত কার্ড।



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মুহতারাম,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

আগামী ০৪/১২/২০০৫ইং তারিখ রোজ রবিবার সকাল ১০টায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মসজিদ কাউন্সিল ফর কমিউনিটি এ্যাডভান্সমেন্ট এর উদ্যোগে দেশ বরেণ্য ওলামায়ে কেরামের অংশ গ্রহণে "জঙ্গিবাদ বনাম ইসলাম" শীর্ষক এক সেমিনার হতে যাচ্ছে। জনাব মোশাররফ হোসেন শাহজাহান মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জনাব লুৎফুজ্জামান বাবর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় যথাক্রমে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বলে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি আন্তরিকভাবে কামনা করছি।

মা'আসসালামাহ

শামসুল হক নিজামী
সেক্রেটারী জেনারেল
মসজিদ কাউন্সিল
বাড়ী নং-৫৭, রোড নং-৭, সেক্টর নং-৪
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

স্থান ঃ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন
তারিখ ঃ ৪/১২/২০০৫ইং
সময় ঃ সকাল ১০টা।

- সভাপতি ঃ আল্লামাহ্ উবায়দুল হক খতীব- বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ ও সভাপতি জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল, বাংলাদেশ
- প্রধান অতিথি ঃ জনাব মোশাররফ হোসেন শাহজাহান মাননীয় প্রতিমন্ত্রী- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- বিশেষ অতিথি ঃ জনাব লুৎফুজ্জামান বাবর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

আলোচকবৃন্দ ঃ-

- মাওলানা কামাল উদ্দীন জাফরী প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল- জামিয়া কাসেমিয়া নরসিংদী ও আলোচক- এটিএন টিভি চ্যানেল
- মাওলানা সাঈদ আহমাদ মোজাদ্দেদী সেক্রেটারী জেনারেল- জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল, বাংলাদেশ ও মোহাদ্দেস- জামিয়া কাসেমিয়া নরসিংদী
- মাওলানা আবুল কালাম আযাদ চেয়ারম্যান- মসজিদ কাউন্সিল ফর কমিউনিটি এ্যাডভান্সমেন্ট ও আলোচক এনটিভি চ্যানেল
- মাওলানা আকরামুজ্জামান পরিচালক- দাওয়া বিভাগ, আরমাইএইচএস

অনুষ্ঠানসূচী ঃ-

- কোরআন তেলাওয়াত ও অনুবাদ
- স্বাগত ভাষণ
- প্রবন্ধ পাঠ
- মূল আলোচনা
- সভাপতির ভাষণ

নূর ফাতাহ্ লেন, লালবাগে অনুষ্ঠিত "জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড ইসলাম গ্রহণ করে না" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান আলোচক হিসেবে যোগদান।

"জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড ইসলাম গ্রহণ করে না"
শীর্ষক আলোচনা ও মত বিনিময় সভা

ইনশাল্লাহ্ আগামী ১৪/০৫/২০০৯ইং রোজ বৃহস্পতিবার ১/১, নূরফাতাহ্ লেন, লালবাগ, (দাউদ ভাইয়ের বাসায়) এলাকায় বাদ মাগরিব লালবাগ এলাকাবাসীর উদ্যোগে এলাকার যুবকদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে এক আলোচনা ও মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত আলোচনা ও মত বিনিময় সভায় এলাকার যুবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন শায়খ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক-আলহাজ্ব মোঃ রকিব উদ্দিন দাউদ। আরো উপস্থিত থাকিবেন-প্রশাসনিক (র‍্যাব-১০)-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করবেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

ধন্যবাদান্তে-

মোঃ শামসুর রহমান ফারহাত
মোবাইল ঃ ০১৯১৫৬৪৫২৫৬

এম.এস. রাশেদ
মোবাইল ঃ ০১৮১৭৫১৬১৭১

মসজিদ কাউন্সিল এর পৃষ্ঠপোষকতা ও রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটির অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনার তারিখ ঃ ০৪-১২-২০০৫ ইং



প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন শাহজাহান



বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর



বক্তব্য রাখছেন আরআইএইচএস এর দাওয়া বিভাগের পরিচালক আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম



সেমিনারে উপস্থিত ভিআইপি ও সাধারণ অতিথিবৃন্দ



সেমিনারে উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দ



সভাপতির বক্তব্য রাখছেন জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম মসজিদের তৎকালীন খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক



আমন্ত্রিত অতিথির বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ ইসলামিক ইউনিভার্সিটির সেক্রেটারী জে. প্রিন্সিপ্যাল সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন জাফরী



বক্তব্য রাখছেন আহলে হাদীস আন্দোলন বাংলাদেশ এর তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল লতীফ

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনার সম্পর্কে জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত কয়েকটি রিপোর্ট



স্টাফ রিপোর্টার ॥ দেশে জঙ্গীবাদের ঘাঁটি হিসেবে মাদ্রাসার বিরুদ্ধে অভিযোগ সর্বাগ্রে চলে আসলেও বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব মাওলানা উবায়দুল হক মাদ্রাসায় অভিযান পরিচালনা বন্ধ করার জন্য সরকারকে এক সপ্তাহের আল্টিমেটাম দিয়েছেন। তিনি সরকারের সমালোচনা করে বলেন, আর যদি হয়রানি গ্রেফতার করা হয় তাহলে মাদ্রাসায় সৃষ্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়া সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেবে। এক সপ্তাহের মধ্যে মাদ্রাসায় পুলিশী অভিযান বন্ধ করে ওলামা মাশায়েখদের সঙ্গে এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে আলোচনায় বসতে হবে। মাদ্রাসার দায়িত্বে থাকা আলেম-ওলামাদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া মাদ্রাসায় পুলিশী অভিযান চালানো যাবে না। এ সময় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মঞ্চে তাঁর দুপাশে অবস্থান করছিলেন।

রবিবার নগরীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মসজিদ কাউন্সিল ফর কমিউনিটি এ্যাডভান্সমেন্ট আয়োজিত 'জঙ্গীবাদ বনাম ইসলাম' শীর্ষক সেমিনারে সভাপতির

প্রথম আলো

শুক্রবার সারা দেশে মসজিদ থেকে জঙ্গিবিরোধী মিছিল

মাদ্রাসায় তল্লাশি হলে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হবে

[illegible]

যুগান্তর

সোমবার, ২১ অগ্রহায়ণ ১৪১২ Monday, 5 December, 2005

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস মোবাবেলায় সকল রাজনৈতিক দলকে এগিয়ে আসতে হবে

সেমিনারে বক্তারা

সংবাদ

খতিব : জঙ্গি নেই

(১২ পৃষ্ঠার পর)

জঙ্গিদের গ্রেফতারে মাদ্রাসায় পুলিশের তল্লাশির বিরোধিতা করেছেন জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা উবায়দুল হক। তিনি সরকার এবং পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতা নিয়ে বিষোদগার করেছেন। গতকাল রোববার ওসমানী মিলনায়তনে মসজিদ কাউন্সিল ফর কমিউনিটি এডভান্সমেন্ট আয়োজিত 'জঙ্গিবাদ বনাম ইসলাম' শীর্ষক এক সেমিনার বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব মাওলানা উবায়দুল হক এ বিষোদগার করেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন শাজাহান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সেমিনারে মাওলানা কামাল উদ্দিন জাফরী, সাঈদ আহমেদ মোজাদ্দেদী, আবুল কালাম আজাদ ও আকরামুজ্জামান বক্তব্য রাখেন।

... দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে এসব দুর্বৃত্ত নিজেদের অপরাধ আড়াল করার জন্য ধর্মের আশ্রয় নিচ্ছে। ইসলামের অপব্যাখ্যা করে এ বোমাবাজিকে তারা জিহাদ বলছে।

তিনি বলেন, এ বিভ্রান্ত আত্মঘাতীরা জানে না যে তারা কীভাবে কীভাবে ইসলামবিরোধী শক্তির কবলে পড়েছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ইসলামকে যারা সন্ত্রাসী ধর্মরূপে দেখতে চায় সেই গোষ্ঠীই এ বোমাবাজির নেপথ্যে রয়েছে।

তবে সেমিনারে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন শাজাহান বলেছেন ভিন্ন কথা। তিনি বলেন, মাদ্রাসার সব ছাত্র জঙ্গি নয়, তবে দেশের মাদ্রাসাগুলোতে দু'একজন জঙ্গি তো আছেই। তিনি বলেন, তাদের ভয় করলে চলবে না, নিরাপত্তা দেয়ার মালিক আল্লাহ। পুলিশ নিরাপত্তা দিতে পারে না। ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কয়েদিদের পাঠ করেছেন। কারণ কী বলতে

সংবাদ

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত বছরের ৪ ডিসেম্বর ওসমানী ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'মসজিদ কাউন্সিল ফর কমিউনিটি এডভান্সমেন্ট' জঙ্গিবাদ বনাম ইসলাম' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় আরআইএইচএস'র অর্থায়নে এটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব মাওলানা উবায়দুল হক। এ অনুষ্ঠানে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে আরআইএইচএস'র প্রশিক্ষণরত ইমাম ও দাঈরা যোগ দেন।

আরআইএইচএস এর সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনমূলক বিবৃতি

বাংলাবাজার পত্রিকা

The Banglabazar Patrika P.O. REGD. No Dhaka-1391

Wednesday October 5, 2005

৯ বছরে ৮ হাজার প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে আরআইএইচএস

আরআইএইচএস এর সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত বিবৃতি

রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটির বিবৃতি

আল্লাহ বলেন, "আর তারা যেমন ছলনা করে আল্লাহও ছলনা করেন। বস্তুতঃ আল্লাহর ছলনা সবচেয়ে উত্তম।" (সূরা আনফাল : ৩০)

কল্যাণধর্মী সামাজিক ও মানবিক কর্ম সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা ও বিধানাবলীকে সমাজ কল্যাণমূলক ইসলামী বিভিন্ন সংস্থায় কর্মকাণ্ড সম্পাদনের উপর বিধান আরোপের জন্য মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়। কোন কোন মহল এনজিও ব্যুরো এবং সরকারের শিথিলতাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে ইচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন ইসলামী সংস্থা, মাদরাসা ও আলিম-ওলামাদের উপর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দায়ভার চাপিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। তারা তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার হীন উদ্দেশ্যে কতিপয় পত্রিকার বানোয়াট ও মিথ্যা রিপোর্টকে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করাচ্ছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের ব্যাপারে প্রণীত আইনের শিথিলতার ফলে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা ও কাল্পনিক লেখালেখি দ্বারা বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার অবস্থাকে বিকৃত করে তোলার মন্দ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

জনসাধারণের জানা উচিত যে, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদের ইসলামের সাথে আদৌ কোন প্রকার সম্পর্ক নেই। উল্লেখ্য যে, কোন কোন মহল এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে সুযাগে হিসেবে গ্রহণ করে এর মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে ভিন্নরূপী সন্ত্রাস ঘটিয়ে চলেছে-যাকে বলা হয় তথ্য সন্ত্রাস। তারা এসবের দ্বারা বিভিন্ন ইসলামী সংস্থা ও মাদরাসাকে কালিমালিপ্ত করতে চেষ্টা করছে। এমতাবস্থায় আমরা সরকারী সাংবিধানিক আইনের আলোকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসীদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের পক্ষে।

আমরা মনে করি যে, সহস্রাধিক ইয়াতীম যাদেরকে আমরা লালন-পালন করছি- শিক্ষা, বাসস্থান ও লালন-পালনের অধিকার তাদেরও রয়েছে। অনুরূপভাবে রোগী ও বিভিন্ন প্রকল্প থেকে উপকার ভোগকারীদের (যেমন হ্যান্ড টিউবওয়েল, মসজিদ, ত্রাণ সামগ্রী, গরীবদের জন্য গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি) উন্নয়নমূলক (সুদবিহীন) প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকার আছে। এরই মধ্য দিয়ে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও মানবিক মূল্যবোধের বাস্তবরূপ ফুটে উঠে। কারণ সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। ফলে ধনীদের সম্পদের মধ্যে ফকীর ও মিসকীনদের হক রয়েছে। কেননা ধনী ব্যক্তি শুধুমাত্র তাঁর (আল্লাহর) সম্পদের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

আমরা ঘোষণা করছি যে, রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি যে কোন পন্থায় সংঘটিত সন্ত্রাস ও বিচ্ছিন্নতাবাদকে বরাবরই প্রত্যাখ্যান করে আসছে। সংস্থাটি সন্ত্রাস হারাম হওয়ার বিষয়ে ইসলামী জগতের বড় বড় আলিমদের ফতোয়া ও দিক-নির্দেশনা প্রচার করে আসছে। আমাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সরকারী দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের নিকট সুস্পষ্ট। আমরা সকল ইসলামী সংস্থা, মাদরাসা ও যারা ইসলামী উম্মার মঙ্গল কামনা করেন তাদের সকলকে সন্ত্রাস ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে এক কাতারে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা বিভিন্ন সংস্থা ও ইসলামী মাদরাসার বিরুদ্ধে যারা সন্ত্রাসী চিন্তা চেতনা ও প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে এ পথ পরিহার করার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমরা আল্লাহর নিকট এ মুসলিম দেশের জন্য শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রার্থনা করছি এবং প্রত্যেক কল্যানকামী শান্তি প্রিয় ব্যক্তিদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি

বাংলাদেশ অফিস

বাড়ী নং ৪০, লেক ড্রাইভ রোড, সেক্টর- ৭, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০।

আরআইএইচএস এর সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জাতীয় দৈনিক প্রকাশিত বিবৃতি

THE BANGLADESH OBSERVER
DHAKA WEDNESDAY OCTOBER 5 2005

Revival of Islamic Heritage Society (RIHS)- Kuwait

Bangladesh Office, Uttara, Dhaka.

ATTENTION EVERYBODY

Assalamu Alaikum Wa RahmatullAhi Wa Barakatuh

It is for every body's kind information and knowledge that Revival of Islamic Heritage Society, started its functions in Bangladesh since 1996. A Kuwait based NGO registered under the Prime Ministers office (NGO Bureau) vide registration # 1098 dated 16.11.1996.

Its established [illegible] to serve the people of Bangladesh from every works of life not making any partition among Hindus, Muslims Christian and Buddhists etc. through Islamic values, teaching and guide lines. Thus its participation in various social activities are equally benefited by all the community members such as:

1. Orphans Projects: R.I.H.S is conducting rehabilitation project of 150 orphans girls at Uttara - Dhaka, 400 orphan boys at Purabari - Gazipur and 150 orphan boys at Mymensingh. In these orphan centers, the age limit for admission is 6 years and where they are getting Food Clothing's suitable to various seasons, Medical and health care, Education, Sports and Entertainment etc. They are studying books of board approved under education ministry. Besides these another two books of English and Arabic languages are also included in their study program. So far (40) numbers of orphan and (40) numbers of orphan mothers were given (80) numbers of sewing machine for their lively hood.

2. Medical Program: (a) The RIHS is conducting a modernized kidney Dialysis center at Banani in Dhaka with the minimum cost (no profit, no loss). The center have performed 36 thousand of dialysis in the last five years. (b) RIHS have donated medical equipments and apparatus to the Dhaka Child Hospital (Dhaka Shishu Hospital) (40) numbers of valuable and modernized "Infant Incubator", (2) Numbers to BSMMU, (2) Numbers to Dhaka Medical and (2) Numbers to Sir Salimullah Medical college, in total 50 numbers. One thousand of Childs were benefited in the first year by only two machines out of ten. (c) Besides, RIHS donated a full operation theaters and other appliances for the Kidney Transplantation to the National Institute of Kidney diseases and urology, Dhaka The total donations for same worth taka more than one and half Crore. (d) RIHS have served 25 thousand of various patients (Male, Female & Children) in the last five years through the Mobile Clinic program consist of (Medical Team/Doctors, Medicine, Physician & pharmacist for the period of (2000 - 2005). (e) RIHS have conducted (15) Free Medical Camps where more than (7500) patients were benefited including Male, Female and Infants etc. (9) of the said camps were conducted for flood effected areas.

3. Relief Program: RIHS have distributed Value of taka (1.6) Crore as relief items such as Chira, Muri, Rice, Dall, Saline, Blanket, C.I sheet to the helpless and distressed peoples in the period of winter, flood, Tidal bore and in other natural calamities.

4. Construction Projects: Revival of Islamic Heritage Society have built more than seven hundreds of big-small size mosque in near about 45 districts in Bangladesh within the last [illegible] years (except 3 hilly districts) and there are two hundred fifteen mosque under construction at present. Those mosques have been built in the following districts: Dhaka, Gazipur, Narayangonj, Sylhet, Khulna, Habigonj, Chandpur, Barguna, Noakhali, Laxmipur, Satkhira, Meherpur, Bhola, Barisal, Jhalakhathi, Kushtia, Patuakhali, Comilla, Feni, Chapainawabgonj, Tangail, Netrokona, Cox's Bazar, Narshingdi, Bogra, Dinajpur, Sirajgonj, Pabna, Thakurgoan, Gaibandha, Rajshahi, Rangpur, Panchagar, Naogaon, Kishoregonj, Jessore, Joypurhat, Mymensingh, B.Baria, Jamalpur, Lalmonirhat, Kurigram, Natore, Devigonj. The local peoples are maintaining and taking after these mosques after completion.

5. Build of Ozu Khana: RIHS have built [illegible] numbers of Ozu Khana with the facilities of water Tank and water Pump with the seat numbers of 8/10/12 near by the mosques in the aforesaid districts. Besides, there are under construction of 100 numbers of Ozu Khanas in various districts.

6. Tube well Project: RIHS have already set up 5500 tube wells upto this period in order to supply of pure drinking water for the Hindus, Muslims Christians and Buddhists and caste in the Arsenic free areas of the aforesaid districts.

7. Qurbani (Sacrificing) Program: RIHS arranging Qurbani program worth near about Tk. (60) Lac for the poor, helpless, distressed and the widows whom are unable to get the sacrificed meat from the fortunate class of the society. i.e. to share little bit of Eid happiness.

8. Iftar (Fasting Break) program: RIHS providing Iftar in each year for the fasting Peoples of Poor, helpless, distress and the widows in the month of Ramadan in the aforesaid districts. The total expenditure in the last nine years worth around Tk.(59) Lac.

9. Vocational Training: RIHS is conducting only the training programs of sewing and computer course for the residing orphans in the orphan centers.

10. Publication Project: RIHS are conducting a project of printing Islamic books of prayers, fasting, Amal-Akhlacand printing of the Holy Quran and other related Islamic Books - Mosaf.

11. Job Opportunity: Under the overall RIHS Project near about 1100 employee (Officer, Clerk, 3rd & 4th class employee) coming from **several stage of society and choose this profession.**

Revival of Islamic Heritage Society so far have made released of an amount of Tk. (77.93) Crore through NGO Bureau with every pennies approval by the bureau, accounts and audits etc. All these expenditures / accounts have been made through proper documentation / Vouchers etc duly audit by NGO Bureau as well as external audit by R.I.H.S. The above mentioned expenditures have so far been made for the welfare of people of the brotherly country of Bangladesh but not for terrorist activities. Further more R.I.H.S global activities is based on Islamic thought teaching and values. In any case not on terrorism but is a matter of great regret that some of the news papers and daily's are publishing some stories, false and fabricated news regarding us. We firmly protesting, denying and condemning through this press conference.

That we are here for the right cause of Islam and Humanity such as love for mankind Prohibit violence, Terrorist activities. Not to kill innocent and Keeping social peace & Harmony in the society. That RIHS strongly denying of their involvement Funding nor any financial link with 17th Aug.05 incident or any other terrorist activities happened in the near past.

Further RIHS foreign personal presence in this country are being monitored by NGO Bureau with the permission of ministry of home.All 1 of R.I.H.S foreign personal have got their visas with proper documentations. So question of illegal staying through tourist visas dose not arise at 1 All All their staying record are kept in RIHS office as well as NGO Bureau.

That the visit of the Director RIHS - Bangladesh office from Kuwait is a part of his routine visit to Bangladesh as he visited the country many times before. This time he arrived before 17th Aug. incident and left after the incident. So question of his involvement in this incident and left the country before the 17th Aug, as reported in several daily's is baseless and fabricated, which we condemn very much.

That our presence in this country is to give pace and happiness not to harm any body in any case. So question of terrorist activities as well as disturbance in the society by channeling fund to the extremist and funding militancy by us is also false and fabricated story. Because our each and every expenditures to the pennies is monitored and audited by NGO Bureau, which we mentioned earlier too. That the question of training of Islamic activist in our institutions is also another fabricated story. You are at a liberty to visit all of our institutions any time to have your personal feelings and views. Except sewing and computer we have no other training at all. That We do not have any projects in three mentioned hilly districts. So the question of our activities in those areas as reported by some daily's is al so false and fabricated story.

In fine all of our funds is donation from the people of Kuwait to their brotherly people of Bangladesh as love, sympathy and betterment of live, hope you will appreciate the same feelings too. So it is our earnest request the brothers of this peaceful land of Bangladesh to be united against these terrorist activities and disturbing elements forgoing the security, stability and prosperity of the nation.

Further We guess the aim of these baseless and fabricated news is to defame our name and other Islamic NGOs and their various praiseworthy activities and creating hatred among brothers as well as deserve the name of Islamic Ummah.

Country Director

Revival of Islamic Heritage Society-Kuwait, Bangladesh Office, Uttara, Dhaka.

আরআইএইচএস সম্পর্কে কতিপয় পত্রিকার মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবাদের কয়েকটি নমুনা

সংবাদ

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ ও প্রতিবেদকের বক্তব্য–

গত ২ জানুয়ারি ২০০৬ 'সংবাদ'-এর ১২ পৃষ্ঠায় 'তিস্তার দুর্গম চরাঞ্চলে চলছে জঙ্গি প্রশিক্ষণ-অর্থ দিচ্ছে হেরিটেজ, অত্যাধুনিক মসজিদ নির্মাণ' শিরোনামে প্রকাশিত খবরের একাংশের প্রতিবাদ জানিয়েছে কুয়েতভিত্তিক সংগঠন রিভাইভাল অফ ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি। প্রতিবাদলিপিতে [illegible] খবরের একাংশে উল্লিখিত উপজেলার তিস্তা নদীর চ[illegible] বিদ্যানন্দ গ্রামে গিয়ে দেখা জনমানবহীন এলাকায় রিভা[illegible] ইসলামিক হেরিটেজ (আরআইএইচএস) অর্থায়নে অত্যাধুনিক মসজিদ নির্মাণ [illegible] যেখানে নিয়মিত জঙ্গিদের প্রশি[illegible] হতো' বক্তব্য মনগড়া, [illegible] কল্পনাপ্রসূত। জঙ্গি তৎপরতায় কোনরকম অর্থায়ন বা সংশ্লি[illegible] অবান্তর।

জনকণ্ঠ

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

দৈনিক জনকণ্ঠে ১১ অক্টোবর প্রকাশিত [illegible] ... প্রতিবাদ জানিয়েছে রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি। প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়েছে, [illegible] প্রকাশিত সংবাদ বিভ্রান্তিকর ও অসত্য। গত ৮ অক্টোবর প্রকাশিত 'রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে [illegible] ... হয়েছে, প্রকাশিত সংবাদ [illegible]

জনতার চোখ

ইসলামিক হেরিটেজ নিয়ে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

গত ৪ঠা ডিসেম্বর প্রকাশিত জনতার চোখ- এর ১ম পৃষ্ঠায় 'হেরিটেজের [illegible]' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছে রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি। বলেছে, প্রকাশিত সংবাদের [illegible] সাথে রিভাইভালের কোন সম্পর্ক নেই।

NEW AGE

Page Eight

Rejoinder

[illegible]

The New Nation

Dhaka, Monday, December 26, 2005

Rejoinder

[illegible]

সংবাদ

হেরিটেজের ব্যাখ্যা
প্রতিবেদকের বক্তব্য

[illegible]

কোন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত না থাকার ব্যাপারে ইমাম ও খতীবদের থেকে গৃহীত অঙ্গিকার এর একটি নমুনা

Revival of Islamic Heritage Society, Kuwait
Bagladesh office



جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت
مكتب بنغلاديش

Date: / /20005

অঙ্গীকারনামা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :

আমি ...মো: আব্দুল মালেক...... পিতা ...মো: আনিছুর রহমান...... গ্রাম ...মেহিদেপুর............ থানা ...কেশবপুর...... জেলা ...যশোর... রিভাইভেল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি কুয়েত, বাংলাদেশ অফিসের আওতায় ......ইমাম..... পদে চাকুরি করি।

আমি সংস্থার প্রশাসনের নিকট এই মর্মে অঙ্গিকার করছি যে, আমি অফিসের আভ্যন্তরীন নীতিমালা মেনে চলার সাথে সাথে আমার নির্ধারিত কাজ করে যাব। দেশের আভ্যন্তরীন ও বহির্বিষয়ক রাজনীতির সাথে জড়িত থাকবনা এবং এমন যে কোন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ও আচরণ থেকে বিরত থাকব যা দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা খর্ব করে। আরো অঙ্গিকার করছি যে, আমি দলীয়, রাজনৈতিক, গোত্রীয় ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ দ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তি বিশেষ ও দল বিশেষের প্রতি অন্ধভক্তি প্রদর্শন থেকে দূরে থাকব। উপরোক্ত কোন একটি অঙ্গিকার ভঙ্গ করলে সংস্থার অধিকার রয়েছে আমার বিরুদ্ধে যে কোন উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার এবং সংস্থা আমার এ সকল কর্মকান্ডের ব্যাপারে মোটেও দায়ী থাকবেনা।

আমি যা বলছি এব্যাপারে আল্লাহই সাক্ষী।

অঙ্গীকারকারীর নাম : মো: আব্দুল মালেক
স্বাক্ষর / বৃদ্ধাঙ্গুলের ছাপ :

তারিখ : ২৭।০৬।০৫

ইহইয়া-উস্ সুন্নাহ ফাউন্ডেশন
কি ও কেন?

সমাজ সংস্কার, পরিচর্যা, ঐক্য, গবেষণা, দ্বীনী ও দা'ওয়াতী গ্রন্থাদি সংকলন, মুদ্রণ ও বিতরণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

প্রতিষ্ঠানের কতিপয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- বাংলাদেশের সকল শ্রেনীর মুসলিমদেরকে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে সালাফে সালেহীনের বুঝ-ব্যাখ্যা অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ ইসলামের যথাযথ উপস্থাপন ও অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দিক নির্দেশনা প্রদান।
- ধর্মীয় বিভিন্ন সময় ও উপলক্ষ্যে এবং নবউদ্ভূত বিভিন্ন ধর্মীয় সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণা ও দলীল ভিত্তিক বই-পুস্তক, লিফলেট, সাময়িকী ও প্রচার পুস্তিকা অনুবাদ, সংকলন ও প্রকাশ করা।
- জনসাধারনের জন্য ইলমী ও দা'ওয়াতী রসদ সহজলভ্য করে দেয়ার লক্ষে ছহীহ আকিদাহ, তাফসীর, ছহীহ হাদীছ, সুন্নাত ও বিদআত এবং যঈফ ও জাল হাদিসের কিতাবসহ বিভিন্ন রেফারেন্স গ্রন্থ সাশ্রয়ী ও বিনামূল্যে বিক্রয় ও বিতরণ করা। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাছাইকৃত গ্রন্থ সমৃদ্ধ ফ্রি মিনি লাইব্রেরী স্থাপন করা।
- জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসের ভয়বহ ছবল থেকে মুসমিজ সমাজকে রক্ষার জন্য জিহাদ ও সন্ত্রাসের মাঝে পার্থক্য নিরূপণকারী নির্ভরযোগ্য ছহীহ দলীল সমৃদ্ধ বই-পুস্তক প্রকাশ ও সরবরাহ করা।
- নির্ভরযোগ্য দাঈদের মাধ্যমে বিভিন্ন ইসলামি সভা-সেমিনারের আয়োজন করা। এছাড়াও ইমাম, বক্তা, আলেম ও জন সাধারনের জন্য বিভিন্ন মেয়াদী ট্রেনিং কোর্স এর ব্যবস্থা করা।

সর্বোপরি দ্বীনদার, ঈমানদার ও কল্যানকর সুনাগরিক গড়ে তোলাই হলো ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য।

উন্ডেশনের সকল মহৎ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক অনুদান পাঠিয়ে আপনিও আমাদের সঙ্গী হতে পারেন। আল্লাহ আমাদের যাবতীয় দান-সাদাকাহ্কে কবুল করুন। আমীন।







দারুল কারার
পাবলিকেশন্স



ইহইয়া-উস্
সুন্নাহ
ফাউন্ডেশন